সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১২ || সোমবার || পৌষ ৫ || ১৪২৮ || জমাদিউল আঃ ১৬ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 12 || 20 December || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

‘ভুল প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে হ্যারিসের হ্যাটট্রিক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়সী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভুলের কারণে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াচ্ছে ওমিক্রন সারা বিশ্বে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনার ডেলটা ধরনের চেয়ে কয়েক গুণ দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে ভাইরাসটির নতুন ধরন অমিক্রন। এ গতি এতটাই যে বিভিন্ন দেশে মাত্র দেড় থেকে তিন দিনে ওমিক্রনে সংক্রমণের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। শনিবার মহামারির হালনাগাদ তথ্য দিতে গিয়ে ডব্লিউএইচও এ কথা জানায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলেছে, প্রথমে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

World Health Organization

নেদারল্যান্ডসে লকডাউন ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : এবারের বড়দিনের আগেই নেদারল্যান্ডসে করোনার নতুন ধরন অমিক্রন নিয়ে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে খৃস্টমাসের উৎসব মৌসুমে অমিক্রনের সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

টিকা দিয়ে রোখা যাবে বার্ধক্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বয়সে আর জবুথবু হয়ে পড়তে হবে না? হয়ে পড়তে হবে না জরাগ্রস্ত? সারানো যাবে বয়সজনিত নানা ধরনের জটিল রোগ, শুধুই টিকা দিয়ে? ওষুধবিষুধ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়?

র‍্যাবের সদস্যদের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব এবং এর সাবেক ডিজি ও বর্তমান পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদসহ সাতজন কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেয়া হয়েছে। দেশটিতে নানা আলোচনা চলছে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণ এবং প্রভাব নিয়ে। এই নিষেধাজ্ঞা কোন ধরনের-কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান হিসাবে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সৌদি যুবরাজ এখন ‘মুকুটহীন’ বাদশাহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বিভিন্ন কারণে ওমুকুটহীন বাদশাহ হয়ে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

উন্নতি নেই খালেদা জিয়ার, পরীক্ষা করা হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

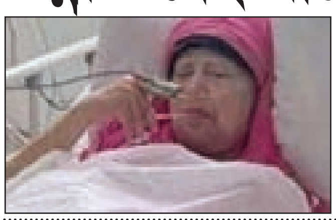

ঢাকা ডেস্ক: রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা আগের মতোই। গতকাল শরীরের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

হয়রানি ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা। ফ্লাইট শিডিউলে বিপর্যয়, স্বল্পসময়ে অধিক ফ্লাইট ওঠানামা, অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ, করোনা টেস্টের জন্য দীর্ঘ লাইন, যাত্রীদের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাসের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে পিটার ডি. হাসের মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে দেশটির সিনেট। গত শুক্রবার সিনেট ভোটাভুটিতে ওই মনোনয়ন (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ঢাকায় বিমান বন্দরে হয়রানি: ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা। ফ্লাইট শিডিউলে বিপর্যয়, স্বল্পসময়ে অধিক ফ্লাইট ওঠানামা, অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ, করোনা টেস্টের জন্য দীর্ঘ লাইন, যাত্রীদের স্ক্যান করার পরও কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনে আলাদাভাবে তল্লাশি, লাগেজ পেতে বিড়ম্বনা, (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরী প্রধান অতিথি

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি’র বর্ষপূতি অনুষ্ঠান আজ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও জনপ্রিয় সংবাদপত্র ‘বাংলা পত্রিকা’ এবং জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল ‘টাইম টেলিভিশন’-এর বর্ষপূতি অনুষ্ঠান আজ (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

হজ ও ওমরাহ সচল করতে সৌদির উদ্যোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারির কারণে প্রায় দুইবছর ধরে পুরোদমে চলতে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York, Virginia & CT
OUR MOST POPULAR COURSES:
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY”
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
BANGLA CDPAP SERVICES
BANGLA HOME CARE
PASHMINA
518 McDONALD AVENUE
BROOKLYN OFFICE
Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE
HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।
• Highest Rate • Home Care Services
• CDPAP Services • MLTC Related Supports
• Medicaid Apply, Renewal & Code Removal
BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

আব্দুল হাই জিয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কমিউনিটি অতিপরিচিত মুখ সদালাপি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আবাদুল হাই জিয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ছিলো ১০ ডিসেম্বর। করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেলো বছরে এই দিনে তিনি ইন্তেকাল করেন। দিনটি স্মরণে এদিন এশার নামাজের পর তার বাসার সন্নিকটে কুইন্সের এস্টোরিয়াস্থ মসজিদ বাইতুল মোকারমে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। দোয়া মাহফিল মসজিদ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়, মহিলারা জিয়া হাইয়ের বাসা থেকে ও বাংলাদেশ থেকে মরহুমের আত্মীয় স্বজন ও গুগ্রাহীরা ঝুমের মাধ্যমে দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন। দোয়া শেষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে তার স্ত্রী শাহিদা হাই সকলের কাছে মরহুম জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া কামনা করেন।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় লাব্বাইক সুপার মার্কেট উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): শতভাগ হালাল খাদ্য সরবরাহের নিশ্চিয়তায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন গ্রোসারী স্টোর 'লাব্বাইক সুপার মার্কেট'। পার্সন্স বুলেভার্ড সংলগ্ন ১৫৮-০৬ ৮৪ ড্রাইভ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত সুপার মার্কেটের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুম্মা এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল মুকিত। এর আগে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সুপার মার্কেটের অন্যতম স্বত্তাধিকারী আলমগীর হোসেন প্রমুখ। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিস্টরা জানান, ৫জন বাংলাদেশীর মালিকানায় 'লাব্বাইক সুপার মার্কেট' প্রাতষ ।টা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ হালাল খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও ব্যবসার পাশাপাশি সকল কমিউনিটির সেবা দেয়ার লক্ষ্যেই এই সুপারমার্কেট প্রতিষ্ঠাতা করা হয়েছে। সপ্তাহের ৭ দিনই এটি খোলা থাকবে। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মার্কেটটিতে চলছে বিশেষ ছাড়।

নিউইয়র্কে গণহত্যা ও প্রতিরোধ দিবস পালন

নিউইয়র্ক: আন্তর্জাতিক জেনোসাইড (গণহত্যা) ও প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে গত ৯ ডিসেম্বর জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিউইয়র্কে সেমিনার ও গণহত্যার উপর নির্মিত ডকুমেন্টারী 'ক্রাই ফর জাস্টিস' প্রদর্শণ করা হয়েছে।

'আন্তর্জাতিক জেনোসাইড দিবসের তাৎপর্য ও একাত্তুরে বাংলাদেশে সংঘঠিত জেনোসাইড'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি" শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি ড. প্রদীপ রঞ্জন কর এবং পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনজুর চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মনোয়ার হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনি-ফার রাজকুমার, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, বাংলাদেশ মিশনের প্রথম সেক্রেটারী (প্রেস) নূরে এলাহী মিনা, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ডেমোক্র্যাট লিডার মুর্শেদ আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিক আব্দুর রহিম বাদশা, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, এডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার সভাপতি মিথুন আহমেদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা বাশিরুল হক বিল্টু ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহনাফ আলম।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান ড. মনোয়ার হোসেন।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতন, নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করে বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চের কালোরাতে অপারেশন সার্চলাইটের নামে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে এবং দীর্ঘ নয় মাসে ৩০ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষাধিক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পৃথিবীতে স্বাধীনতার জন্যে কোন দেশ এতো ত্যাগ স্বীকার করেনি।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ৫০ বছর অতিবাহিত হলেও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের এই গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এত রক্তক্ষয়ের পরও কেন এটাকে গণহত্যা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না উল্লেখ করে সেমিনারে বক্তারা তার করনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সুনির্দিষ্টরূপে কিছু প্রস্তাবনা উত্থাপন করে তা বাস্তবায়নের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহনে বাংলাদেশ সরকার ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের একসাথে কাজ

করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় আরও অংশ নেন নুরে আলম জিকু, জালাল উদ্দিন জলিল, রুমানা আক্তার, জলি কর, খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, গোলাম রনী, সৈয়দ জুয়েল, মোঃ ফাতিন শাহ, অমিত, পলাশ এডওয়ার্ড প্রমুখ।

পরে বাংলাদেশে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থান হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলসামস দ্বারা সংঘটিত জেনোসাইডের উপর ডকুমেন্টারী 'ক্রাই ফর জাস্টিস' প্রদর্শিত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

নান্দনিক অগ্রযাত্রার রজত জয়ন্তী
অজেয় অগ্রযাত্রার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১
রজত জয়ন্তী
২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০২১
ম্যাজেস্টিক প্যালেস, ৫৬-৭০ ৫৮ স্ট্রিট, উডসাইড
আহবায়ক কমিটি
আহবায়ক: মিনহাজ চৌধুরী । যুগ্ম আহবায়ক: মোঃ আব্দুল হাফিজ আবদার
সদস্য সচিব: রাজিব খাঁন । যুগ্ম সদস্য সচিব: মেহরাজ ফাহমী
প্রধান সমন্বয়কারী: মোস্তফা কামাল পাশা (মওদুদ) । সমন্বয়কারী: ওয়াদুদ আহমেদ
সভাপতি: আব্দুল মালেক খাঁন (লায়েক) । সাধারণ সম্পাদক: দুরুদ মিয়া রনেল
call for stall: 718-350-6137
প্রথম আলো
TIME
বাংলা পত্রিকা
ঠিকানা
সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক্
SYLHET SHODOR THANA ASSOCIATION OF AMERICA INC

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মুদ্রাপাচার বাড়ছেই

বাংলাদেশের অগ্রগতিতে একটি প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মুদ্রাপাচারকে। মুদ্রাপাচার রোধে সরকারের বেশ কিছু বিশেষায়িত সংস্থা থাকলেও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি নেই বললেই চলে। গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৩৪টি দেশের মুদ্রাপাচারের তথ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৭৪ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (২০১৪ সাল বাদে) ছয় বছরে বাংলাদেশ থেকে চার হাজার ৯৬৫ কোটি ইউএস ডলার পাচার হয়েছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় চার লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ৯০ টাকা হিসাবে)।

মুদ্রাপাচারের এই ধারা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। এর আগে জিএফআই ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের যে তথ্য দিয়েছিল তাতেও দেখা গিয়েছিল, সেই সময়ে দেশ থেকে ছয় লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছিল। সুইজারল্যান্ড কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের মুদ্রাপাচার বেড়েছে ২০ শতাংশ, পাচার হয়েছে পাঁচ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। শুধু সুইস ব্যাংকেই নয়, আরো অনেক দেশের অনেক ব্যাংকেই বাংলাদেশ থেকে মুদ্রাপাচার হচ্ছে। মুদ্রাপাচারের স্বর্গভূমি হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন অফশোর ব্যাংকেও বাংলাদেশীদের অর্থ যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে ফাঁস হওয়া পানামা ও প্যান্ডোরা পেপারসেও অনেক বাংলাদেশির নাম এসেছে। কিন্তু মুদ্রাপাচার রোধে আমাদের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

জিএফআইয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ২০১৫ সালে বিদেশে পণ্য কেনাবেচার যে খতিয়ান দিয়েছেন, তার ১৮ শতাংশই ছিল ভুয়া। সাধারণত ব্যবসায়ীরা রপ্তানি পণ্যের দাম প্রকৃত দামের চেয়ে কম দেখিয়ে এবং আমদানি পণ্যের দাম প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি দেখিয়ে একটি বড় অঙ্কের অর্থ হিসাব থেকে বের করে নেয় এবং বিদেশে জমা করে। আবার হুন্ডি, বিনিময় কিংবা অন্যান্য উপায়েও দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, প্রতিনিয়ত মুদ্রাপাচার বাড়ছেই। মুদ্রাপাচারের পরিমাণ ২০০৯ সালে ছিল ৫২১ কোটি ২০ লাখ ডলার, ২০১০ সালে ৬৮৪ কোটি ডলার, ২০১১ সালে ৮৭৩ কোটি ডলার, ২০১২ সালে ৭৬৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার এবং ২০১৩ সালে ৯৩৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার। আর ২০১৫ সালে পাচার করা হয়েছে এক হাজার ১৮৭ কোটি ১০ লাখ ডলার।

বাংলাদেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে মুদ্রাপাচার রোধে আমাদের আরো কঠোর হতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যক্রম জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এসংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত বিচারের উদ্যোগ নিতে হবে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর সুখ-দুঃখের পাঁচালি

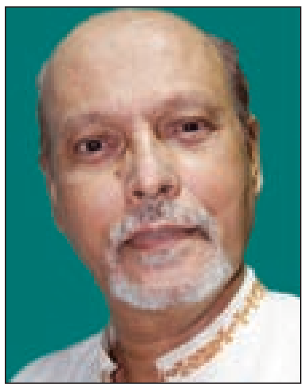

সালাহউদ্দিন বাবর

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আজ যুগপৎ আনন্দ-বেদনা অনুভব করছি। আনন্দ অনুভব করছি এ জন্য যে, নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একজন গর্বিত নাগরিক হিসেবে অর্ধশতাব্দী পার করা। আর বেদনাপ্লুত হচ্ছি এ জন্য যে, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও এই জনপদের দুখী মানুষের সংখ্যা তো কমছেই না বরং বেড়েছে। ৫০ বছরেও দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তি মজবুত করা আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেশের মানুষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সাধারণ প্রশাসনের কাছ থেকে উচ্চমানের সেবা যত্ন পাওয়ার পরিবর্তে অবহেলা অবজ্ঞা আর ভোগান্তিই সহ্য করতে হয়। দেশ আজো যথাযথ সিস্টেমের ভেতর আসতে পারেনি। এ দেশের পরিচিতি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে। অথচ সেই গণতন্ত্র নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দল একে অপরের পরিপূরক বলে ভাবা হয়। রাজনৈতিক দল, দলের নীতি আদর্শের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক। এই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের সহ-অবস্থান, রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম থাকাটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার। এসব কিছুই গত ৫০ বছরে অর্জিত হয়নি।

বিগত ৫০ বছরে কেবলমাত্র একটা বড় সম্পদ লাভ করেছি; সেটি আমাদের সংবিধান। সেখানে শুধু কল্যাণ রাষ্ট্র নির্মাণের সব সাজ সরঞ্জাম যেমন আছে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি কী হবে তার অপূর্ব ছক সন্নিবেশিত রয়েছে।

সংবিধানের শুরুতে যে প্রস্তাবনাটি সংযুক্ত রয়েছে, সেখানে সযত্নে লিপিবদ্ধ রয়েছে 'রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনীতি নিশ্চিত হইবে।' গণতন্ত্রের বিষয়ে সংবিধানের অন্যত্র বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ নির্বাচন, তা সুষ্ঠু, অবাধ-বাধাহীনভাবে ভোটের ব্যবস্থা করা, যাতে নির্বাচনের বিশুদ্ধতাকে সব সংশয় প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রাখাই লক্ষ্য। সংবিধানে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দেশে আইন বিধি বিধানে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া, জনগণ সর্বাবস্থায় আইনের দ্বারা সুরক্ষা যাতে পায় সংবিধানের প্রস্তাবনায় তা সংযুক্ত রয়েছে। আইনি প্রাধান্য শুধু এখানে নয় সর্বোচ্চ এই আইন গ্রন্থের অন্যত্র তা সুলিখিত রয়েছে। মৌলিক মানবাধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে এতটা গুরুত্ব পেয়েছে যে, এ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযুক্ত রয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কথায় বলে 'কাজির গরু কিতাবে আছে'। আমরা বিষয়গুলো সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে যা তুলে ধরেছি বিগত ৫০ বছরে তা শুধু কিতাবেই আছে, গণতন্ত্র মানবাধিকার শোকেসেই শোভিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার প্রাপ্তি নিয়ে যে আশা ছিল সে আশার বেশিটাই অপূর্ণ রয়ে গেছে। ৫০ বছরে হিসাব মিলাতে গিয়ে কোনো কূলকিনারাই করা যায় না। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে যে লাখো প্রাণ শাহাদত বরণ করেছেন; আর যারা সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে না গিয়েও স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেছেন, মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছেন তাদের অনেকেই স্বাধীনতার সুফলভাগী বলে মনে করবে। যে স্বপ্ন দেখতেন, তাদের এমন স্বপ্ন এখনও স্বপ্ন হয়েই আছে, তাদের অনেকেই আজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।

বিগত ৫০ বছরে এ দেশে শত নদী দিয়ে যত পানি সাগরে মিশেছে, এ সময়ের মধ্যে অনেক সরকার এসেছে, গেছে, কিন্তু কেউই তাদের দেয়া কথা রাখেনি। দেশ ও দশের কথা নিয়ে যারা ভাবেন, দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণে থাকেন, অনুসন্ধিৎসু মানুষগুলো কিন্তু অতীত থেকে সেই আজ পর্যন্ত প্রশাসনের দেয়া সব অভয় আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি নিয়ে কোনো ভরসা রাখতে পারছেন না। কর্তৃপক্ষের বক্তব্যগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে, মনে করেন, তাদের বহু কথাই নিছক 'বাতকা বাত'। এমন কথার পেছনে নিছক নিম্নমানের রাজনীতিই রয়েছে। মনে রাখতে হবে, দেশের রাজনীতিকরা আকাশের মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলান। ক্ষমতায় থাকাকালে এক রকম বচন আর ক্ষমতা থেকে নেমে আসার পর ভিন্ন রঙ বর্ণ ধারণ করেন; অতীত সব কথাই ওলটপালট হয়ে যায়। অর্থাৎ সময় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই কিছু কথা বলতে হয় বলেই বলা। এ তো একধরনের আত্মপ্রতারণা। রাজনৈতিক নির্বাহীদের এমন বক্তব্য বক্তৃতা মানুষের ধাতস্থ হয়ে গেছে।

তারা **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের এপিঠ-ওপিঠ

এম হুমায়ুন কবির

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড কমেছে। যুক্তরাষ্ট্র এমন পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রম শুধু একটি-দুটি দেশ নিয়ে চালিয়ে থাকে তা নয়। আমরা জানি, মানবাধিকারসহ বেশকিছু বিষয়ে জাতিসংঘভুক্ত ও বহির্ভূত দেশগুলো নিয়েও এমন কাজ তারা করে থাকে। তবে এর সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের আরও সংস্থা বা বিভাগ। অর্থাৎ সমন্বিতভাবে তারা কাজগুলো করে থাকে। এটা নতুন কিছু নয়। তবে জো বাইডেন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কিছু সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার-প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বিশ্বের গণতান্ত্রিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও মানবাধিকারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রেখে। বাইডেনের নীতিগুলো এ লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যেসব বিষয়ে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে তা শুধু তাদের রুটিন ওয়ার্ক নয়, তাদের নীতি ও ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক লক্ষ্যও এর সঙ্গে যুক্ত। তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের যে নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা বিষয়ে, বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার যে জায়গা তাও তারা আরও সমৃদ্ধ করতে চায়। সবার বাসযোগ্য একটি পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ের কথা বাইডেন শুরুতেই জোর দিয়ে বলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বৈরী সম্পর্ক নয়, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

গত ১৬ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, সেখানে বাংলাদেশও রয়েছে। এর কাজের ভিত্তি আরও এক বছর আগের প্রেক্ষাপটে তৈরি। ২০২০ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার তথ্য দেওয়া হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। তারা তাদের বিভিন্ন মাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমসহ অন্য সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৈরি ওই প্রতিবেদনে যে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে তাতে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের তুলনায় বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড কমেছে। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী ব্যুরোর তৈরি ওই প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা দুর্বল, যে কারণে সন্ত্রাসবিরোধী মামলাগুলোয় জট তৈরি হয়েছে। আমরা জানি, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের ওই ধারাবাহিক সরকারের ওশূন্য সহিষ্ণুত্বর অঙ্গীকার রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমাদের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করতে সরকার উদ্যোগও নিয়েছে। আমাদের নানা সীমাবদ্ধতা আছে তা আমরা যেমন জানি, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জানে। তার পরও বলব, এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক যে অগ্রগতি আমরা লক্ষ্য করছি তা স্বস্তির। লক্ষ্য করার মতো, তারা যখন এসব নিয়ে কথা বলে কিংবা কোনো প্রতিবেদন তৈরি করে, তখন একসঙ্গে অনেক বিষয় এর আওতায় নিয়ে আসে। যদিও প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশিত, তবুও এক বছর আগের ঘটনাবলি বা পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনাক্রমে আমরা দেখছি- আইনকানুন, জননিরাপত্তা পরিস্থিতি, সীমান্ত পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ও এর মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া সন্ত্রাসে অর্থায়ন অর্থাৎ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যে অর্থ চালাচালি হয় দেশি-বিদেশি অপশক্তিগুলোর সহায়তায়, **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	২০	২১	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ফজর	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫
সূর্যোদয়	৭.১৫	৭.১৫	৭.১৫	৭.১৬	৭.১৬	৭.১৭	৭.১৭
জোহর	১১.৫৪	১১.৫৪	১১.৫৪	১১.৫৫	১১.৫৫	১১.৫৬	১১.৫৬
আসর	২.৫০	২.৫১	২.৫১	২.৫১	২.৫২	২.৫৩	২.৫৩
মাগরিব	৪.৩২	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৪	৪.৩৪	৪.৩৫
এশা	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মধ্য ষাটের দশক : ব্যক্তিগত দেখা

মাহমুদ রেজা চৌধুরী

মধ্য ষাট, ষাটোর্ধ্ব আমরা যারা তাদের বেড়ে উঠবার একটা সূচনা সময়। আমরা যে যার মতো করে বেড়ে উঠেছি তখন, যে যেমনভাবে দেখেছি চারিপাশ।

আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা এবং দেখা বা দর্শন একরকম ছিল না, তবু একরকম যেটা ছিল সেটা এখনকার চাইতে বেশি পরমত সহিষ্ণুতা। এর মধ্যে ছিল এক ধরনের অংশগ্রহণমূলক চিন্তা এবং 'দেখার' মনস্তাত্ত্বিক ইতিবাচক ইচ্ছা। এটা এখন কমে যাচ্ছে কোথাওবা কমে গেছে।

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই বিষয়ে আমার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। ব্যক্তিগতভাবে দেশ আমাকে সব সময় ভাবায়। নিজ দেশের জয়-পরাজয়ের নানা রকম আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বোধের স্তরায়ন বেশি টোকা দেয় আমাকে, কোন সমস্যার প্রতিকার বা সমাধান বলতে তেমন কিছু করতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ভাবনা শেয়ার করি। অন্যের কাছ থেকে শিখতে চাই ভালো কিছু তাই।

এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তর লেখা যায়, লেখার আছেও বটে। এত এত বিষয় এই সয়কে নিয়ে লেখা যায় সেটা লিখতে বসলে একটা বই হয়ে যাবে। সময়, ধৈর্য, পরিবেশ। আপাতত কোনটাই এর পক্ষে নাই বলে সংক্ষিপ্ত আকারে এর একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। বিষয়টা আমাদের পারস্পরিক 'বিনয়'।

আমরা কেউ কেউ এই বিনয়কে দুর্বলতা মনে করি। আবার কেউ কেউ এটাকে চর্চা করতে চাই কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত চর্চা করতে পারিনা। বিনয় হলে যদি প্রতিপক্ষ দুর্বল মনে করে আক্রমণ করে, কখনো কখনো সেই আক্রমণটা কারো কারো কাছে চরম অপমানের বলে মনে হয়। তখন সেই পথে অনেকেই আসতে উৎসাহ বোধ করি না।

সেই পুরনো কথা, বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। স্কুলে থাকাকালীন এই বিষয়ে বহু বিতর্ক করেছি অনেকেই। এই কথার মর্মার্থ সেদিন তেমন বুঝিনি আজকে যেমন বুঝতে পারি। সেদিন বুঝি নি বলে তর্ক করেছি, আজকে সেটা বুঝে বহু জায়গায় চুপ হয়ে গেছি।

এই বিনয়ের উল্টোপিঠে অনেকের মতেই আছে এক জাতীয় দুর্বৃত্তায়ন। তবে বিনয়ের বিপরীত শব্দ দুর্বৃত্তায়ন কিনা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত নই। বিনয় বলতে মোটামুটি অন্যকে শ্রদ্ধা করা, ভিন্নমতকে গুরুত্ব দেয়া মনোযোগ সহকারে, নম্রতা, সৌজন্য। মোটাদাগে এসবকেই 'বিনয়' বলি। এর বিপরীত শব্দ দুর্বৃত্তায়ন হলে, এই ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়নের সংজ্ঞা হবে নিজের বা অন্য কারোর ইচ্ছা এবং অভিমতকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার মত। অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামতকে অবজ্ঞা করা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রকাশে তাকে বাঁধা দেয়া। এইসব বিনয় এর বিপরীত। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে এটাই এখন বাড়ছে। মানসিকভাবে কিংবা শারীরিক ভাবে কারো উপর দুর্বৃত্তায়নের চেষ্টা বলতে শারীরিক কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তির অপপ্রয়োগ বোঝায়। তাই বিনয় অর্থ নম্রতা, সহনশীলতা, আর দুর্বৃত্তায়ন অর্থ, ব্যক্তিশক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের চেষ্টা করাও দুর্বৃত্তায়নের অন্তর্গত যা বিনয় বহির্ভূত।

আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যারা প্রচন্ড অন্তরালে থাকতে ভালোবাসেন। ওনারা জ্ঞানী এবং গুণীও বটে। কিন্তু তাদের জ্ঞান বা গুণের প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কিছু বললে তারা কিছুটা বিরক্ত হন। কেউ-এর নিম্ন প্রতিবাদ করেন, অথবা এড়িয়ে যান।

কোন কিছুকে এড়িয়ে যাওয়াটা কেন জানি আমার মনে হয় বিনয় বোধের মধ্যে পড়ে না। যেকোনো বিষয়ে কেউ যদি আমাদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় সেটা পছন্দ না হলেও এক 'না' শব্দকে ৯৯ ভাবেও প্রকাশ করা যায়। আমরা সাধারণত বেছে নেই প্রচলিত একপাক্ষিক ইচ্ছাকে। তবে অস্বীকার করছি না যে সব বিষয়কেই অ্যাটেন্ড করতে হবে এমন কোন মানেও নেই। যদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, যাদের ব্যাপারে বুঝতে পারি এরা তোষামোদকারী, সুদিনের বন্ধু বা কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিন্দা বা প্রশংসা করছে, সেসব ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড করা যায় কাউকে। কিন্তু সেটা গণ ভাবে নয়। কিংবা নিজে আমি একজন ব্যতিক্রম মানুষ, সেটা বোঝানোর জন্য ও নয়। সব মানুষ তার অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ না করলেও সব ব্যক্তি তার অভিব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই প্রকাশ করে, সেটাও যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গি না। কোন ব্যক্তির বাইরের দিকে বিচার করে কিংবা দেখে তার উপর একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন ঠিক না একইভাবে একটা মানুষ বা ব্যক্তি তার কেবল বাইরের প্রকাশটাই সঠিক সেটাও সর্বক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। এখানে ব্যক্তি, তার ব্যক্তিত্ব, তার সততা, তার অপারগতা, তার সীমাবদ্ধতা, তার আন্তরিকতা। এইসব কিছুই বোঝার একটা গুরুত্ব আছে, সেটাই ব্যক্তির বিনয় বোধের সংস্কৃতি।

মধ্য ষাট দশকে আমরা আমাদের অনেকের বাবা মাকে দেখেছি তাঁরা ভীষণ রকম ভেতর থেকে সহনশীল, বিনয়ী এবং তাঁরা অনেকেই একা, একা পথ চলতে চাইলেও কাউকে আঘাত করে বা কষ্ট দিয়ে কোন আচরণ করেন নি।

পঞ্চাশের দশক থেকে আমাদের অঞ্চল বলতে আজকের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল। এই সংস্কৃতির অবক্ষয়ের শুরু হয়েছে একটু ব্যাপক অর্থে সত্তর উত্তর দশক থেকে। তবু সেটা যত টুকুই ছিল মধ্য ষাটের দশক থেকে প্রায় ৯০ দশক পর্যন্ত, সেই সামাজিক এবং ব্যক্তিগত বিনয় বোধ এবং অংশগ্রহণমূলক সামাজিক সহ অবস্থান থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছি এখন। এরো নানান কারণ আছে অবশ্যই। তবে মূল কারণ আমরা আমাদের সবরকম জীবনে যান্ত্রিক মনা বা যান্ত্রিক মনস্কো হয়ে পড়ছি কোথাও জেনেশুনে কোথাও বা স্রোতের গতিতে ভেসে ভেসে। এটাও সত্যি।

প্রায়ই লক্ষ্য করি যারা শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি অথবা মধ্যবিত্ত। এদের মধ্যে বেশি থাকে এক প্রকার অবজ্ঞা সংস্কৃতির প্রভাব। সেটাকে কেউ আমরা নিজেদের আচার আচরণে প্রকাশ করি নিরবে কেউবা সেটা উচ্চস্বরে বুঝিয়ে দেই অন্যকে। এটা আত্ম অহংকার না আত্মগর্ব জানিনা। তবে এটা কোন মানবিক আচরণের মধ্যে পড়ে না এতটুকু বলতে পারি।

এরা সংখ্যায় সীমিত হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রে এদের প্রভাব বেশি। দরিদ্র কিংবা নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষার বড় বড় টাইটেল না থাকলেও প্রকৃত মানুষ আর প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দিতে তাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায় তাদের সংখ্যার দিক থেকে। এতে তাদের জীবনে বাড়তি কিছু যোগ হয় না, তারা যে যেখানে আছেন সেখানেই পড়ে থাকেন। তবু তাদের মানবিক আচার-আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের চাইতে অনেক উন্নত মানের।

সেই পুরনো কথা, বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। স্কুলে থাকাকালীন এই বিষয়ে বহু বিতর্ক করেছি অনেকেই। এই কথার মর্মার্থ সেদিন তেমন বুঝিনি আজকে যেমন বুঝতে পারি। সেদিন বুঝি নি বলে তর্ক করেছি, আজকে সেটা বুঝে বহু জায়গায় চুপ হয়ে গেছি। উল্লেখ্য যে, মধ্য ষাটের তুলনায় সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়েছে, বিকশিত হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয়েছে। চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর হয়েছে। মুক্ত জ্ঞানচর্চায় স্বাধীনতা পেয়েছি। এইসব বাংলাদেশের মধ্য ষাট উত্তরের ইতিবাচক দিক। মধ্য ষাট এ কারণেই বলছি যে, নিজের বোধবুদ্ধির কিছু আত্মসচেতনতা আমাদের অনেকের এই সময়েই শুরু।

আজকের বাংলাদেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বলতে সার্বিক সচিত্র দেখলে অহংকার এবং গর্ব যেমন হয়, তেমনি বাড়ছে হতাশা। জীবনের সব ধরনের 'উন্নতি' যদি আমাদের পায়ে এসে পড়ে আর তখন যদি আমরা নিজেদের সার্বিক ব্যবহারে এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি অমানবিক এবং আন্তরিকতা শূন্য ব্যবহার করি, সেটাকে আজকের গুণীজনরা কিভাবে দেখবেন। সমাজের উন্নতি না সমাজে মানুষের আরেক দাসত্ব প্রথার মধ্যে প্রবেশ।

যার শক্তি আছে এখনও তারই যেন সব আছে, সেদিকে সমাজ অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়। লেখাটা কবে কোথায় পড়েছিলাম মনে করতে পারছিনা। আমাদের সামনের দিনগুলি মনে হয় এভাবে এগোচ্ছে কি-না!

'যৌবনে কাকও সুন্দরী
শ্রাবণে নদীও কুমারী
ক্ষমতা থাকলে মিথ্যা কথাও বাণী

(বাকি অংশ ৯ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একদিকে যেমন দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে, অন্যদিকে শান্তি বিনষ্টের নানামুখী তৎপরতা অনেক শক্তিধর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে করা হয়েছে। ফলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় ১০০ বছরেও বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি। আঞ্চলিক এবং আন্তর্মহাদেশীয় পর্যায়ে গত শতকে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মানব বিপর্যয়ের মহাযুদ্ধ হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চিহ্নিত হয়ে আছে। দুই বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ১০ কোটি মানুষ, আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেছে এর দ্বিগুণেরও বেশি। সম্পদ ধ্বংস হয়েছে সীমাহীন, যুদ্ধের অস্ত্রে বিনিয়োগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি অর্থ। সেই অর্থ দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও বেকারত্ব গ্লানিকর বোঝা অনেকটাই মুছে ফেলা সম্ভব ছিল। তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে বিশ্ব বর্তমানের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নতি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারত। কিন্তু সেই সৌভাগ্য বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চলেই ঘটতে দেখা যায়নি। বরং বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চলে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং পশ্চাৎপদ অবস্থা বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে বিশ্বে সবার জন্য শান্তি নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারী আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৪ দফা উত্থাপন করে বলেছিলেন, 'বিশ্বের শান্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে হবে। কোনো স্বার্থচরিতার্থ করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই।' এরপর ১৯১৯ সালের বসন্তে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৮ জুন ভার্সাই নগরীতে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯২০ সালের ২১ জানুয়ারী প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ফলস্বরূপ জাতি-পুঞ্জ নামের একটি সংগঠনের জন্ম হয়। কিন্তু শান্তি ইউরোপের মতো অগ্রসর অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ইতালিতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানীতে নাসিবাদের উত্থান মানুষের শান্তির আকাঙ্খাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। বড় রাষ্ট্রগুলোই একে অপরকে পরাভূত করতে অধিকতর উন্নত মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছে। ১৯৩৯-৪৫ সাল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বিভীষিকার অধ্যায়। যুদ্ধকালেই শান্তির কথা আবার উচ্চারিত হলো, চেষ্টাও হলো। অবশেষে জাতিসংঘ নামের বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর একটি নিরাপত্তা বিধানের সংস্থা গঠিত হলো। জাতিসংঘ এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা। এখানে প্রতিবছরই শান্তি ও নিরাপত্তার কথা রাষ্ট্র ও সরকারগুলো বলে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা এখনো অধরাই রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে রাষ্ট্রব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বড় ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অধীনতা থেকে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় ৮০টি স্বাধীন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বেশির ভাগ নতুন রাষ্ট্রই দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে নানা পশ্চাৎপদতা, নানা অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় পীড়িত। এসব রাষ্ট্রের স্বাধীন পথচলার গতি বড় শক্তিগুলোই নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই চেষ্টাকেও বাঁকা চোখে দেখা হয়েছিল।

সদ্য স্বাধীন অনেক রাষ্ট্রের জোটনিরপেক্ষ পথে পরিচালিত হওয়ার উদ্যোগ থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাদের অনেককেই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। কোথাও কোথাও রক্তপাত ঘটিয়ে নেতাদের হত্যাও করা হয়েছে। এর পেছনে মদদদাতা হিসেবে বড় বড় কোনো কোনো রাষ্ট্রের নাম উচ্চারিত হয়েছে। বড় রাষ্ট্রগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্য থেকেই এমন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। ভেতরের প্রতিক্রিয়াশীলকে তারাই অর্থ, অস্ত্র এবং বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। তা না করে যদি দেশগুলো সদ্যঃস্বাধীন এই রাষ্ট্রগুলোকে জোটনিরপেক্ষতা ধরে রেখে চলার সুযোগ করে দিত, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করত, তাহলে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলো গত ৭০-৮০ বছরে সমৃদ্ধির একটি নিরাপদ জায়গায় উঠে আসার সুযোগ পেত। দেশগুলো থেকে দারিদ্র্য বিমোচন হলে মানুষ নতুন যে সম্পদে রূপান্তরিত হতো তা শুধু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, আন্তর্জাতিকভাবেও একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হতো। সেটি উন্নত দেশগুলোকেও আরো অধিকতর উন্নত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করত। বিশ্ব তাতে লাভ করত নতুন পরিচয়, যার নাম হতে পারত আন্তর্জাতিক মানবিক বিশ্ব।

১৯৫০ সালে ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জুলিয়েট কুরিকে সভাপতি নির্বাচন করে গঠিত হয়েছিল বিশ্ব শান্তি পরিষদ। এর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল সর্বজনীন নিরস্ত্রীকরণ, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব ও প্রচার, সাম্রাজ্যবাদ, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের অস্ত্র এবং সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচারণা। এর কেন্দ্রীয় অফিস একসময় হেলসিংকি, পরে এথেন্সে স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্বে শান্তি আন্দোলনে এই পরিষদ গত শতকের শেষের বছরগুলোতে বড় ধরনের অবদান রেখেছিল। বিশ্ব শান্তি পরিষদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৩ সালের ২৩ মে জুলিও কুরি পদক উপাধিতে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধু সেই সময় ক্ষুধা, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন

DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S

DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভেনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

মধ্য ষাটের দশক

(৬ পাতার পর)

শক্তি আর টাকা থাকলে মূর্খও জ্ঞানী'।

এরকম হবার একটি কারণ সমাজে বৈষম্য বিশেষ করে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা কেবল বস্তু চিন্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। স্বার্থের প্রয়োজনে একে অন্যকে মেরে ফেলতে কিংবা গুম করে ফেলতে দ্বিধাও করছি না। রাষ্ট্র-ই যে এখন কেবল গুম করছে শুধু তাও-না।

মধ্য ষাটের অনেক গুণী ব্যক্তিরাও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অনেক ইতিবাচক চিন্তাকে গুম করে দিতে চেষ্টা করছেন। কোথাও কোথাও দিয়েছেনও। এরো নানাবিধ কারণের একটি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিনয় বোধ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নীতিমালা বদলে গেছে, ও বদলে যাচ্ছে।

আজকে সমাজে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে থাকতে চাই। সবাই মিলে একই দ্বীপে বাস করতে আমাদের মধ্যে একটা নেতিবাচক এবং আশঙ্কার সংস্কৃতির প্রভাব বাড়ছে। সামগ্রিকভাবে আমাদের বিনয় সংস্কৃতির আয়ু কমে আসছে। এটাকে ইতিবাচকভাবে দেখবার ইচ্ছাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক শত্রু বা প্রতিপক্ষ হয়ে গেছি এবং যাচ্ছিও।

ব্যক্তিগত এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে মধ্য ষাট উত্তর পৃথিবীও বদলেছে অনেক। মধ্য ষাট দশকে আমরা 'গ্লোবাল ভিলেজ' কি জানতাম না। আমরা এখন প্রায় প্রতিটা কথাতেই এই 'গ্লোবাল' শব্দ ব্যবহার করি কারণে কিংবা অকারণে হলেও। বিশেষ করে নেতিবাচক কিছু হলেই কিংবা অমানবিক কিছু ঘটলে আমরা চট করে গ্লোবাল রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে নিয়ে আসি। এটা আমাদের নিজেকে সংশোধন না করবার চাইতেও নিজেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতাকেও অন্য কোথাও বা অন্য কারোর ব্যর্থতা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা।

বাংলাদেশে চলমান অনেক বৈষম্যের অবসানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিনয় চর্চা আমাদের ভবিষ্যতের পথে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে কিনা, সেটা স্পষ্ট করে এই মুহূর্তে না বলতে পারলেও মানুষের সব রকম বৈষম্যের অবসানে 'বিনয়' সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম, এটুকু বলা যায়।

আশঙ্কার কারণ, আমাদের বিনয় বোধের অবক্ষয় ধীরে ধীরে বাড়ছেই। এই লেখাটাতেও কাউকে সমালোচনা করার বিষয়টা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত বিনয় বোধের কিছুটা উপেক্ষা হতেই পারে। এই সমস্যায় আমিও যে একজন। পথ চেয়ে আছি এই স্বভাবের পরিবর্তনের অপেক্ষা নিয়ে। শেখার প্রতীক্ষায়।

লেখক: সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক
Email. mahmud315@yahoo.com

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor
আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।
37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

জানুয়ারী ২০২২ ভিসা বুলেটিনঃ

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে (ডিওএস) জানুয়ারী ২০২২ ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য জানুয়ারী মাসের পরিবার ভিত্তিক ভিসা প্রাপ্তি নিচে দেয়া হলো।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রিফারেন্সঃ

প্রথমঃ (এফ-১) আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ- ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী-স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলে-মেয়েরা। চলতি।

বি. (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়স বা তদুর্ধ) সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র এবং কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

আরও বিস্তারিত এবং ২০২২ সালের জানুয়ারী মাসের জন্য কর্মসংস্থানভিত্তিক অগ্রাধিকার জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

সিনেট পার্লামেন্টরিয়ান ডেমোক্র্যাটদের ব্যয় সমন্বয় বিলে ইমিগ্রেশন ধারা পাশের উদ্যোগ প্রত্যাখ্যানঃ

ডেমোক্র্যাটদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রস্তাব সিনেটে পার্লামেন্ট প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। ১ দশমিক ৭৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যয় পরিকল্পনায় ইমিগ্রেশনের যে প্রস্তাবনা ডেমোক্র্যাটরা অন্তর্ভুক্ত করে পাশ করে দেয়ার পরিকল্পনা, দুঃখজনকভাবে সিনেটে পার্লামেন্টারিয়ান প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। সিনেট পার্লামেন্টরিয়ান এলিজাবেথ ম্যাকডোনার তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, তাদের প্রস্তাবনা আবারও সিনেটের বিধি অনুসরণ করেনি। আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের সমস্যার সমাধানে এবার নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের তৃতীয় দফা উদ্যোগ ছিলো। প্রস্তাবনার মধ্যে ছিলো ইমিগ্রেশন প্যারোল কর্মসূচি।

এতে কাজের অনুমতি ও ডিপোর্টেশন সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। প্রস্তাবনাটি পাশ হলে ৭০ লাখের অধিক আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ট যারা ২০১১ সারের পূর্বে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে আসছে তাদের সুরক্ষা দিতো।

সিনেট জুডিশিয়ারী কমিটির চেয়ারম্যান ডিক ডারবিন সিদ্ধান্তটিকে হতাশাজনক বলে উল্লেখ করে বলেছেন, 'আর কি বিকল্প আছে, সেটাই এখন ডেমোক্র্যাটরা ভাবছেন'।

এক যৌথ বিবৃতিতে ডারবিন এবং তার ডেমোক্র্যাট সতীর্থরা বলেছেন, তাদের প্রস্তাবনা নিয়ে সিনেট পার্লামেন্টোরিয়ানরা 'যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তার সঙ্গে তারা তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করেন।' এবং বিল্ড ব্যাক বেটার এ্যাক্ট-এ নাগরিকত্ব প্রাপ্তির সুযোগ অর্জনে তারা সম্ভাবনা সকল উপায় কাজে লাগাবেন।

ডেমক্র্যাটরা এখন বিলটিকে বাজেট রিকনসিলিয়েশন' প্রক্রিয়ায় পাশ কওে নেয়ার চেষ্টা করছেন। এ প্রক্রিয়ায় কোন বিল পাশে হতে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। এতে ৫০-৫০ সিনেটে রিপাবলিকনানদের বাধা দেবার প্রচেষ্টাকে পাশ কাটানো সম্ভব হবে।

সিনেট পার্লামেন্টারিয়ান সিদ্ধান্ত কোন বাধ্যবাধকতা নয়। এবং সিনেট পার্লামেন্টারিয়ানের সর্বশেষ রুলিং ডেমক্র্যাটদের সিনেটের গাইডেন্স প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতাকে জোরালো করবে। যাহোক, সিনেটের সিদ্ধান্ত পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যে কোন উদ্যোগ অথবা প্রতিস্থাপনের চেষ্টার ক্ষেত্রে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রয়োজন পড়বে। পাশাপাশি কমপক্ষে ২জন আইন প্রণেতা এরকম উদ্যোগ সমর্থন করবেন না এবং তার ইংগিত থাকতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটি আইন প্রণেতা স্থানীয় নির্ধারনে অনাগরিকদের ভোটের অধিকার দিয়ে বিল পাশ করেছেঃ

নিউইয়র্ক সিটি গত ১৬ ডিসেম্বর বৃহদাকার একটি আইন পাশ করেছে, যারা ফলে অনাগরিকরা নিউইয়র্ক সিটিতে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনসমূহে ভোট দেয়ার অধিকার লাভ করবে। নতুন এই আইনে প্রায় ৮ লাখ গ্রিনকার্ডধারী এবং তথাকথিত ড্রিমাররা ২০২৩ সালে সিটি নির্বাচন সমূহে ভোট দেয়ার অধিাকর পাবেন। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, মেয়র বিল ডি ব্লাজিও যদি ভেটো না দেন কিংবা বিলটি আইনগত কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন না হয়। প্রতিপক্ষরা বলছেন যে, কাউন্সিলের নিজের কোন কর্তৃত্ব নেই অনাগরিকদের ভোটারিধাকার দেয়ার এবং স্টেট আইন প্রণেতাদের প্রথম দায়িত্ব ছিলো এ বিষয়ে পদক্ষে নেয়ার।

যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী এক ডজনের অর্ধিক কম্যুনিটি, ম্যারিল্যান্ডের ১১টি ওবারমন্টের ২টি টাউনসহ ইতিমধ্যে অনাগরিকদের স্থানীয় নির্বাচন সমূহে ভোটাধিকার দিয়েছে। তবে নিউইয়র্ক সিটি এক্ষেত্রে হবে বৃহত্তর এলাকা অনাগরিকদের ভোটাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য যে, অবশ্যই এই অধিাকর বলে ননসিটিজেন প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেসের সদস্য বা স্টেট নির্বাচনে গভর্নও, জাজেস এবং আইন প্রণেতাদের নির্বাচিত করার অধিকার প্রাপ্ত হবেন না।

নিউইয়র্ক থেকে এস হাবিবের প্রশ্নঃ

আমার এক বন্ধুর ইমিগ্রেশনে ইন্টারভিউ আছে। তাকে ইমিগ্রেশন থেকে জানানো হয়েছে যে ইন্টারভিউ দেবার জন্য তাকে আইন-৯৪, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং এপার্টমেন্ট লীজের প্রমাণপত্র সাথে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার কাছে উল্লেখিত সকল কাগজপত্র নেই। এসব তথ্যপত্র চাড়া সেকি ইন্টারভিউ দিতে গেলে কোন ভালো ফললাভ আশা করতে পারে?

এস হাবিবের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কাছে যেসব তথ্য প্রমাণ আছে সেগুলো নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। এপ্লয়ারের এ্যাফিডেভিড, বাসার লীজ, ডাক্তারের দেয়া চিঠিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে নিয়ে তে পারেন। আপনার কেস সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে কোনকিছুর উল্লেখ নেই। এ কারণে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাত করে আলোচনা করাতে পারেন- যিনি আপনার সাহায্যে পরামর্শ দিতে পারবেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves
225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলা পত্রিকার পঁচিশ বছর প্রবাসে বাঙালীর অগ্রযাত্রা

হেলাল উদ্দীন রানা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত প্রিয় বাংলা পত্রিকা ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই সংবাদ আমাদের সকলের জন্য, সংবাদপত্রের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এই মাহেন্দ্রক্ষণে সম্পাদক আবু তাহের সহ পত্রিকার সকল সাংবাদিক সহকর্মী বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও বাঙালীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক দিনে দিনে ফলে ফুলে আরো বিকশিত হোক, সমৃদ্ধ হোক, এই কামনা করি।

প্রবাসে একটি পত্রিকার সিকি শতাব্দি পার করে আসা কোন সহজ কথা নয়। পত্র পত্রিকা একটি জাতির সত্তা তথা সাহিত্য, কৃষ্টি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যারা পত্রিকায় কাজ করেন বা পত্রিকা প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরা জানেন এই কাজটি কতটা কঠিন ও দুরহ। একটি পত্রিকা বের করতে পথে পথে অতিক্রম করতে হয় নানা বাঁধা বিপত্তি। মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয় এই পথ! বাঁকে বাঁকে কাঁটা ছড়ানো! সাংবাদিকতা আমাদের প্রেক্ষাপটে একটি অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশা কোন সন্দেহ নেই। যারা এই মহান পেশায় ব্রতী হন তাঁরা সবকিছু জেনে বুঝে, ঝুঁকি স্বীকার করেই আসেন। অন্যতায় টিকে থাকা মুশকিল। নিত্য টানাপোড়েন চড়াই উৎরাই ভেঙে চলতে হয় এই পথে। বন্ধু তাহের একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁর সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার বর্ণাঢ্য। তিনি জেনে বুঝে বিষ পান করেছেন!

আজ থেকে ২৫ বছর আগে উত্তর আমেরিকায় যার হাত দিয়ে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের নবযাত্রা শুরু হয় সেই অন্যতম পথিকৃত সাংবাদিক মাহবুব রহমান ও আবু তাহেরের উদ্যোগে সূচনা হয় আজকের জনপ্রিয় পাঠক নন্দিত কাগজ 'বাংলা পত্রিকা'র পথ চলা। আমরা যাঁরা দেশ ছেড়ে উত্তর আমেরিকায় থিতু হই তাঁরাও এপেশার নেশায় বুদ হয়ে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়ি কাগজটির সাথে। সেই দীর্ঘ যাত্রায় অনেক প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে পত্রিকার কর্ণধারদের, এসেছে নানা ঝড় ঝাপটাও। কোন কিছুই রুখতে পারেনি বাংলা পত্রিকার অগ্রযাত্রাকে। প্রথম দিকে ব্রডশীটে বেরুলেও পরবর্তীতে ট্যাবলয়েট সাইজে চলে আসে পত্রিকার আকার। মাহবুব ভাই প্রায় এক দশক আগেই এই পত্রিকা ছেড়ে গেছেন। বাংলা পত্রিকার সার্কুলেশন এক সময় ছিল গোটা উত্তর আমেরিকা ব্যাপী। ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে এবং এদেশের বাইরেও। সর্বত্র পাওয়া যেতো এই পত্রিকা।

সপ্তাহান্তে তীর্থের কাকের মতো পাঠককুল অপেক্ষায় থাকতেন কাগজটির। সকল শ্রেনী পেশার মানুষের ড্রয়িংরোম অবধি পৌঁছতে পেরেছে পত্রিকাটি। উত্তর আমেরিকায় বাংলা পত্রিকা কেন্দ্রিক গড়ে উঠে একটি সমকালীন লেখক ও পাঠক গোষ্ঠী। বাংলা পত্রিকা অনেক লেখক সাংবাদিক সৃষ্টিতে বিশাল ভূমিকা রেখেছে প্রবাসে। বন্ধু আবু তাহের আজ উত্তর আমেরিকায় একজন বাংলা মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব হিসাবে সফল। নিজের মেধা ও পরিশ্রম তাঁকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে।

বাংলা পত্রিকার শুরুর সময় থেকে এখনও এই কাগজটির সাথে আছি। বাংলা পত্রিকার সাথে রয়েছে আত্মার আত্মীয়তা। আগে প্রতি সপ্তাহে লিখতে হতো মাহবুব ভাই ও তাহেরের চাপে। আমি প্রথম দিকে বাংলা পত্রিকা'র শেষের পাতায় মিশিগানের ডায়েরী নামে একটি নিয়মিত জনপ্রিয় কলাম শুরু করেছিলাম। অনেক দিন তা চালু ছিল। সম্প্রতি এলোমেলো ভাবনা নামে একটি কলাম লিখছি। যা নানা কারণে আপাতত লিখতে পারছিনা।

বন্ধু ইব্রাহীম চৌধুরীও দীর্ঘদিন বাংলা পত্রিকায় ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে সহকর্মী হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে প্রবীণ সাংবাদিক মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের সাথে। যিনি বর্তমানে সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক হিসাবে কর্মরত। এ ছাড়াও হাবিব রহমান ও শেখ সিরাজুল ইসলামদের সঙ্গ পেয়ে উপকৃত হয়েছি। তাঁদের সাথে এখনও আমার আত্মার সম্পর্ক বিরাজমান। এরা প্রত্যেকেই দেশে ও উত্তর আমেরিকায় সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিমান। বর্তমানে বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক/বিশেষ প্রতিনিধি এবিএম সালাহউদ্দীন আহমদও বন্ধু। তিনি দেশেও ছিলেন আমার সহকর্মী, এখানেও। আমি দৈনিক ইনকিলাব-এর সিলেট ব্যুরো প্রধান ছিলাম। আর সালাহউদ্দিন আহমেদ ছিলেন ইনকিলাব-এর টাঙ্গাইল জেলা প্রতিনিধি। আমি এদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

আমরা জানি কোভিড নামের পেন্ডামিক আজ সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলেছে। এই অতিমারির প্রভাব পড়েছে সংবাদপত্রে সবচেয়ে বেশী। পত্রিকার পাঠক কমে গেছে। বিজ্ঞাপনের আকাল। বিজ্ঞাপন ছাপলেও বিল পাওয়া যায়না সময় মতো, বিলম্ব হয়, আছে নানা ঝামেলা! ইদানীং বিজ্ঞাপনর রেটও কমে গেছে! তারপর বিনামূল্যে পত্রিকা বিলি। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সকল কাগজ এখন ফ্রি-তে পাওয়া যায়। এইসব কিছু মিলিয়ে সংবাদপত্র শিল্পের টিকে থাকা রীতিমত মুশকিল হয়ে পড়েছে এখন। বর্তমানে সংবাদপত্র শিল্পে দুর্জেয় ভাটার টান চলছে। এই শিল্পের অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির মুখে বলা যায়।

সাংবাদিকতা পেশায় যারা জড়িত তাঁরা প্রায় সকলেই এক অনিশ্চিত অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরপর অনলাইন পত্রিকা, নিউজ পোর্টাল ইত্যাদির ছড়াছড়ি! অনেকে আবার বিজ্ঞাপনের বিষয় নিউজ হিসাবে ছেপে দেন। তার উপর ফেসবুক সাংবাদিকতা! সাংবাদিকতার মান, নীতি নৈতিকতা নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রতিদিন। সবকিছু মিলিয়ে সত্যিকারের সাংবাদিকতা এখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

এতো কিছুর পর ২৫ বছর একটি পত্রিকার ক্রমাগত প্রকাশনা টিকিয়ে রাখা শুধু কঠিনই নয় অনেকটা দুঃসাধ্য কাজ। বন্ধু আবু তাহের এরকম একটি কাজ করে চলেছেন সাবলীলভাবে। পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্ক ভিত্তিক জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন চ্যানেল-কে ইতিমধ্যে একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে ফেলেছেন যা সত্যিই প্রসংসনীয়। পত্রপত্রিকা প্রকাশ বা টেলিভিশন চ্যানেল চালানো কেবল ব্যবসা নয়, এটি একটি জনসেবা। সমাজের সার্বিক অগ্রযাত্রায় এই কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। অবশ্যই ভাবী কাল মূল্যায়ন কবরে আবু তাহেরকে। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের শুভেচ্ছা থাকবে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের আগামীর পথ চলায়। আগামীর পথ হোক মসৃণ, এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক। সভাপতি, মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র

প্রসঙ্গ : যুক্তরাষ্ট্রের আনা মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ

সামছুদ্দীন আজাদ

নিউইয়র্কের সময় রাত ১১টা, ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার টেলিভিশনের পর্দা খুলতে খবরটি চোখে পড়ল, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ থেকে বাংলাদেশের র‌্যাবের ৭ শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ এনে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১০ ডিসেম্বর হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সাল থেকে এই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বরের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের ৬ জন র‌্যাব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ এনে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। একই দিনের চীনের বিরুদ্ধেও একই রকম অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। U.S. Deputy Secretary of Treasury Mr. Wally Adeyemo said our action today particularly those in partnership with the United Kingdom and Canada send a message that democracies Around The world will act those who abuse the power of the state to inflict sufferings and repression.

অর্থাৎ বিশ্বের যারা বা যে দেশসমূহ ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যাবহার করে মানবতা লংঘন করে তারই ভিত্তিতেই তারা অভিযোগ উত্থাপন করে। Guantanamo Bay twenty years of counter terrorism and controversy. কিউবায় অবস্থিত ইউএস মিলিটারি ডিটেনশন সেন্টার যার নাম গোয়ান্তামো বে কারাগারে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে নির্যাতন বর্বরতার যে নিলজ্জ মানবতা বিরোধী নজির স্থাপন করেছিল About national Security, Human Rights and Justice এর কথা বলে তা কিন্তু বিশ্ববাসী ভুলে যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রে ৯১১ এটাকের পর ইউএস মিলিটারি বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে ৮০০০ এর অধিক সন্দেহভাজন innocent people কে ধরে এনে এই গোয়ান্তামো বে কারাগারের ডিটেনশন সেন্টারে এনে নির্মম নির্যাতন করেছিল। এরপর ইরাক আক্রমন করে ইরাকের ১০ লক্ষাধিক নারী-পুরুষ শিশুসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, ইরাকী সুন্নী মতাবলম্বী প্রেসিডেন্ট তার মিলিটারি ইউনিট যাকে বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল বলা হত সেই ইরাকী মিলিটারি কর্মকর্তা জোয়ানদের ধরে এনে এই কারাগারে উলঙ্গ করে বিকৃত যৌন আবেদনময়ী করে সেই ছবি আবার প্রকাশ করতো সারা বিশ্বের মানুষের কাছে। আর শারীরিক নির্যাতনের বিষয়টি ছিল এত অমানবিক যা পৃথিবীর সমস্ত বর্বরতাকে হার মানিয়েছে।

২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হারিয়ে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাকে স্বাগত জানিয়েছিল বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে। একইভাবে বাংলাদেশও তাকে স্বাগত জানিয়েছিল তাকে অভিনন্দন জানিয়ে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অতি ক্ষুদ্র একটি দেশ, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া একটি দেশ। যদিও এই আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল এবং স্বীকৃতিও দিয়েছিল অনেক পরে। তবুও আজ আমেরিকা বাংলাদেশের সম্পর্ক ভীষণ চমৎকার এবং আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমান পন্য রফতানি হয় এদেশে যদিও আজ পর্যন্ত এই উন্নয়ন সহযোগী, আমাদেরকে জেএসপি (GSP) সুবিধা দিতে অপারগ। তবুও আমাদের দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা রাষ্ট্র অর্থ বিত্তে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মানবতাবোধ রক্ষায়। আজ বিশ্ব রাজনীতি তথা ভূরাজনীতির ধরণ পাল্টিয়েছে। এককালে যারা বাংলাদেশের শত্রু ছিল আজ তারা বন্ধু হয়েছে যেমন চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, তুরস্কসহ আরো অনেক দেশ। আবার যারা আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল যেমন ভারত আজ তাদের অবস্থান পাল্টাচ্ছে খুব প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। আবার নতুন করে যখন বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুকছে, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বিশেষ করে মেগা প্রজেক্টগুলো চীন বাংলাদেশকে করে দিচ্ছে এত রড় কষ্ট পাচ্ছেন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র।

> **২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হারিয়ে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাকে স্বাগত জানিয়েছিল বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে। একইভাবে বাংলাদেশও তাকে স্বাগত জানিয়েছিল তাকে অভিনন্দন জানিয়ে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অতি ক্ষুদ্র একটি দেশ, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া একটি দেশ।**

যুক্তরাষ্ট্রের ভাল বন্ধু ভারত, সুতরাং বন্ধু রাষ্ট্রের মন রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে সব কিছু করতে প্রস্তুত। যেমন ভারত নাগরিকত্ব সংশোধনের নামে পশ্চিম বঙ্গ থেকে মুসলমান খেদাও পরিকল্পনা করছিল তখন আমেরিকা মানবাধিকার লংঘন বুঝেনি। ভারত যখন কাশ্মিরে অমানবিক নির্যাতন করেছিল মুসলীম নারিদের ধর্ষন করেছিল মাসের পর মাস কাশ্মিরের মুসলমানদের গৃহবন্দী করে আটকিয়ে রেখেছিল, নির্যাতন করেছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার খুজে পায়নি। নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে চলন্ত ট্রেনে আগুন লাগিয়ে (২০০০) দুই হাজারের বেশী মুসলমানকে পুরিয়ে ছাই ভস্ম করে দিয়েছিল, তখন মানবাধিকারকে খুজে পায়নি আমেরিকা। আজ বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলে সামরিক জোট গঠন করতে চায়, চীনের বিরুদ্ধে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য, সেই জোটে যুক্ত হতে বাংলাদেশকে চাপ দেয়া হচ্ছে আর বাংলাদেশ তাতে রাজি না হলে জো বাইডেন তার গণতান্ত্রিক সম্মেলন থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছেন। আজ আবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে এসে বাংলাদেশের ছয় জন র‌্যাব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ আনলেন। এসবের কারণ হলো সদ্য উদীয়মান রাষ্ট্র বাংলাদেশকে চাপে রাখা। আমরা জানি ঘরের শত্রু বিভীষন। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি যে দলকে কানাডা ও আমেরিকার আদালত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে রায় দিয়েছিল সেই বিএনপি এবং কিছু দেশ বিরোধী দালাল, নোভেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনুস যিনি ক্লিনটন পরিবারের বন্ধু। ড. কামাল হোসেন দেশের বিরুদ্ধে স্বরযন্ত্র করছে, সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে ভূয়া, মিথ্যা, বানোয়াট তথ্য দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। যে বিএনপি বাংলাদেশকে পরপর ৫ বার দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিল, বাংলাদেশকে ব্যার্থ রাষ্ট্রের তকমা পড়িয়েছিল, বাংলাদেশকে বিপদজনক জঙ্গী তালেবানি রাষ্ট্র বানিয়েছিল। আজ তারাই বিএনপির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, প্রতিদিন বিএনপি নেতাদের নিয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে গোপন বৈঠক করে দেশের বিরুদ্ধে নালিশ করে। আবার কখনও কখনও বিএনপি নেতাদের বাড়িতে কুটনীতিকদের দাওয়াত দিয়ে ডিনারের নামে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করে এরা সবাই মিলে। এই চক্রের সাথে যুক্ত আছে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট এনজিও। এরাই দেশের নাগরিক হয়ে সরকার থেকে সুবিধা নিয়ে এনজিওর ব্যাবসা করে হাজার হাজার কোটি টাকা ইনকাম করে। বিএনপিকে চাঁদা দেয়, সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন দূতাবাসকে সুরসুরি দেয় আর তারা কোন তদন্ত না করে সেটি বিশ্বাস করে। ২০০১ সালে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসলো আওয়ামী লীগের ২৪০০০ কর্মীর জীবন কেড়ে নিয়েছিল। পূর্নিমা, মহিমা, ফাহিমার মত নাবালিকাদের ধর্ষন করেছিল। নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে হিন্দু নারিদের দুধ কেটে নিয়ে উল্লাস করেছিল বিএনপি, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষন করেছিল বিএনিপ, অর্থমন্ত্রী শাহ এম, এস কিবরিয়াসহ ৪ জন এমপিকে হত্যা করেছিল বিএনপি। জঙ্গী তালেবানেরা ঢাকার রাজপথে একে ৪৭ রাইফেল উচিয়ে রাজপথে মিছিল করেছিল। বাংলা ভাই মানুষ মেরে গাছে ঝুলিয়ে রাখত তার নিজস্ব আদালতে বিচার করে। ২০০৪ সালের ২১ শে আগষ্টের গ্রেনেড হামলার ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম বর্বরতা ও নির্মমতার ইতিহাস। বিএনপির শীর্ষ নেতা বেগম জিয়া ১০ বছরের দ-িত আসামী তদীয় পুত্র তারেক রহমানও ফেরারি আসামী। আজ মার্কিন ট্রেজারি দূর্নীতিবাজ বিএনপির দেয়া ভূয়া তথ্যের উপর বিশ্বাস করে বাংলাদেশের চৌকস মেধাবি নিরাপত্তা বাহিনী র‌্যাবের ৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ আনেন যা একপেশে এবং অগ্রহণযোগ্য। ২১ শে আগষ্টের গ্রেনেড হামলা করেছিল খোদ খালেদা জিয়া নিজেই তার জোটভুক্ত জঙ্গী মৌলবাদী জামাত জোটের সদস্যদের দিয়ে আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতে চেষ্টা করেছিল বিএনপি থেকে কেন মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ দলের সব সিনিয়র নেতাদের হত্যার জন্য একযোগে ১১টি গ্রেনেড হামলা করেছিল বিএনপি।

গুলশান দুই এ যখন জঙ্গী হামলা হল হলি আর্টিজান বেকারীতে, জাইকার ১১জন ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মকর্তাসহ যারা সেদিন খুন হয়েছিল, সেই জঙ্গীকে আমাদের র‌্যাব সদস্যরা পাল্টা আক্রমন করে খুন করে। জীবন বাজী রেখে সেদিন জঙ্গীদের যখম করেছিল গুলশানের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়ে পুরা কুটনীতি পাড়াকে নিরাপদ রেখেছিল। কই সেদিন তো যুক্তরাষ্ট্র র‌্যাবকে বাহবা দিয়ে সাধারণ সৌজন্যতাবোধও দেখাতে পারেননি।

লেখক: সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

বিজয়ের পঞ্চাশ বছর ও বাংলাদেশের অগ্রগতি

শেখর ভট্টাচার্য

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কি খুব সহজ? স্বাধীনতার জন্য দেশপ্রেমের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে মানুষের তখন 'জীবন-মৃত্যু' পায়ের ভৃত্যে পরিণত করে ফেলে। পৃথিবীর কোনো আধুনিক মারণাস্ত্র দেশপ্রেমিকের আবেগের সামনে দাঁড়াতে পারে না। পাকিস্তানীরা সারা বিশ্বে প্রচার করত বাঙালী ভীরু, অলস, কর্মবিমুখ, কাপুরুষ–যুদ্ধবিদ্যা তাঁদের কাজ নয়। এই ভেতো ও ভীরু বাঙালী মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সারা পৃথিবী অবাক হয়ে লক্ষ করল নিরস্ত্র, নিরীহ একটি জাতি কী করে দেশপ্রেমকে হাতিয়ার করে একটি আধুনিক বাহিনীর সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ পরিচালনা করে যেতে পারে। একটি জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, নিজেদের সংহত করে, তখন তাদের স্বাধীনতার ইচ্ছা থেকে দূরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর পরাজয় দেখে। প্রমাণ রেখেছে বাঙালিরা ১৯৭১ সালে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

বাঙালীর প্রকৃতি বর্ষাকালের নরম কাদামাটির মতো। আপাত নিরীহ বাঙালিকে যারা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ফুঁসে উঠতে দেখেনি, তারা জানে না গ্রীষ্মের কালবৈশাখীর মতো কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে বাঙালী, যখন দেশজননীর ডাক এসে পৌঁছে অন্তরের গহিনে। ১৯৭১ সালে কিছুসংখ্যক কুলাঙ্গার ছাড়া সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। কোনো আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক সামরিক প্রশিক্ষণ নেই, কোনো প্রস্তুতি নেই, শুধু দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা ও গ্লানি মোচন করতে তাঁরা মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছিলেন। যুদ্ধটি ছিল কতটা অসম। একদিকে একটি আনুষ্ঠানিক, প্রশিক্ষিত, নৃশংস, বর্বর বাহিনী আর অন্যদিকে এই বাংলার অতি সাধারণ কৃষক, জেলে, শ্রমিক, কামার, কুমার, নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী।

হাজার বছরে কোনো জাতি এভাবে জেগে উঠতে পারে না। এ রকম ঐক্যবদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। ওই যে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা, আমাদের নেতা ও পিতা, তাঁর সাহসী তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' ...'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব; এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' একাত্তরের আগেই বাঙালী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। কোনো রণকৌশল না জেনে শত্রুর আধুনিক অস্ত্রের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বায়ান্ন থেকে মৃত্যুকে মুঠোয় ভরেছে বাঙালী, সে ধারায় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে এসে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত 'মঞ্চ মহড়া' করে দেখিয়েছে বাঙালী। যুগে যুগে শোষণ-নিপীড়নের শিকার বাঙালি জাতি প্রতিবারই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সৃষ্টি করেছে অমর ইতিহাস। পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে অবাক করেছে সারা বিশ্বকে। দেশ ও জাতির অবমাননার প্রশ্নে বাঙালি কোনোকালেই মাথা নোয়ানোর মতো অপমানজনক কাজ করেনি, আত্মসমর্পণ বাঙালীর ধাতে নেই।

বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর মাসের আগে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির আস্ফালন দেখে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। যাঁরা বাঙালী চরিত্রের হাজার বছরের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাঁরা ঠিক ততটা হতাশ নন। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মিরপুর স্টেডিয়ামে যারা কিছু তরুণ যুবককে দিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়েছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দেওয়ানোর কাজ করিয়েছে, তারা কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নয়। তারা পুতুলনাচের পুতুল। তারা যতটুকু সাহস দেখিয়েছে, তাদের থেকে বেশি সাহস দেখিয়েছে পুতুলদের পেছন থেকে যারা সুতা ধরে রেখেছিল, সেসব একাত্তরের বিভীষণদের প্রেতাত্মারা। তারা সংখ্যায় যে খুব বেশি তা কিন্তু নয়। আমাদের বিশ্বাস আছে সাধারণ বাঙালিদের প্রতি। যারা একাত্তরে জনযুদ্ধে শামিল হয়েছিল। সাধারণ বাঙালী ধর্মকে অন্তর দিয়ে ধারণ করে, কিন্তু তারা উদার, মানবিক। হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু দিক আছে, যেগুলো আমাদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাঙালি চিরদিন ভাবপ্রবণ জাতি। এ দেশে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কখনো মানুষের মনে স্থান করে নিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 'মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীন কালেও ভারতের শাস্ত্রপন্থী সমাজনেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল।' তার মানে, বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মত এ দেশে বা তার আশপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। বাংলার মাটি যেমন বঙ্গপোসাগরের প্রবল ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস সহ্য করে পলিকে বুকে ধারণ করতে পারে, বাঙালী তেমনই চরম নির্যাতন, নিষ্পেষণ, শোষণের জঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে স্বপ্নের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে পারে।

শুভশক্তিসম্পন্ন মানুষের থেকে অন্ধকারের কুশীলব স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের ভয় বেশি। কেন এত ভয়? তাদের ভয়ের মূল কারণ হলো, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি দেশ পরিচালনা করছে, এই কারণে। এ ছাড়া তাদের সবচেয়ে বড় ভয় হলো বাহাত্তরের সংবিধান। যে সংবিধান ১৯৬৬ সালের ছয় দফা থেকে উঠে এসেছিল। যে সংবিধান আমাদের ৩০ লাখ শহীদের রক্তস্নাত, ২৪ বছরের শোষণ, নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনের ফসল। বাহাত্তরের সংবিধানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা নেই। বাহাত্তরের ৪ নভেম্বর আমরা যে শ্রেষ্ঠ সংবিধানটি পাই তাতে বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের চার মৌলনীতি ছিল–গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র। এই সংবিধানে এমন কিছু কথা ছিল না, যা দ্বারা স্বাধীনতাবিরোধীরা উৎসাহিত হতে পারে। বাহাত্তরের সংবিধান শত্রুদের অবস্থান দুর্বল করে দিয়েছিল। ওই সংবিধানে না ছিল ধর্মাশ্রয়ী দলগুলোর বৈধতার সামান্যতম স্বীকৃতি, না ছিল রাষ্ট্রধর্ম।

পাকিস্তানের ২৩ বছর ধর্মকে আশ্রয় করে যারা রাজনীতি করেছে, তারা তাদের আশ্রয় হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই বাহাত্তরের সংবিধানকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। ধর্ম ব্যবসায়ীরা এ কারণেই তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিল বারবার। স্বাধীনতার পর, এমনকি সাম্প্রতিককালে একটি অপশক্তি রাষ্ট্র ও তার মৌলনীতির বিরুদ্ধে বিরামহীন বক্তব্য দিয়ে মানুষকে খেপিয়ে তুলতে বিরামহীন অপচেষ্টা করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আদর্শহারা করার জন্য আদর্শ ও পাকিস্তানী ভাবাদর্শের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন হিমালয়সম একজন মানুষ। তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পেছন ফিরিয়ে নিতে তারা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সবার আগে হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে। জাতির পিতাকে হত্যা করে তারা বাংলাদেশকে পাকিস্তান অভিমুখী করার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঙালি আবার ফিরে এসেছে বঙ্গবন্ধুর দলকে নিয়ে বাহাত্তরের সংবিধানকে আদর্শ করে।

কুচক্রীদের চক্রান্ত এবং এর প্রভাব খুব সাময়িক। বারবার আত্মসমর্পণ করতে হয় কুচক্রীদের। আবারও তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে পাকিস্তানী সেনা অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজির মতো। শুভশক্তির বিজয় নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই, তবে সতর্ক হতে হবে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মতো রেসকোর্সে বিজয়ী মুক্তিসেনার বিজয় দেখার জন্য মানুষের ঢল নেমেছিল। আমাদের অনেকেরই স্মৃতির পাতায় মানুষের এই ঢলের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে। সাদামাটা একটা টেবিল ও দুটি চেয়ারে পাকিস্তানি সেনা অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি ও ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের প্রতিনিধি জেনারেল অরোরা। ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। তাই ভয় নেই শুভশক্তিসম্পন্ন মানুষের। বাঙালি তার আপন চরিত্র দিয়ে এগিয়ে যাবে, যেমন এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মহার্ঘ কালে।

)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে (জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্দ্ব * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্বতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS	
Saturday	11:30 PM - 8PM
Sunday	11:30 PM - 8PM
Monday	11:30 PM - 8PM
Tuesday	11:30 PM - 8PM
Wednesday	11:30 PM - 8PM
Thursday	11:30 PM - 8PM
Friday	CLOSED

পার্কচেস্টারে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine — সীমিত সময়ের জন্য 15% Off — Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বাংলাদেশের বিজয়গাথা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিগত ৫০ বছরে বেগম খালেদা জিয়ার মতো এমন উত্তাল সংগ্রামশীল জনজীবন আর কেউ অতিক্রম করেনি। সন্দেহ নেই সম্মোহনী নেতৃত্বের আবহ ছিল। সেখানে ছিল একই গতিপথ। একই রাজনৈতিক তরঙ্গ। যে জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকার তিনি বহন করেন, সেখানেও ছিল শৃঙ্খলা। আরেক গতিময় জীবন। উভয় ক্ষেত্র থেকেই বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ভিন্নতর, অথচ একই উৎস থেকে উৎসারিত। বলতে গেলে, তার জীবন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। গৃহবধূ থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসীন হওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে হয়তো আর নেই। রাষ্ট্রনায়ক স্বামীর প্রেক্ষাপটে নয়, নেতৃত্বের সঙ্কটে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। এটিও একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। রাজনৈতিক জীবনে তার ক্ষমতা দল, গোষ্ঠী, আমলা বা ষড়যন্ত্রের পথে বিস্তৃত নয়। এই ক্ষমতা জনগণ থেকে উৎসারিত। তার রাজনৈতিক আদর্শ, কর্মসূচি ও কর্মকৌশল আবর্তিত, বিবর্তিত ও পরিচালিত হয়েছে জনগণ নির্ভরতায়। তাই বলা হয়, খালেদা জিয়া হয়েছেন জনতার এবং জনতা হয়েছে খালেদা জিয়ার।

কোটি কোটি মানুষের এই মহীয়ষী নেত্রী এখন যে নিপীড়িত জীবনযাপন করছেন তাও পৃথিবীতে বিরল। নেলসন ম্যান্ডেলা অথবা নিকট অতীতের গান্ধী-নেহরু-মুজিব কারাবরণ করেছেন ঔপনিবেশিক অথবা অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের কাছে। আর খালেদা জিয়া বন্দী জীবনযাপন করছেন স্বদেশের সগোত্রের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে। তৃতীয় বিশ্বে এই নির্যাতনের বিষয়টি অসম্ভব নয়। কিন্তু অসম্ভব হচ্ছে তার তীব্রতা-ব্যাপকতা। ঔপনিবেশিক আমলে 'রাজবন্দী'র মর্যাদায় ও সীমাবদ্ধতায় ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। এখনকার ক্ষমতা কাঠামোয় তা দুরাশা। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশেষে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বঞ্চিত হচ্ছেন মৌলিক মানবাধিকার থেকে। যে খালেদা জিয়া জনতার, তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেত্রী। কোনো পর্যায় বা কোনোভাবেই কোনো নির্বাচনেই তিনি পরাজিত হননি। জনতার আবেগমন্ডিত সর্বোচ্চ ভালোবাসা অর্জন করেছেন তিনি। তার সেই জনতা এখন শক্তির শাসনে নিষ্পিষ্ট।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, যেখানে জিয়ার শেষ, সেখান থেকেই খালেদা জিয়ার শুরু। দু'জনের জীবনের গতি এবং ছন্দ একইরকম। স্বাধীনতার যুদ্ধকালে জিয়াউর রহমান ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সম্মুখ সমরে। সে সময়ে শিশুসন্তান নিয়ে বন্দী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা সেখানেই শুরু। যে ঝুঁকি ও সাহস নিয়ে তিনি ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ অতিক্রম করেছিলেন, তা বিরল। তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বন্দিদশা যদি মহিমান্বিত হয়, তাহলে খালেদা জিয়ার বন্দিদশাও ত্যাগের ও মহত্ত্বের। বরাবরই মুক্তিযুদ্ধকে জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া শ্রেষ্ঠতম অর্জন মনে করেছেন এবং স্বাধীনতার চেতনায় অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে সবসময়। যখন তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে আপসহীন নেত্রী অথবা জাতির সর্বোচ্চ কর্ণধার তখনো কাজে কর্মে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে স্বাধীনতার চেতনা। রাজনীতি করেছেন জনতার জন্য। সে রাজনীতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে জনগণের জীবন স্বাধীনতা ও উন্নয়ন। জিয়াউর রহমান যেমন সচেষ্ট ছিলেন জনগণের জীবনকে নৈতিক ও কর্মচঞ্চল করে তুলতে, তেমনি খালেদা জিয়া সবসময় ছিলেন সেই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুদৃঢ়। জিয়াউর রহমান জনতার ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। জাতীয় ঐক্য গড়নে একের পর এক সমন্বয় ও ঐক্যের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। সেখানে বাদ সাধেনি ডান অথবা বাম। মুজিবনগরীয় অথবা অমুজিবনগরীয় বিরোধের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। পূর্ব পশ্চিম অথবা লাল-নীলে বিভক্ত করেননি সমাজকে। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতার বাইরে অথবা ভিতরে কখনো ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেননি। অভিন্ন জাতীয় ঐক্যের দ্বারা অর্জন করতে চেয়েছেন অভীষ্ট লক্ষ। দু'জনের ঐক্যের সুর ও ছন্দ ছিল একই রকমের। আরেকটি বিষয়ও দু'জনের অপূর্ব মিল পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে সঙ্কটের নেতা তারা। জিয়াউর রহমান যেমন পেশাগত নেতা না হয়ে দেশপ্রেমের অপূর্ব তাগিদে ঘোষণা করেছিলেন স্বাধীনতা, আবার ৭ নভেম্বরের সঙ্কটসময় সময়ে দিয়েছিলেন জাতির নেতৃত্ব, তেমনি বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। আর এখনো বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন নিরন্তর। অবশ্যই এ লড়াই জনতাকে নিয়ে, জনতার জন্য এবং জনতার লক্ষ্যে। কাকতালীয় হলেও এটিই বাস্তব সত্য যে, গণতন্ত্রের সংগ্রামেও জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া পালন করেছেন অভিন্ন ভূমিকা। জিয়াউর রহমান একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থাকে বাতিল করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। খালেদা জিয়া জাতীয় ঐকমত্যের প্রতিধ্বনি করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্র। 'আমাদের জাতীয় জীবনে এখন পর্যন্ত যা কিছু গৌরবজনক অর্জিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই রয়েছে তার এবং তার পরিবারের স্পর্শ' (এমাজউদ্দীন আহমদ, ২০১৮:১৩)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হলেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রবর্তন করেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। এটি জাতির জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য রক্ত ঝরালেন, তারাই ওই ব্যবস্থা বাতিল করলেন। ক্ষমতায় থাকতে এক, আবার ক্ষমতায় না থাকতে আর এক। 'সত্যিই সেলুকাস কী বিচিত্র এ দেশ'। বিচিত্র ছলনাময় সে রাজনীতি (আকবর আলি খান)।

বেগম খালেদা জিয়া তার কর্ম আদর্শের মধ্য দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ রাজনীতির প্রধান চরিত্র। আন্দোলন-সংগ্রাম অতিক্রম করে যখন তিনি ক্ষমতার পাদপীঠে উত্থিত হলেন, তখন তা নিবেদিত হলো জনতার জন্য। তার রাজনীতি শুধু ক্ষমতার জন্যই ছিল না, তা ছিল জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও উন্নয়নের জন্য। বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বাস ও জীবনবোধ প্রতিফলিত ছিল তাদের জীবনে। বাংলাদেশের মানুষ মধ্যপন্থী। তারা মোল্লাতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। নাস্তিকতন্ত্রেও না। জনগণের নাড়ির টান অনুভব করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন, আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন ও মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশেষ সম্পর্কের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সংযোজন করেছিলেন জিয়াউর রহমান। বেগম খালেদা জিয়া তার সেই ইসলামী মূল্যবোধের ভারসাম্যপূর্ণ রাজনীতিকে কুসুমিত করেছেন, সুশোভিত করেছেন। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি যে জাতীয়তাবাদ, তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জিয়াউর রহমানের দূরদর্শী রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলনে। এই জনপদের ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবার ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে ইতিহাসের ক্রমধারায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক সত্তায়। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে জাতির পরিচিতির সঙ্কটের সুষম সমাধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বেগম খালেদা জিয়া জনগণের এসব বিশ্বাসকে লালন-পালন ও ধারণ করেন।

জিয়াউর রহমান রাজনীতিকে ধনিক-বণিক শ্রেণীর হাত থেকে তুলে দিতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। আমি রাজনীতিকে কঠিন করে তুলব কথার অর্থ ছিল– শহুরে, আয়েশি, বিলাসী এবং গণবিরোধী রাজনীতিকদের জন্য রাজনীতিকে আসলেই কঠিন করে তুলব। রাজনীতিতে সততা, সাহস ও নৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তিনি। রাজনীতি মানেই ছল-চাতুরী, এ কথায় বিশ্বাস করতেন না জিয়াউর রহমান। বেগম খালেদা জিয়াও তার রাজনৈতিক কৌশলে সহজ-সরল পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে যখন তার প্রতিপক্ষ স্বৈরাচারের সাথে আপস করে নির্বাচনে যায়, তখন খালেদা জিয়াকেও বস্তা বস্তা টাকা ও ক্ষমতার লোভ দেখানো হয়েছিল। তিনি লোভ ও ভীতিকে অস্বীকার করে অবশেষে বন্দী জীবন বেছে নিয়েছিলেন। আবার একই সত্যের স্ফুরণ দেখি ১/১১ নাটকের অবশেষে। একইভাবে একই প্যাকেজ দিয়ে দেয়া হয়েছিল উভয় নেত্রীকে। কেউ তা গ্রহণ করেছিলেন, কেউ তা গ্রহণ করেননি। সেই অন্যায় অনিয়মকে মেনে না নেয়ার পরিণতিতে তিনি পরাজিত হলেন। সেই একই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন সত্যিই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৮ সালে তার প্রতিপক্ষ বলেছিলেন, 'আমায় বিশ্বাস করুন।' তিনি এবং তার দল এখন বিশ্বাসের পরিণতি ভোগ করছেন।

পরবর্তীকালে যখন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠিয়ে রাজনীতি পরিত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তিনি তা গ্রহণ না করে মামলার মোকাবেলা করেছিলেন। মামলার মোকাবেলা করে তিনি অন্যায় দন্ড মাথা পেতে নিলেন। কারাগারে যাওয়ার সময় নেতাকর্মীদের শান্ত থাকতে বললেন। নিয়মতান্ত্রিকতার দীক্ষা দিলেন। তার বিশ্বস্ত মানুষেরা তার বিশ্বাসকে ধারণ করেছে। নেতানেত্রীরা সরকারের লোভ-লালসা ও নিপীড়ন নির্যাতন সত্ত্বেও বিভাজিত হননি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকেছে এক ও অভিন্ন। এমনকি তৃণমূলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরাও হাজার হাজার মামলার ৩৫ লাখ আসামি হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করেননি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ইতিহাসেও বেগম খালেদা জিয়া একটি অনন্য নাম। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। দেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বেগম জিয়া দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি জাতিকে প্রদত্ত ওয়াদা মোতাবেক আরেকটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে সব মত ও পথকে সমন্বিত করে বেগম খালেদা জিয়া যথার্থ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেন। তার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও চারদলীয় জোট বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে। তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন বেগম খালেদা জিয়া। এই দুই সময়কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিসর সম্প্রসারিত হয়। নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অভিযান পরিচালিত হয়। মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। এই সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমে দূরশিক্ষণের প্রবর্তন ঘটে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। চারদলীয় সরকারের শাসনামলে মাদরাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটে। বেগম জিয়ার শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী চেষ্টার মধ্যে নারী শিক্ষার প্রচলনে উপবৃত্তি ব্যবস্থা প্রচলন অন্যতম। এ সময়ে নারী শিক্ষার প্রসারে মাধ্যমিক স্তরে বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়কালে নকলমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হয়। কম্পিউটার শিক্ষার প্রচলন করা হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য ৩% নারী কোটা বরাদ্দ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়। অব্যাহতভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে লোকসানের বোঝা কমানোর জন্য বেসরকারীকরণ কমিশন গঠন করা হয়। বেসরকারি খাতে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণিত হয়। তথ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়নসংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা গৃহীত হয়। বিনিয়োগ বোর্ড গঠিত হয়। পুঁজিবাজার সংস্কারের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প (পিআরএসপি) গৃহীত হয়। সে সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংককে সব সহায়তা দেয়া হয়। এসব কাজের ফলে দারিদ্র্যসীমা কমে আসে। ১৯৯০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৭%। ২০০০ সালে সেটি ৪৯% নেমে আসে। ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার আরো কমে গিয়ে হয় ৪০%। বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর সাফল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৬ সালে বেগম খালেদা জিয়ার ছবিসহ টাইম ম্যাগাজিন 'বাংলাদেশ পুনর্গঠন' শিরোনামে কভারস্টোরি করে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের রিপোর্টে বাংলাদেশ একটি অতি অগ্রগতিসম্পন্ন দেশরূপে চিহ্নিত হয়। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম রবিবাসরীয় সংবাদপত্র দ্য অবজার্ভার বেগম খালেদা জিয়াকে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী নারী হিসেবে উল্লেখ করে। দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবদান এখন সুদৃঢ়। এর সূচনা ঘটে শহীদ জিয়ার মুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে। বেগম জিয়া তার শাসন আমলে আরো উদার ও কার্যকর করে তোলে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে ডাল-ভাত কর্মসূচি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গত কয়েক দশক ধরে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের আত্মিক ও জাগতিক উন্নয়নের জন্য অব্যাহত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিএনপি এর দায়িত্বভার গ্রহণকাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি যে সাহসী ও সমন্বয়ধর্মী নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, তার ফলে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল মধ্যপন্থী মুসলিম জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। গণমাধ্যম কখনো কখনো তাকে 'জাতীয়আত্মা' হিসেবে উল্লেখ করেছে। তার সময়কালে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের লালন-পালন ও অর্জনে এই অভিধা আরো যৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলা হলেও বেগম খালেদা জিয়া ও তার সরকার সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করেছেন। তার ১০ বছর সময়কালে তেমন কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হাঙ্গামা ঘটেনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যতিক্রম ঘটে তখনই বেগম খালেদা জিয়া অনুসৃত নীতির প্রমাণ্য উদাহরণ সৃষ্টি হয়। তার 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' আন্দোলন সমগ্র জাতির প্রতি ও তার জনতার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও প্রতিজ্ঞার উদাহরণ। দেশের মানুষ অর্থাৎ খালেদা জিয়ার জনতা তাকে ভালোবাসে। তাই দেশজুড়ে আবেগময় ভালোবাসার প্রমাণ মেলে সর্বত্র। আবার তিনিও যে তার জনতাকে ভালোবাসেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে তার সাহসী উচ্চারণে। তার নেতৃত্ব 'আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো গভীর এবং মাটির মতো সহিষ্ণু'। তাই আপামর জনতার প্রার্থনা 'যুগ যুগ জিও তুমি খালেদা জিয়া'।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী

(৮ পাতার পর)

শান্তি ও কল্যাণে কাজ করার কারণে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ্ব শান্তি পরিষদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ভুলে যাওয়ার নয়।

পৃথিবীতে আরো অনেক সংগঠন আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে। কিন্তু এখনো আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকা মহাদেশে শান্তি নিশ্চিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। ২০২০ সাল থেকে বৈশ্বিক অতিমারি করোনা সংক্রমণে বিশ্ব এক নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়েছে। উন্নত দেশগুলো টিকা আবিষ্কারের সাফল্য দেখালেও দরিদ্র দেশগুলোতে টিকাকরণে উদারহস্ত সম্প্রসারিত করেনি। টিকা বাণিজ্যের এক অমানবিক প্রতিযোগিতায় কোনো কোনো দেশ এবং সংস্থা নেমেছে। এর ফলে বিশ্ব থেকে করোনা মহামারি দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আছে। বেশির ভাগ রাষ্ট্র এখন এক চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না বিশ্বের অনুন্নত, এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলো কভিড-১৯-এর অভিঘাতে সৃষ্ট সংকট থেকে কখন বের হয়ে আসতে পারবে?

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ঢাকায় ৪ ও ৫ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন। এতে বিশ্বের খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, সরকারপ্রধান, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব, কবি, সাহিত্যিক ও বিশ্বশান্তি বিশেষজ্ঞ ভার্চুয়ালি এবং সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাপনী ভাষণ দেন। এই সম্মেলনে শান্তির সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মূল্যবান মতামত দেন। সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি–'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।' অনুসরণ করা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ দুই পরাশক্তির চাপে রয়েছে। তা ছাড়া একদিকে রোহিঙ্গা সমস্যা, অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার অভাবে আমাদের মতো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া মিয়ানমার, আফগানিস্তানসহ অনেক দেশেই বিরাজ করছে এক বৈরী পরিবেশ।

এসব রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বড় রাষ্ট্রগুলো যথাযথ ভূমিকা না নেওয়ায় বিশ্বশান্তি নতুন করে হুমকির মুখে পড়ছে। বিশ্ব শান্তি সম্মেলন শেষে বাংলাদেশের বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৬ দফার একটি ঢাকা ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সশস্ত্র সংঘাত মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক শান্তির কূটনীতি অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার সমুন্নত রেখে টেকসই শান্তি উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, শান্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার ও স্বপ্নকে আমলে নিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাঠামোগুলোকে তাদের দায়িত্ব নির্বিঘ্নে পালনের সুযোগ দিতে এবং অতীত নৃশংসতার স্মৃতিগুলো সংরক্ষণের আহবান জানানো হয়েছে।

মানবাধিকারকর্মীদের নিরাপত্তা বিধান ও সন্ত্রাসের নিন্দা জানানো হয়েছে। ঢাকা ঘোষণায় স্থান পেয়েছে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও। একই সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্টকারী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। ঢাকা ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা, বাস্তুচ্যুতি ও জীববৈচিত্র্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জোরালো আগ্রহ তুলে ধরা হয়েছে।

ঢাকা ঘোষণায় বাদ যায়নি সাগরে সংঘাত, দস্যুতার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথাও। বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের অভিযাত্রাকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বজনমত সৃষ্টি করতে হবে। বড় শক্তিগুলো সব ধরনের সংঘাত, বৈরিতা, প্রভাব বিস্তারের মনোভাব পরিহার করলে বিশ্বের শান্তি টেকসই করা সম্ভব। সে পথেই সবাইকে ২১ শতকের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে চলার নীতি ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর সুখ-দুঃখের পাঁচালি

(৫ পাতার পর)

হামেশাই বলেন দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জোয়ার বইছে। কিন্তু সেই সাথে দেশে যে অনিয়ম বঞ্চনা দুর্নীতির খরস্রোত বইছে এটা বলাও তাদের উচিত। দেশে উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে কি হচ্ছে না সে বিতর্কে জড়িয়ে সময় ক্ষেপণ করতে চাই না; তা ছাড়া এমন বিতর্কে জড়াতে ভয় হয়, কেননা তাতে কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে কে জানে, আর আইনের মারপ্যাঁচে কখন কী ঘটে যায় কে জানে। উন্নয়ন প্রকল্প চলছে বটে কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার ব্যয় বরাদ্দ বাড়ছে। আগে হিসাব কিভাবে হয়েছে? এখন প্রকল্প ব্যয় পাল্টে যাচ্ছে। এ নিয়ে ঘোরের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এভাবেই গত ৫০ বছরে ঘোড়দৌড়ের মতো ব্যয় কতটা সপ্তম আকাশ ধরতে যাচ্ছে তা বোধগম্য হচ্ছে না। ধরেই নেই, উন্নতি হচ্ছে ব্যয় বাড়ছে কিন্তু তার সমন্বয় কোথায়, তার মূল্যায়ন পর্যালোচনা, জবাবদিহিতা তো থাকা উচিত।

বহুদিন বহুবার প্রশাসন থেকে বলে আসা হচ্ছে, 'রাষ্ট্রযন্ত্র' দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন আকাক্সক্ষা পোষণ করতেন, সেটি বাস্তবায়ন করে দেশের মানুষকে শান্তি স্বস্তি ও তাদের চাওয়া না পাওয়ার মধ্যে সংযোগ ঘটানোর চেষ্টায় তারা ব্রতী রয়েছেন। জনগণের অধিকার তাদের বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছেন। দেশের সেই সব মানুষ যারা সব কিছুর ওপর নজর রাখেন, চিন্তা গবেষণা করেন, তারা মনে তো করেন বিগত ৫০ বছরে কোনো কর্তৃপক্ষের মধ্যে কি এই বিবেচনা উঁকি দেয়নি; দেশের জনগণ আর কতকাল অপেক্ষা করবে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বুঝে নিতে। ৫০ বছর তো খুব কম সময় নয়। বঙ্গবন্ধুর যত স্বপ্ন তার যদি শুমারি করা হয়, তবে সে ফর্দ তো অনেক দীর্ঘই হবে। আমরা অতি কথন করতে চাই না বা সে ফর্দ ধরে এক এক করে কিছু জানতে চাই না। কারণ তাতে তিক্ততা অনেক দূর গড়াবে। মাত্র দু-একটি বিষয় নিয়েই কথা বলতে চাই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের একটা রূপ ক্রিস্টিলাইজ হয়ে আছে আমাদের অনন্য সংবিধানে।

মূলত একটি 'ওয়েল ফেয়ার স্টেট' তথা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে সেখানে পরিস্ফুট। প্রশ্ন হচ্ছে, তা নিয়ে কতটুকু কাজ চলছে? আমাদের আগ্রহ অনেক কিছুর ব্যাপারে। আমরা দেখছি, এমন সব কাজ হচ্ছে যা নগর-মহানগরকেন্দ্রিক। নিশ্চয় সবাই একমত হবেন, নগর আর মহানগরই কিন্তু গোটা দেশ নয়, মুখ্যত এই মুহূর্তে আমরা জানতে চাই নগর-মহানগরের বাইরেই তো দেশের বেশির ভাগ লোক বাস করে। তাদের হাল অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়াটাই আমাদের উদ্দেশ্য। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের একটি বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা অনুসরণ করে চলে। সেখানে উন্নয়নের ধারণায় নগর, মহানগর, গ্রাম, গঞ্জের কোনো অগ্রাধিকার নেই। বিবেচনায় থাকে কেবল মানুষের প্রয়োজন আর যদি কোথাও ভুলক্রমে কোনো বিষয় পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে যায় সেটিই গুরুত্ব পায়। অথচ আমাদের কি সেই ছক অনুসরণ করা হয়? গত ৫০ বছরে যত ভুলত্রুটি হয়েছে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে, যেখানে কখনো কখনো ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা স্থান পেয়েছে, যা বৈষম্য সৃষ্টিসহ সময়ের নিরিখে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে, প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণে অমার্জনীয় ত্রুটি হয়েছে। আজ অতীতের সেসব বিচ্যুতির সে দায় নিয়ে বর্তমানে দায়িত্ব পালনকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাব চাওয়া সঠিক নয় বলে মনে করি। তা ছাড়া ইতিহাস কালের নির্মোহ সাক্ষী, সেখানে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উজ্জ্বললিপিতে সব বাণীবদ্ধ হয়ে থাছে। গত ৫০ বছরে যার যতটুকু দায়িত্ব করণীয় ছিল, তারা সে জন্য কতটুকু করার চেষ্টা করেছেন আর কতটুকু অবহেলা, ভুলভ্রান্তি তাদের দ্বারা হয়েছে? কত মানুষের যে আশা আর স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে পৃথিবীর বুকে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য তো সংবিধানে রয়েছে। সে কথা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি এবং তার কিয়দংশ নিয়ে হিসাব মেলানোর ব্যবস্থা করার দায়িত্বশীলদের কাছে মানুষ জানতে চায়। সেসব রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন জনগণ দেখতে চায়। যথার্থ যে ফোরাম তথা সংসদের সেসব বিষয়ে কথা বলার, সেটি মানুষের আস্থার প্রতীক হতে পারেনি। তাই যে ফোরামেই হোক জনগণকে সেটি জানানো উচিত হবে। এমন জবাবদিহিতা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শৈলী। আমরা জানি, অতীত থেকেই এই শৈলীর চর্চার ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। সে জন্য বলছি যা হয়নি তা কোনোকালে হবে না, এমন মানসিকতা পোষণ করা সঠিক নয়। অতীতে করা হয়নি বলে ভবিষ্যতে করা হবে না; এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে বড় হয়ে যাবে ভুল। এ দেশের একশ্রেণীর মানুষ রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু সে রাজনীতি দেশের জন্য কতটা ইতিবাচক হয়েছে রাজ-নীতিকরা সে প্রমাণ করতে পারেনি। রাজনীতির সাথে তর্ক-বিতর্কের সম্পর্ক গভীর, আর তা এ জন্য যে, তর্ক-বিতর্ক মানুষকে প্রায় সবক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ করে দেয় যদি তর্ক শুধু তর্কের খাতিরে না হয়।

মাত্র কিছুকাল আগে মন্ত্রিসভার জনৈক মাননীয় সদস্যের একটি বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকে জানা গেছে, গ্রামাঞ্চলে ২৫ শতাংশ পরিবারের মাথার ওপর তেমন কোনো ছাউনি নেই। এটা হচ্ছে স্বাধীনতার ৫০ বছরের বাস্তব অবস্থা। এখানে যোগ করতে হয়, এখন গুটিকতক মানুষের হাতেই বেশির ভাগ সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। অথচ সংবিধান দ্রুত দেশের বৈষম্য দূর করার তাগিদ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দিয়ে রেখেছে। তবে এ কথাও স্মরণ করতে হবে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক হতদরিদ্র গৃহহীন মানুষকে তাদের স্বপ্ন নীড় উপহার দিয়েছেন সম্প্রতি যদিও সেটি সমুদ্রে বারিবিন্দুর মতোই। গ্রামের মানুষেরা অতীতের মতো কৃষির ওপরই শত ভাগ নির্ভরতা বজায় রয়েছে। সেই কৃষির হাজারো সমস্যা, তা দূর করার তেমন কোনো উদ্যোগ কতটুকু রয়েছে? বিশেষ করে সেচব্যবস্থা নিয়ে কৃষকদের যে সমস্যা, তা শস্য উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাতে শুধু কৃষক নয়, দেশের খাদ্য উৎপাদনে অশুভ প্রতিক্রিয়া পড়বে। নীতিনির্ধারকদের ভাবতে হবে মানুষ বাড়ছে, চাহিদাও সে কারণে দ্রুত বাড়বে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে প্রশ্নটি ভুলে গেলে চলবে কি? তা ছাড়া গোটা বিশ্বেই আবহাওয়ার সাথে কৃষির কম বেশি সম্পর্ক রয়েছে। সে বিবেচনায় আমাদের কৃষির আবহাওয়ানির্ভরতা অনেক বেশি। তা ছাড়া গোটা বিশ্ব এখন আবহাওয়ার বৈরিতা নিয়ে মহা ফাঁপরে, আমরা সে দিক থেকে মহাবিপদে আছি। বিশ্বব্যাপী মানুষ এখন উষ্ণতাজনিত কারণে হতবিহ্বল। সে এক বিরাট অধ্যায়। উষ্ণতা নিয়ে আলোচনা করে বক্ষ্যমাণ এ নিবন্ধকে প্রসঙ্গচ্যুত করতে চাই না। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রাম-গঞ্জেই বাস করে। তাদের প্রায় শত ভাগ কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে মানুষেরা বড় জোর ছয় মাস কাজে ব্যাপৃত থাকে। বাকি সময়টায় তারা কর্মহীন জনশক্তি হিসাবেই পরিগণিত। অর্থনীতিবিদ আর পরিসংখ্যানবিদরাই সঠিকভাবে বলতে পারবেন এত মানুষের কতটা কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতি উৎপাদনশীলতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর আমরা সাধারণ মানুষ যা দেখি সেটি হলো, বাকি ছয় মাস ওই সব মানুষ কতটা কষ্টশিষ্টে থাকে তথা খেয়ে না খেয়ে থাকে, জীবন কত বিষময় আর অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ সময় তাদের হাতে কাজ দিতে কৃষিতে কী পরিকল্পনা, পরিবর্তন আনতে হবে তা সরকারকে কৃষিবিদ কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছে পরিকল্পনা চাওয়া এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু সম্ভব না হলে বিকল্প চিন্তা পরিকল্পনা নিয়ে সেই বেকার মানুষগুলোর হাতে কাজ তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা অন্যায় অমানবিক হবে। বড় কিছু করা সম্ভব না হলে এটাই ভাবতে হবে যে, 'ছোট ছোট বালি কণা আর বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'। কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিয়ে মানুষগুলোর জীবনকে অর্থময় করে তুলতে হবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বিপুলসংখ্যক মানুষ দীর্ঘ একটা সময় অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করা গোটা জাতির জন্য গ্লানির ও লজ্জার। এসব কুরাজনীতির জন্ম দেবে।

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা সংবিধান বলেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শহরের মানুষ যতটুকু পাচ্ছে তা দিয়েও নগরবাসীর প্রয়োজন পূরণ হয় না। আর গ্রামাঞ্চলের মানুষের এই ক্ষেত্রে সীমাহীন অবজ্ঞা আর অবহেলার কোনো তুলনা হয় না। একটি সবল শিক্ষিত জনশক্তিবিহীন সুন্দর সুস্থ জাতির অস্তিত্ব কামনা করা যায় না। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে ন্যূনতম চিকিৎসা আজ অবধি পৌঁছান যদি না যায় তবে একটি সবল জাতির আকাঙ্খা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সুস্থ সবল জাতি গঠন করা সম্ভব না হলে মেধাবুদ্ধির জগতে দেউলিয়াত্ব দেখা দিতে বাধ্য। আজ বিশ্বে দেশে দেশে যে প্রতিযোগিতা তা কেবল অস্ত্রভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা নয়, যুদ্ধ তো এখন মেধা আর বুদ্ধির রাজ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। জ্ঞান গরিমা বিজ্ঞান প্রযুক্তির দৌড়ে যারা পিছিয়ে পড়বে তাদের তো ধার কর্জের ওপরই নির্ভর করে চলতে হবে। আমরা উন্নয়ন অগ্রগতির কথা ভাবি; তা 'সকলই গরল ভেল' হয়ে যাবে। ভিক্ষা করা মর্যাদার বিষয় নয়। নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য, সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষার সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টি জন্য, আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' জানতে পারি কি, ৫০ বছর আমরা এ পথে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি?

গ্রামীণ জনগণের কল্যাণের জন্য প্রশাসন তথা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুষ্ঠু সঠিক ধারণা আমাদের সংবিধানে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত হবে। সেখানে পুরুষ বটে, সেই সাথে নারীদের ভূমিকা রাখার ব্যবস্থাও আছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নিভৃত পল্লীর হাল হকিকত জ্ঞাত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দুরূহ বলেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতা বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘকাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। তা দিয়ে কার্যকরভাবে সেবা করা সম্ভব শুধু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সম্ভব। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সর্বাধিক। আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ৫৯ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে 'আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন এখন হচ্ছে। সে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। জনগণ যাতে তাদের ভোটাধিকার সুষ্ঠু আর বাধা বিপত্তিহীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে; তাদের বিবেচনায় যোগ্য দক্ষ ও সৎ ব্যক্তিদের বেছে নেয়ার অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়। অযোগ্য অসৎ ব্যক্তিদের হাতে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যদি চলে যায় তবে মানুষের কল্যাণের যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বস্তুত গ্রামাঞ্চলের জন্য কাজ করা সবসময় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সব জানা, বোঝা, মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটা উপলব্ধি করা ও তার প্রতিবিধান করা; সে সঙ্কট দূর করতে স্থানীয় সরকারের যে প্রশাসন তাদের পক্ষে সহজ। তারা পারে সমস্যার তাৎক্ষণিক সঙ্কটের সুরাহা করতে। এখন দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন চলছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই নির্বাচনকে ঘিরে সারা দেশে হানাহানি সঙ্ঘাত সংঘর্ষ এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। তাতে কোনোভাবে বলা চলে না এসব নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, নির্বাচনকে ঘিরে শান্তি বিঘ্নিত হলে তবে ভোটাররা ভোট দিতে যেতে নিরাপদ বোধ করবে কি, তার ফলাফল এটাই হওয়ারই সম্ভাবনা যে, ভোটারবিহীন নির্বাচন হয়ে যাওয়া যা কিনা নির্বাচনের উদ্দেশ্য চেতনা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া। দেশে এখন শুধু ক্ষমতালাভের জন্য কিছু লোক নির্বাচনে অংশ নেয়; জনসেবার যে মহৎ উদ্দেশ্য সেটি অর্থহীন হয়ে পড়ে আর আত্মসেবাই মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

গত ৫০ বছরে এই জনপদে কোনো কর্তৃপক্ষই কোনো সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হোক সেটা চেয়েছেন বলে মনে হয় না। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তাদের লুক্কায়িত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা হয়তো থাকবে না। আসলে নিম্নস্তর থেকে উপর পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে যা ঘটে চলেছে তাতে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য সৌরভ কিছুই সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না। অথচ স্বাধীনতার অর্জনের জন্য গণমানুষের যত আকাক্সক্ষা অ্যাজেন্ডা ছিল তার ভিতর গণতন্ত্র অন্যতম প্রধান। বলতে চাই, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে তা সম্পৃক্ত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলে রাষ্ট্রীয় জীবনে জবাবদিহিতার একটা সংস্কৃতি পরিচর্যা পায়। উন্নয়নে অর্থের আদান প্রদান ঘটা খুব স্বাভাবিক। যদি জাতীয় জীবনে কোনো জবাবদিহি না থাকে তবে রাষ্ট্রীয় অর্থ কোথায় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে 'ট্যাক্স পেয়ার' মানুষ তা জানতে পারবে কিভাবে?

সরকারপ্রধান দেশের বাইরে যখন যেখানে যান, বাংলাদেশীদের সমাবেশে বক্তব্য দানকালে দেশের নানা বিষয় কথা বলার পাশাপাশি তাদের স্বদেশে বিনিয়োগের আবেদনটার ওপর বিশেষ জোর দেন। সরকারপ্রধানের এই আহ্বান তার দায়িত্ববোধের উচ্চ মাত্রাকেই প্রতিফলিত করে। তাই দেশের ভেতর যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আছেন তাদের উচিত সরকারপ্রধানের এমন সব আহ্বান জানানোর পর দেশে নেতিবাচক যা কিছু আছে তাকে ইতিবাচক করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া। দায়িত্বশীলদের এসব ক্ষেত্রে কিছু মাত্র পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। ভুলে গেলে চলবে না, ইতোমধ্যে সরকারপ্রধান জনগণের কাছে বহু অঙ্গীকার করেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি 'আইডিয়া ফ্লোট' করবেন এবং করেছেন। তার আলোকে কাজ করার জন্য তাদের দায়িত্বানুভূতি শতগুণ বাড়িয়ে তুলতে হবে। আমরা নদীর দেশের মানুষ। তাই জানি, তরী তীরে নিতে হাল ধরে রাখেন একজন, আর দাঁড় টেনে যান বহুজন। এটাই এখন মনে সদা সর্বদা জাগ্রত রাখা দরকার গত ৫০ বছর যে পথ পাড়ি দেয়া যায়নি। এখন দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই।

এখন ৫০ বছরের কথা স্মরণে করে কিছু তিক্ত কথা বলব। এমন বহু বাংলাদেশী আছেন যারা দীর্ঘকাল আসেননি। দেশে ফিরে প্রথমে স্বাধীন দেশের রাজধানী মহানগরী ঢাকায় আসতে পারায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন; আনন্দে অভিভূত হওয়ার সাথে সাথে তাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে, কর্তৃপক্ষ রাজধানীকে এভাবে অপরিকল্পিত এক শহরে পরিণত হতে দিলেন কেন- এসব বোঝার দক্ষ পারঙ্গম ব্যক্তি কি প্রিয় মাতৃভূমিতে নেই? দেশের বহু হর্তাকর্তা তো হামেশাই বিদেশ ভ্রমণ করেন, তারা কি সেখান থেকে কিছুই উপলব্ধি করে ফেরেন না? তাদের মনে আরো প্রশ্ন জাগে কর্তৃপক্ষের এ বোধ কি তৈরি হয়নি, বিশ্বে সবাই একথার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন যে, 'টাইম ইজ মানি'। বাংলাদেশে রাজধানীর যানজট; তা বোধ হয় নতুন এই শিক্ষাই দেয় 'টাইম ইজ ওয়াটার'। এ ছাড়া বেপরোয়া যান্ত্রিক যান প্রতিদিন কত প্রাণ কেড়ে নেয়। আরো কত প্রশ্ন যে তাদের মনে জাগে তার ইয়ত্তা নেই। তারা শোনেন, দেশে পান করার বিশুদ্ধ পানি নেই, সব খাদ্যে ভেজাল, অসৎ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য, এখানে আইন অমান্য করাই রেওয়াজ, বিচার পেতে মানুষ বছরের পর বছর ঘুরতে হয়, আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের মানুষ সাহায্যকারী বন্ধু বলে ভাবতে পারেনি, ঘুষ দুর্নীতি এখনকার লাইফ স্টাইল, শিক্ষাদীক্ষায় বহু পিছিয়ে আছে দেশ; নানা ভয়ভীতি, দুর্বৃত্তদের অবাধ বিচরণ।

যে পল্লীতে তার জন্ম জাগরণ, শিশুকাল কৈশোর আর যৌবনের উন্মেষকাল কেটেছে, আজ তার কী হতশ্রী অবস্থা। এসব দেখা শোনার পর তাকে আর প্রিয় জন্মভূমি ধরে রাখতে পারছে না। দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি পানি, বায়ু ও শব্দদূষণ, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ তাকে অসুস্থ করে ফেলে। বিদেশ থেকে আসা এমন ব্যক্তিদের দেশ নিয়ে অনুভব, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তো সুখকর নয়। আমাদের কর্তৃপক্ষের এসব বিষয় অনুধাবন করা গত ৫০ বছরে হলো না কেন? ওই সব ব্যক্তির গুরুত্ব, তাদের মেধা পারঙ্গমতা দেশ মূল্যায়ন করতে অক্ষম অমনোযোগী। যে দেশে তারা থাকেন তারা তাকে সেকেন্ড হোম বলে বিবেচনা করে। তার পরও সেখানে তাদের যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হয়। নিজ দেশের নিরাপত্তাহীনতা থাকলে একসময় স্বদেশকে তারা সেকেন্ড হোম হিসেবে ভাবতে শুরু করবে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে দেশকে ভুলেই যাবে। এসব বিবেচনায় নিতে, গুরুত্ব দিতে যদি ব্যর্থ হই এবং আমাদের দেশকে উন্নতির একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হই তবে ব্রেন ড্রেন রোখা যাবে না। তাতে আমরা মেধাশূন্য জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করব। এমনিতে তো আমাদের দেশকে বিশ্বে একটি দুর্যোগ-দুর্বিপাকের জনপদ হিসেবে মনে করা হয়, যা আমাদের ভাবমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। আর দেশ মেধাশূন্য হলে ভবিষ্যতে বহু বিপদ, তা বলে শেষ করা যাবে না।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের এপিঠ-ওপিঠ

(৫ পাতার পর)

তাও তারা এর মধ্যে নিয়ে আসে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিংবা মানবাধিকারের বিষয়গুলোর ব্যাপারে সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে যেমন- র‍্যাব, পুলিশ বা অন্য আইনশৃঙ্খলা সংস্থা শুধু তারাই নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকান্ডও তাতে উঠে আসে। তাছাড়া ইন্টারন্যাশনাল রিজিওনাল কো-অপারেশন কতটা রয়েছে এ বিষয়গুলোও এর বাইরে থাকে না। অর্থাৎ তারা লক্ষ্য রাখে, অর্জন কী আছে কিংবা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাইবা কী রয়েছে- সব বিষয়ই পর্যালোচিত হয় তাদের প্রতিবেদনে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী-উগ্রবাদী যেসব সংগঠন রয়েছে তাদের কর্মকান্ডও তাদের পর্যবেক্ষণে থাকে। এই বিষয়গুলোর আলোকে বলব, বাংলাদেশ অতীতের তুলনায় ভালোই কাজ করেছে। তবে এখানেই স্বস্তি বা আত্মতৃপ্তির কোনো অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি না। এ জন্য আমাদের সব রকম প্রচেষ্টা যেমন আরও জোরালো করতে হবে, তেমনি প্রক্রিয়াগত সব কাজও করা বাঞ্ছনীয় যথাযথ আইনি পন্থায়। ইতিবাচক কাজ করার পরও যেসব ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি রয়েছে, সেসব দিকে নজর বাড়াতে হবে। যে কোনো পর্যবেক্ষণ কিংবা মূল্যায়নই আমলে নেওয়া উচিত নিজেদের ঘাটতি কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতির পাশাপাশি যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন-অনুসরণ করা হচ্ছে এসব কিছুর স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতার প্রয়োজনেই। তাতে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ আরও সহজ হয়। এসব ক্ষেত্রে কূটনৈতিক পর্যায়ে কাজ করার যে সামান্য অভিজ্ঞতা রয়েছে এর আলোকেই বলছি, ওরা জানে সন্ত্রাসবাদের মতো জঘন্য কর্মকান্ডের সৃষ্টি সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকেই। এমতাবস্থায় শুধু সরকারি কর্মকান্ড দিয়ে এমন নেতিবাচকতার উৎস নির্মূল বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। সরকার কিংবা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর যূথবদ্ধ প্রয়াসও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। এমন প্রেক্ষাপট যাতে তৈরি না হয়, আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য হতে হবে সেটি। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে কাজ করছে কিনা, দায়িত্বশীলরা তাদের ব্যক্ত অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলছেন কিনা- এসব বিষয় তারা দেখতে চায়। তারা এ জায়গায় নাগরিক সমাজকে খুব বেশি করে সম্পৃক্ত করতে চায়, যাতে সন্ত্রাসবাদের কর্মকান্ডের কারখানা সমাজের কোনো অংশে গড়ে উঠতে না পারে। যদি এর উৎস চিহ্নিত করা যায়, তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর পক্ষেও লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা সহজ হয়।

সম্প্রতি র‍্যাব ও এর শীর্ষ কয়েকজন কর্মকর্তার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র যে 'নিষেধাজ্ঞা' দিয়েছে তাতে আমরা একটা ধাক্কা খেলাম এবং আমাদের ভাবমূর্তিতে আঘাত লেগেছে। সংস্থাটির কর্মকান্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগের পাশাপাশি এর যেসব শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাদের দিক থেকে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর প্রেক্ষাপটও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। র‍্যাবকে তারা প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে। সন্ত্রাস বা উগ্রবাদী কর্মকান্ড যাতে সফলভাবে র‍্যাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিংবা বলিষ্ঠভাবে মোকাবিলায় সক্ষমতা রাখে এ জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাদের প্রতি বিশেষ সহযোগিতামূলক দৃষ্টি আছে তা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য, তারা চায় সবকিছু হোক আইনি প্রক্রিয়ায়। যতদূর জানি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব পর্যায়ের বৈঠকেও এসব বিষয় উঠে আসে। সেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, এ ব্যাপারে আমরা কাজ করব, মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হব। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা সেভাবে করণীয় কাজগুলো করতে পারি না। প্রক্রিয়াগত ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া হয় না কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

এমনটি শুধু আমাদের জন্যই নয়, যে কোনো মানবিক সমাজের জন্যই শুভপ্রদ নয়। একটি অপরাধের প্রতিকার করতে গিয়ে যাতে অন্য আর একটি অপরাধের সৃষ্টি না হয় তা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সন্ত্রাসী কিংবা উগ্রবাদী কর্মকান্ডের মূলোৎপাটনে শুভবোধসম্পন্ন নাগরিকদের সমর্থন নিরঙ্কুশ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু তা হোক আইনি প্রক্রিয়ায় এটাই কাম্য। এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই ব্যাপক নানা অর্থেই। যখন এমন কাজ আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে হয়েছে, তখনই শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কেন দেশের সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও অস্বস্তি প্রকাশ পেয়েছে। আমরা যদি এসব বিষয়ে সচেতন থাকি, দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো যদি আইনি প্রক্রিয়া কিংবা নীতি মেনে চলে তাহলে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের মধ্যে এমন প্রতিবেদন নিয়ে একটা মনোভাব কাজ করে তা হলো, এড়িয়ে যাওয়ার। তা সঠিক বলে মনে করি না। ভুলত্রুটি সংশোধনে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত। তাই মনে করি, এমন দু-একটি বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে সম্পর্কের যাতে অবনতি না ঘটে এ জন্য সক্রিয় কূটনৈতিক তৎপরতা জরুরি। একই সঙ্গে দুপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠকে রুটিন মাফিক কথা না বলে কাজে মনোযোগ বাড়ানো উচিত বলেও মনে করি। আমরা বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর মাইলফলক স্পর্শ করেছি। ৫০ বছরে আমাদের উন্নয়ন-অগ্রগতি কিংবা অর্জন কোনোটিই কম নয়। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বড় বড় সংস্থা আমাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে, করছে। মানবাধিকার, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক অধিকার এসব জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আরও গভীর করলে আমাদের সার্বিক অবস্থান আরও সুসংহত হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তারা আলোচনায় আগ্রহী। তবে আমাদের এও মনে রাখতে হবে, এসব বিষয়ে তাদের একাধিক সংস্থা জড়িত এবং সেই বিষয়টি আমলে রেখেই সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। সম্পর্কের নতুন মাত্রা সৃষ্টিতেও কাজ করতে হবে। বিদ্যমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নতকরণ ও সমঝোতার কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

চীন যাবেন নাকি আমেরিকা

গোলাম মাওলা রনি

বাংলাদেশকে নিয়ে ইদানীং প্রকৃতির লীলাখেলা শুরু হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই এমনসব অদ্ভুত কান্ডকারখানা ঘটছে যা কিনা মানুষজন ঘটনা ঘটার খানিক আগেও কল্পনা করতে পারছে না। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে যখন কোনো ঘটনা ঘটে অথবা মানুষের দীর্ঘশ্বাস হা-হুতাশ যখন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে এবং প্রকৃতির পক্ষ থেকে যখন মানুষকে বিনোদিত করতে কিছু সংঘটিত হয়; তখন সেগুলোকে প্রকৃতির লীলাখেলা হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতির লীলাখেলা মানুষের লীলাখেলার মতো ছলচাতুরী অথবা মোনাফেকির মতো নয়। প্রকৃতির খেলা হয় আলোর মতোন– অর্থাৎ আলো যেভাবে সরল পথে চলে সেভাবেই প্রকৃতির অবারিত আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ সরল পথে আসে।

দ্বিতীয়ত, আলোর গতিপথে যদি কোনো বস্তু পড়ে তবে আলো চেষ্টা করে তা ভেদ করার; অন্যথায় অভেদ্য বস্তুর পেছনে আঁকাবাঁকা ছায়ামালা সৃষ্টি করে।

প্রকৃতির লীলাখেলাতেই বাংলাদেশ এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। এক দিকে চীন দেশের প্রেম– অন্য দিকে প্রবল ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীতে রাধা যে বিপত্তিতে পড়েছিল ঠিক একই বিপত্তির মধ্যে পড়ে আমরা এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। তবে প্রাচীন সাহিত্যে রাধার প্রেমজনিত রসায়ন, তার সামাজিক অবস্থান এবং স্বামীর ভাগিনা কৃষ্ণের সাথে লীলাজনিত পারিবারিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মূলে শুধুই প্রেম ছিল বলে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ইতিহাসে অমরত্ব পেয়েছে। কিন্তু হাল আমলে চীন ও আমেরিকার দ্বৈত প্রেমের কবলে পড়ে আমরা যা কিছু করেছি কিংবা চীন-আমেরিকা যা কিছু করেছে সেগুলোর মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য, ক্ষমতা, আধিপত্যবাদ, ছলচাতুরী, কূটকৌশল, মানুষ ঠকানোর জঘন্য প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জুলুম অত্যাচার দুর্নীতি থেকে শুরু করে গুম, খুন হত্যা, ভোট চুরি, ব্যাংক চুরি ইত্যাদির রসায়নগুলো এমন জটিল দুর্বিপাক সৃষ্টি করেছে, যার সমাধান এখন আর ভূমিতে নেই আসমানে চলে গেছে। ফলে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে দৈবাৎ-দুর্বিপাক বলেই মনে হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ থেকে একজন প্রতিমন্ত্রীর ন্যক্কারজনক বিদায় এবং পরবর্তী সময়ে তার পরিণতি যখন দেশ-বিদেশে বসবাসরত বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে ঠিক তখন বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা জারি এবং কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান র‍্যাব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাসহ তাদের সহায় সম্পত্তি ও লেনাদেনার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সারা দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার এক দিন পর আবার খবর বের হলো যে, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের মার্কিন ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এসব ঘটনা যখন নানান গল্প-গুজব ও গুঞ্জন তৈরি করছিল তখন আরেকটি খবর বাংলাদেশে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত তার এবং তাদের দেশের সব ঐতিহ্য, রীতিনীতি, অভ্যাস ইত্যাদি পরিহার করে সরাসরি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ অবলম্বন করে বিবৃতি দেন।

চীনা রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্য দ্বারা যা বুঝাতে চান তার মোদ্দা কথা হলো, বাংলাদেশে চমৎকার গণতন্ত্র রয়েছে। দেশের লোকজন আওয়ামী লীগকে ভালোবাসে এবং মার্কিনিরা যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা অন্যায় অবৈধ এবং এসব নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি করবে না। অন্য দিকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এসব ঘটনার আগে মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে নজিরবিহীনভাবে রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, গণতন্ত্র সম্মেলনে কেবল দুর্বল গণতন্ত্রের দেশগুলোকে দাওয়াত করা হয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু সবদিক থেকে শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশ সেহেতু এ ধরনের সম্মেলনে বাংলাদেশকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই মন্ত্রী হাল আমলে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির পর বললেন, এসব নিষেধাজ্ঞা লোকদেখানো, যেসব দেশ খুব ভালো উন্নয়ন করছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে তাদের ভয় দেখিয়ে ফায়দা লোটার জন্য অথবা তাদের বিপদে ফেলে উন্নয়ন বিনষ্ট করতে আমেরিকা প্রায়ই এসব কর্ম করে।

উল্লিখিত ঘটনাপঞ্জির মধ্যে আরো একটি খবর আমাদের দেশে আলোড়ন তুলেছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নজিরবিহীনভাবে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়েছে। এর বাইরে শাসকদলের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী এমপি যার যার সাধ্যমতো আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন। কেউ বলছেন, ওদের কারণে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, আবার অনেকে বলছেন, ওরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে সপ্তম নৌবহর পাঠাতে চেয়েছিল। কিছু বিজ্ঞজন মার্কিন মুলুকে গণতন্ত্রহীনতা এবং তাদের দেশে গুম হত্যা এবং ক্রসফায়ারের বার্ষিক হিসাব উল্লেখ করে বলার চেষ্টা করছেন যে, আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশে কিছুই হয়নি। আমেরিকা যে র‍্যাবকে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ফেলেছে সেই সংগঠনটির সরকারি বক্তব্যও যথেষ্ট হইচই ফেলে দিয়েছে। আমেরিকার অভিযোগ, র‍্যাব মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। আর র‍্যাব বলছে, আমরা মানবাধিকার রক্ষা করছি। র‍্যাব প্রধান বলছেন, আমরা সংবিধান অনুযায়ী চলি এবং আইনের বাইরে যাই না। র‍্যাবের সাবেক প্রধান এবং বর্তমান আইজিপির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রতিক্রিয়ায় তার ভক্ত অনুরক্ত এবং কর্মী সমর্থকরা নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন এবং সামাজিক মাধ্যমে তার পক্ষে নজিরবিহীনভাবে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন। তারা আইজিপিকে জাতীয় বীর, বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তার প্রাণপুরুষ এবং নিজেদের জীবন-জীবিকার আইকন পরিচয় দিয়ে একটার পর একটা পোস্টার তৈরি করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উল্লিখিত কান্ডকারখানার মধ্যে আমরা এ কথাও জানতে পারলাম যে, তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র এবং আইনমন্ত্রীকে পুরো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টি মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগ অতীতকালে আমেরিকাকে যেভাবে মোকাবেলা করেছে একইভাবে বর্তমান সঙ্কটও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। আওয়ামী বক্তারা বিগত দিনের মতো এখনো উঁচু গলায় বলার চেষ্টা করছেন যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনার মতো বর্তমান রাষ্ট্রদূতকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

উল্লিখিত অবস্থায় আওয়ামী লোকজন মনে করেন যে, অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে আমেরিকা এখন দুর্বলতম অবস্থায় রয়েছে। অন্য দিকে সরকারি দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মহাকালের ইতিহাসে সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং দুর্বল আমেরিকা শক্তিশালী বাংলাদেশের সঙ্গে সংঘাতে গেলে আখেরে তাদেরই ক্ষতি হবে। এসব কথাবার্তা যারা প্রচার করছেন তাদের দাবি হলো, বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে কেবল মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠিয়ে সরকারের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে হবে না। তাকে অবিলম্বে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। তারা আরো বলার চেষ্টা করছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেভাবে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের নিষিদ্ধ করেছে একইভাবে আমাদেরও উচিত আমেরিকান এফবিআই, সেনাকর্মকর্তা এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে সমানসংখ্যক নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

আওয়ামী লোকজনের উল্লিখিত আত্মবিশ্বাস ও প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন, আমেরিকা যা করেছে তা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। আওয়ামী লীগ যেভাবে দিনকেদিন কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে দেশের সব শ্রেণিপেশার মানুষের কণ্ঠ রোধ করে চলেছে সে ক্ষেত্রে আমেরিকার মতো গণতন্ত্রকামী শক্তিশালী দেশের হস্তক্ষেপ ছাড়া এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ অসম্ভব। তাদের মতে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আওয়ামী সরকার মোকাবেলা করতে পারবে না। কারণ তারা যে ঋণনির্ভর উন্নয়ন, হুমকি-ধমকি ভয়ভীতির স্থিতিশীল পরিবেশ এবং ভারতমুখী কূটনীতি এবং চীনমুখী গুপ্তনীতি অনুসরণ করছে তা দীর্ঘ মেয়াদে চলবে না। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়, কর্মসংস্থান এবং রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের প্রবল আস্থা ছাড়া কোনো দিন টেকসই উন্নয়ন হয় না। এর জন্য গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। সুতরাং এইসব বিষয় বিবেচনা করলে আওয়ামী লীগের বর্তমান অবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ নব্বই দিনের মতোই প্রতীয়মান হয়।

সরকারের সমালোচকরা আরো বলার চেষ্টা করছেন যে, সরকার সম্পর্কে সাধারণ জনগণ এবং সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্কট রয়েছে এবং সরকারি জুলুমের যে আতঙ্ক তারা অনুভব করেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সঙ্কট রয়েছে সরকারি দলের মধ্যে এবং সরকারের সুবিধাভোগী আমলা-কামলাদের মধ্যে। উদাহরণ হিসেবে তারা বিগত এক বছরের দলীয় কোন্দল, নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি এবং এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের সর্বনাশ করার নিদারুণ সফলতার যে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আওয়ামী লীগের হাতে বছরে আওয়ামী লীগের যে ক্ষতি হয়েছে দলটির জন্মের পর থেকে তাদের সব শত্রু, সব প্রতিদ্বন্দ্বী, সব প্রাকৃতিক হিংস্র প্রাণী যথা বাঘ ভাল্লুক সাপ ছাড়াও প্রকৃতির অভিশাপ বা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির সমন্বিত যোগফলের চেয়ে অনেকগুণ বেশি হবে। সমালোচকদের মতে, আওয়ামী নেতৃত্ব তাদের কথা ও কাজের সমন্বয় তো করতে পারছেই না অধিকন্তু কোনো কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারার কারণে দেশীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটার পর একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। নিজেদের দলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও কেবল করুণা ও দয়ার পাত্রপাত্রী দ্বারা যখন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিষ্পত্তির চেষ্ট করা হয় তখন কোনো সমস্যার সমাধান তো হয়ই না বরং উল্টো নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। বর্তমানকালে সরকার কি চীনমুখী নীতি গ্রহণ করবে নাকি মার্কিনমুখী হবে তা নিয়ে পরামর্শ যারা দেবেন তাদের যদি দেশ দুইটির পাঁচ শ' বছরের ঐতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে পাঁচ মিনিট কিছু বলতে বলা হয়, তখন অনেকেই মূক ও বধিরে পরিণত হবেন। এরপর তাদের যদি কোনো বিমানবন্দরে নিয়ে বলা হয় এবার বিমানে উঠুন এবং নিজের পছন্দমতো দেশে যান– চীন যান নইলে আমেরিকা। এ অবস্থার মুখোমুখি হলে তারা বিমানে না উঠে নৌপথে তৃতীয় কোনো দেশে যাওয়ার জন্য যুৎসই একখানা ডিঙ্গি নৌকার তালাশ শুরু করে দেবেন।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক কূটনীতি কেমন হওয়া উচিত এসব বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের মতে, চীন ও আমেরিকাকে একত্রে সামাল দেয়ার মতো যে দক্ষ আমলাতন্ত্র দরকার তা আমাদের নেই। এমনকি ভারত ও চীনকে একত্রে সামাল দেয়ার দক্ষতাও নেই। আজ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেভাবে দক্ষতার সাথে রাশিয়া আমেরিকা চীন এবং আফগানিস্তান সামলাচ্ছে অথবা পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র যেভাবে চীন আমেরিকা ও ইরানের সাথে ত্রিমাত্রিক বন্ধুত্ব রক্ষা করছেন, তার ফলে চীন-ভারত সীমান্তে যখন যুদ্ধ চলে তখন বেইজিং ভারত সরকারকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয়। অন্য দিকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যখন যুদ্ধ চলে তখনো দুই দেশের শীর্ষ নেতা এবং শীর্ষ আমলাদের মধ্যে সরাসরি লাল টেলিফোনে কথাবার্তা হয়। ভারত-পাকিস্তানের মন্ত্রী এবং আমলারা বিষয়টি কিভাবে করেন সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকলে যে তিনজন মন্ত্রীকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারা সমস্যার কোনো সমাধান তো দূরের কথা উল্টো তিন গুণ তিন অর্থাৎ নয়টি নতুন সমস্যার জন্ম দেবেন।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)

Election Commission 2021-2022

Temporary Office: 37-12, 75th Street, Suite-203, Jackson Heights, NY 11372

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই ইন্‌ক এর ২০২২-২০২৩ সালের কার্য্যকরী পরিষদের নির্বাচনী তফসিল

ক) **নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখঃ ০৯ জানুয়ারী ২০২২, রবিবার**

খ) নির্বাচনের স্থান ও সময়ঃ **বাংলাদেশ প্লাজাস্থ কনফারেন্স** রুম, ৩৭-১৫ ৭৩স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

গ) মনোনয়নপত্র বিতরণঃ **২১-২৩ ডিসেম্বর ২০২১** বিকাল ৫:০০ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কমিশনের অস্থায়ী অফিস - ৩৭-১২, ৭৫ স্ট্রীট, (২য় তলা, রুম নং ২০৩) থেকে মনোনয়ন প্যাকেট ৫০.০০ ডলার প্রদান পূর্বক গ্রহন করা যাবে।

ঘ) মনোনয়ন পত্র গ্রহনের তারিখ ও সময়: **২৪ ডিসেম্বর, ২০২১** বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। কমিশনের অস্থায়ী কার্য্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় অবশ্যই প্রার্থীর পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি দিতে হবে।

ঙ) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার ঃ **২৫ ডিসেম্বর ২০২১** রাত ৫টা থেকে রাত ৮টা।

চ) চুড়ান্ত প্রার্থীর নামঃ **২৬ ডিসেম্বর ২০২১** রাত ৮টা।

ছ) নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী, সমর্থক ও সাধারণ ভোটারকে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহন করলে নির্বাচন কমিশন দায়ী থাকবেনা।

জ) নির্বাচন শেষে প্রদত্ত ভোটের ফলাফল চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঝ) **নির্বাচনী আচরণ বিধিঃ**

১. প্রার্থীদেরকে বৈধ ভোটার এবং ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর হতে হবে।
২. ভোট প্রদানের পূর্বে ভোটারকে ফটো সহ বৈধ পরিচয়পত্র যেমন ঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স/স্টেইট আইডি/পাসপোর্ট অথবা ওয়ার্ক অথোরাইজেসন প্রদর্শন করতে হবে।
৩. নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রে ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হবে। কেবল নির্বাচন কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে মিডিয়ার পক্ষ থেকে ভিডিও ও ছবি তোলা যাবে। সাংবাদিক ছাড়া কেহ তা করতে পারবেনা।
৪. নির্বাচন কেন্দ্রে কেহ মোবাইল/ফোন জাতীয় কোন ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।
৫. নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রার্থী বা তাদের পক্ষে কেহ নির্বাচন প্রচারনা বা পোষ্টার ব্যবহার করতে পারবেনা।
৬. বড় কোন বিল্ডিং এ কোন প্রার্থী বা তাদের পক্ষে কেহ নির্বাচনী প্রচারণা বা পোষ্টার ব্যবহার করতে পারবে না।
৭. নির্বাচনী প্রচারনার কাজে সর্বোচ্চ ১২" X ১৮" সাইজের পোষ্টার ব্যবহার করা যাবে।
৮. ভোট গণনার সময় শুধুমাত্র প্রার্থী উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৯. নির্বাচন কমিশনের সীলস্বাক্ষরযুক্ত মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে গণ্য হবে।
১০. একজন প্রার্থী একাধিক পদে মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন, তবে প্রত্যাহারের দিন একটি পদের বেশী মনোনয়নপত্র থাকলে সবই বাতিল বলে গণ্য হবে।
১১. কোন প্রার্থী প্যানেল ভিত্তিক কোন মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবে না।
১২. প্যানেল ভিত্তিক কোন প্রার্থী প্রচারণা চালাতে পারবে না।
১৩. নির্বাচনে কোন ভোটারকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে ৫০ ডলার জমা দিয়ে তা করতে হবে। আভিযোগ সত্য হলে কেবল জমাকৃত ডলার ফেরত দেওয়া হবে।
১৪. মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার সময় ফি নগদ জমা দিতে হবে।

ঞ) **নিম্ন লিখিত পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেঃ**

#	পদসমূহ ঃ	মনোনয়ন ফিঃ
১.	সভাপতি (একজন)	৩০০০ ডলার
২.	সহ সভাপতি ১ (একজন)	১৫০০ ডলার
৩.	সহ সভাপতি ২ (একজন)	১৫০০ ডলার
৪.	সাধারন সম্পাদক (একজন)	২৫০০ ডলার
৫.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (একজন)	৭০০ ডলার
৬.	কোষাধ্যক্ষ (একজন)	৭০০ ডলার
৭.	সাংগঠনিক সম্পাদক (একজন)	৭০০ ডলার
৮.	দপ্তর সম্পাদক (একজন)	৭০০ ডলার
৯.	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক (একজন)	৭০০ ডলার
১০.	সংস্কৃতি ও সমাজকল্যান বিষয়ক সম্পাদক (একজন)	৭০০ ডলার
১১.	কার্যকরী পরিসদের সদস্য (পাঁচজন)	৫০০ডলার (প্রতি সদস্য)

নির্বাচন কমিশন

মোহাম্মদ এ ভুঁইয়া	জাফর মিতা	আলাউদ্দিন ভুলু	আবুহেলেন হোসেন	বেলায়েত হোসেন
ইলেকশন কমিশনার	ইলেকশন কমিশনার	চীফ ইলেকশন কমিশনার	ইলেকশন কমিশনার	ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-৮৬৮-১৫৭৫	৩৪৭-২৬৮-৫৮১৬	৬৪৬-২৪৭-৭৮৫৫	৯১৭-৪৯৬-৭৯৬৬	৯১৭-২০৯-৮১৯১

নির্বাচন কমিশন, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই ইন্‌ক ২০২২-২০২৩

আসন্ন জেবিবিএ এনওয়াই এর নির্বাচনকে সুষ্ঠ ও সূচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতার বিশেষ অনুরোধ রইল।

প্যানেল ভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাখান করুন, ব্যক্তি-ভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পক্ষে সোচ্চার হউন - বাংলাদেশী পণ্য কিনে হোন ধন্য।

টিকা দিয়ে রোখা যাবে বার্ধক্য

(প্রথম পাতার পর)

নয়। বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলার গতিতে কি এ বার লাগাম পরাতে পারবে টিকাই? ইঁদুরের উপর একটি টিকার সফল পরীক্ষা সেই সম্ভাবনারই দরজা খুলে দিল।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, 'মানুষের উপর সফল হলে এই টিকা একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। যার জন্য মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সভ্যতা আধুনিক হয়ে ওঠার আগে থেকেই।' আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এজিং (এনআইএ)'-এর বিজ্ঞানীদের ইঁদুরের উপর চালানো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'নেচার এজিং'-এ। গত ১০ ডিসেম্বর। গবেষণাপত্রটি জানিয়েছে, পরীক্ষায় সফল টিকাটি ইঁদুরের শরীর থেকে বুড়ো, অথর্ব হয়ে পড়া কোষগুলোকে সরিয়ে দিতে পেরেছে। তার ফলে, ইঁদুরের আয়ু বেড়েছে। তাদের বার্ধক্যজনিত অনেক রোগ পুরোপুরি সেরেও গিয়েছে।

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অন দ্য বায়োলজি অব এজিং অ্যান্ড মেটাবলিজমের সহকারী অধিকর্তা অধ্যাপক পল রবিন্স বলেছেন, 'অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণা। গবেষকরা যে পথ ধরে এগিয়েছেন তাতে তাত্ত্বিক ভাবে এই টিকার পরীক্ষা মানুষের উপরেও সফল হওয়া উচিত। তবে মানুষের আগে আরও কয়েকটি মনুষ্যেতর স্তন্যপায়ীর উপর এই পরীক্ষা চালিয়ে দেখা উচিত।' এনআইএ জানিয়েছে, সেনেসেন্ট কোষ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক চাপে বা অন্য কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে এই কোষগুলোর স্থিতিস্থাপকতা ('ইলাস্টিসিটি') পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। তখন কোষগুলোর আর বিভাজন হয় না। কিন্তু তারা মরেও যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সেনসেন্ট কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেহে জমতে থাকে দ্রুত। এই কোষগুলোর 'পাহাড়' সরানো তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোষগুলোর পক্ষে। জমতে জমতে শুধুই যে পাহাড় হয়ে ওঠে তা-ই নয়। এই সেনেসেন্ট কোষগুলি থেকে এক ধরনের যৌগের ক্ষরণ হয়। যা নানা ধরনের প্রদাহ ('ইনফ্ল্যামেশন') সৃষ্টি করে। তার ফলে, সেনেসেন্ট কোষগুলির আশপাশে থাকা সুস্থ সবল কোষগুলির প্রচুর ক্ষতি হয়। এর আগে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরে এই সেনেসেন্ট কোষগুলির বাড়-বৃদ্ধির জন্যই ক্যানসার, অ্যালঝাইমার্স এবং স্ক্লেরোসিসের মতো বার্ধক্যজনিত নানা জটিল রোগের সূত্রপাত হয়। ধমনীতে রক্ত চলাচল থমকে যায় সামনে বাধার দেয়াল ('আর্টারি প্লেক্স') তৈরি হয়ে যাওয়ায়। এগুলি সারানো আর সম্ভব হয় না।

সেনেসেন্ট কোষগুলোকে সরানোর জন্য নানা ধরনের ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা গত এক দশক ধরেই চলছে। তাদের কোনও কোনওটি এখন হিউম্যান ট্রায়ালে রয়েছে। রবিন্স বলেছেন, 'তবে ওই সব ওষুধের চেয়ে টিকার কার্যকারিতা অনেক বেশি হবে বলেই আশা করছি। কারণ, ওষুধ তো ব্যবহৃত হবে দেহে সেনেসেন্ট কোষ জমতে জমতে পাহাড়ে পরিণত হওয়ার পর। তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দেহের সুস্থ কোষগুলোর ততক্ষণে অনেকটাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোষগুলোও। কিন্তু ৫০ বছর বয়স হলেই যদি এই টিকা দেয়া সম্ভব হয়, তা হলে শরীরে এই সেনেসেন্ট কোষ গড়েই উঠতে পারবে না। জমতে জমতে পাহাড় হয়ে ওঠা তো অনেক দূরের কথা। টিকা দিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোষগুলোকে এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে যাতে সেনেসেন্ট কোষ তৈরি হচ্ছে দেখলেই তারা তাদের নিকেশ করে দিতে পারে।'

কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। এই সেনেসেন্ট কোষগুলো দেহের সর্বত্রই তৈরি হয়। এক জায়গার সেনেসেন্ট কোষের সঙ্গে দেহের অন্য জায়গার সেনেসেন্ট কোষের আচার-আচরণে মিলও থাকে না। গবেষকরা একটি বিশেষ ধরনের সেনেসেন্ট কোষের উপর নজর রেখেছিলেন। যেগুলো তৈরি হয় ধমনী, শিরা ও রক্তজালিকার একেবারে ভিতরের দিকে থাকা এন্ডোথেলিয়াল কোষগুলোতে। এগুলিকে বলা হয়- সেনেসেন্ট ভাসক্যুলার এন্ডোথেলিয়াল কোষ। তার পর তারা খুঁজে বার করেন সেই কোষ লোর উপরের স্তরে কোন প্রোটিনটিকে বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। কারণ, গবেষকরা চেয়েছিলেন সেই প্রোটিনটিকেই তাদের বানানো টিকার লক্ষ্যবস্তু করতে। গবেষকরা তেমন একটি প্রোটিন খুঁজে পান। যার নাম- 'গ্লাইকোপ্রোটিন ননমেটাস্ট্যাটিক মেলানোমা প্রোটিন বি' (জিপিএনএমবি)। বার্ধক্যজনিত বেশ কয়েকটি জটিল রোগ, মেলানোমা-সহ কয়েক ধরনের ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই প্রোটিনটিকে বেশি পরিমাণে সেনেসেন্ট কোষে জমতে দেখা যায়।

মানব দেহকোষ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েও গবেষকরা দেখেছেন, এই প্রোটিনটি স্ক্লেরোসিস রোগীদের সেনেসেন্ট কোষে অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এই প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধমনীতে রক্ত সংবহন বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরীক্ষাটি চালানো হয় মধ্যবয়সি ইঁদুরের উপর, যাতে তাদের বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত রোগের গতিতে লাগাম পরানো সম্ভব হচ্ছে কি না বোঝা যায়। দেখা গিয়েছে, টিকা ৯৫ শতাংশ সফল হয়েছে ইঁদুরের ক্ষেত্রে।

সৌদি যুবরাজ এখন

(প্রথম পাতার পর

)উঠেছেন। সৌদি আরবে আসা বিদেশি নেতাদের অভ্যর্থনা জানানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্মেলনে নেতৃত্বদান- সবকিছুই এখন করছেন মোহাম্মদ। অন্যদিকে সৌদির অশীতিপর বাদশাহ সালমান ক্রমেই আড়ালে চলে যাচ্ছেন। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব না পেলেও যুবরাজই হয়ে উঠছেন সৌদির বাদশাহ।

২০১৭ সালের জুনে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত হন যুবরাজ মোহাম্মদ। মূলত এর পর থেকেই তিনি সৌদির কার্যত নেতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। সৌদির বাদশাহ সালমানের বয়স এখন প্রায় ৮৬ বছর। তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াচ্ছে ওমিক্রন সারা বিশ্বে

(প্রথম পাতার পর)

দক্ষিণ আফ্রিকা গত ২৪ নভেম্বর দেশটিতে অমিক্রনের সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার ঘটনা তাদের অবগত করে। এর পর থেকে মাত্র তিন সপ্তাহের কিছু বেশি সময়ে বিশ্বের ৮৯টি দেশে করোনার নতুন ধরনটি ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কার বিষয়, উচ্চমাত্রায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের শরীরে অমিক্রন দ্রুত ছড়াচ্ছে–এমন তথ্য জানিয়ে ডব্লিউএইচও বলছে, এমনটি কেন হচ্ছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তাদের ধারণা, অমিক্রনের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ভেঙে দেওয়া বা অতিমাত্রায় সংক্রমণ ক্ষমতা কিংবা এ দুইয়ের সংমিশ্রণজনিত কারণে এমনটা হতে পারে।

গত মাসের শেষ দিকে অমিক্রনের প্রথম রোগী শনাক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। অল্প কয়েক দিনে এটি দ্রুত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ডব্লিউএইচও বলছে, সংক্রমণের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যাও বাড়তে পারে। অমিক্রন ঠেকাতে এখন পর্যন্ত টিকার ওপরই জোর দিচ্ছে সংস্থাটি।

ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের নেতারাও কঠোর বিধিনিষেধের সিদ্ধান্ত না নিয়ে টিকা দেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন। তবে টিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য হচ্ছে এবং মহামারি মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপে সমন্বয় খুব প্রয়োজন উল্লেখ করে জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন, সমন্বয়হীন পদক্ষেপ নিলে মহামারি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জ্যঁ ক্যাসটেক্স বলেছেন, ইউরোপে করোনা বিদ্যুৎগতিতে ছড়াচ্ছে। বছরের শুরুতে এটি ফ্রান্সেও প্রভাব বিস্তার শুরু করবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ ও সে দেশ থেকে লোকজনের আসা ঠেকাতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এ মন্তব্য করেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক বলছেন, অমিক্রনে সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে ডেলটার চেয়ে মৃদু উপসর্গ দেখা দেওয়ার প্রমাণ পাননি তাঁরা। গবেষকেরা আরও বলছেন, এ অবস্থায় নতুন ধরনটি ততটা মারাত্মক না-ও হতে পারে এবং স্বাস্থ্যসেবার ওপর তেমন চাপ না-ও তৈরি করতে পারে– বিশেষজ্ঞদের ইতিপূর্বে করা এমন আশাবাদ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের সমীক্ষায় দেখা গেছে, অমিক্রনে পুনঃ সংক্রমণের আশঙ্কা ডেলটার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি। তবে এখনই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নেই বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।

স্থানীয় সময় গত শুক্রবার ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এমন এক সময় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো, যখন যুক্তরাজ্যে করোনার সংক্রমণ নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে। টানা তিন দিন দেশটিতে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে। শুক্রবার দেশটিতে নতুন করে ৯৩ হাজার ৪৫ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

করোনা মহামারি শুরুর পর গত বুধবার যুক্তরাজ্যে সংক্রমণ শনাক্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ পৌঁছায়। পরের দুই দিনে তা আরও বাড়ে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। অতিসংক্রামক ধরন অমিক্রন এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এ পর্যন্ত দেশটিতে ১৫ হাজারের বেশি মানুষের শরীরে ধরনটির উপস্থিতি মিলেছে। অমিক্রনে প্রথম মৃত্যুও হয়েছে দেশটিতে।

ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, অমিক্রনের সংক্রমণে ডেলটা থেকে ভিন্নমাত্রায় রোগের তীব্রতা থাকার প্রমাণ (হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি ও উপসর্গের অবস্থা) পাওয়া যায়নি। তবে এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে, অমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার তুলনামূলক কম।

হয়রানি ইমিগ্রেশন

(প্রথম পাতার পর)

স্ক্যান করার পরও কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনে আলাদাভাবে তল্লাশি, লাগেজ পেতে বিড়ম্বনা, পার্কিং বিড়ম্বনা, মশার উপদ্রব, দালালের উৎপাতসহ সবখানেই শুধু বিশৃঙ্খলা আর হয়রানি। এসব নিয়ে প্রতিনিয়ত যাত্রীরা নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। কিন্তু ফল হচ্ছে না। যাত্রীরা বলছেন, শাহজালালে এ রকম বিড়ম্বনায় অতীতে আর কখনো পড়তে হয়নি। যাত্রীসেবার মান বাড়াতে বিশ্বের উন্নত ও অত্যধিক ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোর অনুকরণে কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন যাত্রীরা। প্রয়োজনে বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাতে দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার পক্ষেও মত দিয়েছেন অনেকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, রাতে ফ্লাইট বন্ধ থাকায় দিনের বেলায় চাপ কিছুটা বেড়েছে। ইমিগ্রেশনসহ প্রতিটি স্থানে লোকবল বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতির ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইনসে মালয়েশিয়া থেকে শনিবার সকাল ১০টায় শাহজালাল বিমানবন্দরে নামেন গোলাম মোস্তফা। তিনি বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য বিমানবন্দরের তুলনায় আমাদের বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা খারাপ। এয়ারপোর্টে নামলেই মনে হয় যেন গরুঘরে ঢুকছি। ধুলোবালি, ময়লা-আবর্জনা, অপরিচ্ছন্ন টয়লেট সব মিলিয়ে খারাপ অবস্থা। বিমানবন্দরে আত্মীয়স্বজন এলেই নানান শ্রেণির দালালের উৎপাত। খাবারের দামও বেশি।'

ফ্রান্স থেকে আসা ব্যবসায়ী জিকো বলেন, 'ফ্লাইট ১ ঘণ্টা দেরিতে নেমেছে। এয়ারপোর্টে নামার পর কাস্টমস অনেক সময় নেয়। এ ছাড়া লাগেজের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আরও ৪০-৪৫ মিনিট।' তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি, অনেক বড় বড় বিমানবন্দর দেখেছি। আমাদের চাইতে কয়েক গুণ বেশি বিমান ওইসব বন্দরে নামে। কিন্তু সেখানকার সবকিছু সিস্টেমেটিক। আমাদের বিমানবন্দরে গুণগত পরিবর্তন আনা দরকার। সেবার মান বাড়াতে প্রয়োজনে বিশ্বের ব্যস্ত বিমানবন্দরে নিয়ে আমাদের বিমানবন্দর কর্মীদের প্রশিক্ষণ করিয়ে আনা দরকার।'

কাতার থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে আসা কুষ্টিয়ার আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমরা ১০টা ২৮ মিনিটে নামি শাহজালালে। একই ফ্লাইটে আবুধাবি থেকে কিছু যাত্রীর লাগেজ এসেছে; যাত্রী আসেনি। আর আমরা যারা যাত্রী পৌঁছাই আমাদের লাগেজ আসেনি। ২ ঘণ্টা অপেক্ষার পর আমরা লাগেজ বুঝে পেয়ে দুপুর ১টার দিকে বেরিয়ে আসি। এ রকম প্রায়ই হচ্ছে।' বাহরাইন থেকে আসা যাত্রী জামালপুরের জাহাঙ্গীর বলেন, 'ইমিগ্রেশন পুলিশ শুধু আমাদের দেরি করায়। হাতে পাসপোর্ট নিয়ে ২-১ মিনিটে চেক করে ছেড়ে দিতে পারে। তারা এ কথা-ও কথা বলে ১০-১৫ মিনিট বা তারও বেশি সময় নেয়। অযথা হয়রানি করে। তা ছাড়া ইমিগ্রেশনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা প্রায়ই কাউন্টার থেকে উঠে এদিক-ওদিক চলে যান। এভাবেই বিমান যাত্রীরা হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।'

বহির্গমন টার্মিনালে ইতিহাদ এয়ারওয়েজে আবুধাবিগামী যাত্রী জয়নাল আবেদীন বলেন, 'সাড়ে ৪টায় ফ্লাইটের সময় দেওয়া ছিল। বিমানবন্দরে এসে দেখি সাড়ে ৫টায়। অযথা ১ ঘণ্টা দেরি। এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন এয়ারলাইনসে ফ্লাইট দেরি হচ্ছে।'

শাহজালাল বিমানবন্দরের পিসিআর সেন্টারে টেস্ট বুথেও ভোগান্তির শেষ নেই। হাজার হাজার যাত্রী করোনা টেস্ট করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে। স্বজনরা বাইরে অপেক্ষায়। সব মিলিয়ে পুরো এলাকায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সঞ্জয় কুমার দে নামে এক যাত্রী বলেন, 'শুক্রবার মহাখালীর একটি ল্যাব থেকে ২ হাজার টাকায় করোনা পরীক্ষা করেছি। এখন আবার এখানে সকাল ৯টায় লাইন ধরে নমুনা দিয়েছি। এখানে নিয়েছে ১ হাজার ৬০০। দুবার টাকা দিয়ে টেস্ট করতে হলো।'

বিমানবন্দর পিসিআর ল্যাবের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'দুবাইগামী যাত্রীদের ফ্লাইটের কমপক্ষে ৭ ঘণ্টা আগে আসতে হয়। এয়ারলাইনসগুলো মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি দিয়েছে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা আগে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। রিপোর্ট নিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশের পর ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বোর্ডিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ থাকে। যাত্রী দেরি করে পৌঁছালে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা চেষ্টা করছি যাতে যাত্রীরা দ্রুত রিপোর্ট পান।'

বিমানবন্দরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, থার্ড টার্মিনাল নির্মাণসহ উন্নয়ন কাজের জন্য আগামী ১০ জুন পর্যন্ত রাতে বন্ধ থাকে শাহজালালের রানওয়ে। এতে আসা-যাওয়া দুই দিকেই যাত্রীর চাপ অনেক বেড়ে গেছে। একটি বিদেশি এয়ারলাইনসের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তা বলেন, বিমানবন্দরে বর্তমানে যাত্রীরা হৈহুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামেচি করছেন। ফ্লাইট রি-শিডিউলের বিষয়টি যাত্রীরা মেনে নিতে পারছেন না।

বিদেশগামীদের জন্য বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালে তিনটি গেটে ইমিগ্রেশন কাউন্টার রয়েছে। গতকাল বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে এয়ার অ্যারাবিয়া, বাংলাদেশ বিমান, ইতিহাদ, এমিরেটস ও কাতার এয়ারলাইনসের ১০টি ফ্লাইট ছেড়ে যায়। এই সময়ে প্রায় ৪ হাজার যাত্রী চলাচল করেন। এ তিনটি ইমিগ্রেশন গেট এত যাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। যাত্রীর কারণে পুরো হযবরল অবস্থা দেখা দেয়। এ দৃশ্য প্রতিদিনের।

বিমানবন্দর কর্মকর্তারা জানান, থার্ড টার্মিনালের নতুন হাইস্পিড কানেকটিং ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণের জন্য ১০ ডিসেম্বর থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত রানওয়ে বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ১১ মার্চ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ রাখবে বেবিচক। তবে কর্মকর্তারা দাবি করেছেন রানওয়ে বন্ধ থাকলেও বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কাজে কোনো প্রভাব পড়বে না। এ সময় বাংলাদেশে কোনো এয়ারলাইনসের জরুরি অবতরণের প্রয়োজন হলে তাকে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। এ ছাড়া শাহজালাল বিমানবন্দরে শীতকালীন ফ্লাইটসূচি শুরু হয়েছে। পরিবর্তন করা হয়েছে মধ্যরাতের ফ্লাইটগুলোর সময়ও। প্রতি বছর নভেম্বর থেকে শীতকালীন ফ্লাইটসূচি অনুসরণ করা হয়। কারণ এ সময় রাত ২টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকে। তাই রানওয়েতে 'ভিজিবিলিটি' কম থাকে বলে উড়োজাহাজের অবতরণে সমস্যা হয়।

যাত্রীদের কিছুটা বিড়ম্বনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মফিদুর রহমান। তিনি গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের অংশ হিসেবে হাইস্পিড কানেক্টিং ট্যাক্সিওয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। কাজ চলছে লাইটিং সেক্টরেও। রাত ১২টার পর রানওয়ে বন্ধ রাখায় ফ্লাইট হয় না। এ কারণে দিনের বেলায় অতিরিক্ত চাপ পড়ছে, ফ্লাইট বেড়েছে। তবে এটা ম্যানেজেবল। বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে লাগেজ পেতে দেরি হয়। আমার কাছেও এ ধরনের অভিযোগ এসেছে। আমি বিমান কর্তৃপক্ষকে ডেকেছি এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি। মন্ত্রণালয় থেকেও তাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা (বিমান) লোকবল বাড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রুত সেবা দিতে পারে। আমি তাদের বলেছি কী কী ত্রুটি হচ্ছে, কোথায় কোথায় যাত্রীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বা বিড়ম্বনায় পড়ছেন সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে। এ বিষয়ে তারা চেষ্টা করেছেন।'

ইমিগ্রেশনে দেরি হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের জনবল বাড়িয়ে দিয়েছেন। আশা করি পরিস্থিতি দ্রুত আরও উন্নত হবে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি যাতে কোনো যাত্রী হয়রানির শিকার না হন। সব মিলিয়ে আমরা আশা করি দ্রুতই পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।'

উন্নতি নেই খালেদা

(প্রথম পাতার পর)

অনেকগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। রোববার রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেবেন মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা। এখন প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা বৈঠকে বসছেন। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পর্যালোচনা করে প্রতিদিনই ওষুধ দিচ্ছেন তারা। বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিনকে তিনি জানান, বিএনপি চেয়ারপারসনের শরীরের বিভিন্ন প্যারামিটার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সেগুলো ওপরে উঠানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা। কয়েক দিন ধরেই কমে যাচ্ছে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা। রক্ত কিংবা ওষুধ দিয়ে তার মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। অতিরিক্ত রক্তও আর দেওয়া যাচ্ছে না তাকে। এতে পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণ বেড়ে যাচ্ছে। ডা. জাহিদ বলেন, বর্তমান চিকিৎসায় খালেদা জিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। বরং তাঁর শারীরিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

'ভুল প্রেসিডেন্ট' হিসেবে হ্যারিসের

(প্রথম পাতার পর)

অন্তত কথায় কথায় কমলা হ্যারিস টানা তিনবার 'প্রেসিডেন্ট' হয়ে গেলেন। নিউইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, দেশটির ইতিহাসে প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্টকে বাইডেন সর্বশেষ শুক্রবার সাউথ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সমাবর্তন ভাষণে 'প্রেসিডেন্ট হ্যারিস' বলে সম্বোধন করেছেন। এর আগে মার্চে তাকে বাইডেন ভুলবশত দুবার 'প্রেসিডেন্ট' বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে হ্যারিস কিন্তু ৮৫ মিনিটের জন্য সত্যিই 'প্রেসিডেন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, ১৯ নভেম্বর। বাইডেনের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে সেদিন ওই সময় কোলোনোস্কপি করা হয়। এ সময় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ৫৭ বছর বয়সী হ্যারিসকে। দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি অবশ্য প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ব্যবহার করেননি। তিনি নিজ কার্যালয় হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং থেকেই এ দায়িত্ব পালন করেন। তবে তিনি ঠিক কী কী কাজ করেছিলেন ওই ৮৫ মিনিটে, তা জানা যায়নি।

২০২০ সালের নির্বাচনে নারী, অশ্বেতাঙ্গ ও এশীয়- তিন ক্ষেত্রেই প্রথম হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে রেকর্ড গড়েছেন কমলা হ্যারিস।

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
KUWAIT AIRWAYS
Biman
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
$৬৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Emirates
ETIHAD
QATAR
DELTA AIR LINES
American Airlines
ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
Emirates
আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।
উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime.
digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM
*Terms & Condition may apply. See store for details.

Fly Emirates
SPECIAL FARE
Fly to Dhaka With Emirates Via Dubai
From
New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles
718-200-2655
718-406-9745
World Tours and Travel
MD. Shamsuddin, MBA CEO
37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands
১ ঘন্টায় ব্যানার
এখন জ্যামাইকাতে
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP
আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন
ডিজিটাল ব্যানার
বিজনেস কার্ড
পোস্টকার্ড
ফ্লায়ার
ক্যালেন্ডার
ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
সাইন
পোস্টার
ম্যাগাজিন
স্টিকার প্রিন্ট
লেমিনেশন
টি-শার্ট
আইডি কার্ড
মেন্যু
রিসিট বুক
লেটার হেড
ইনভাইটেশন কার্ড
রোল আপ ব্যানার
সাইড ওয়াক সাইন
পাসপোর্ট ফটো
WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION
JOB PROPOSAL
WRITTEN
আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি
100% BEST QUALITY
929-372-7445, 845-793-4580
www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
callijventures@gmail.com

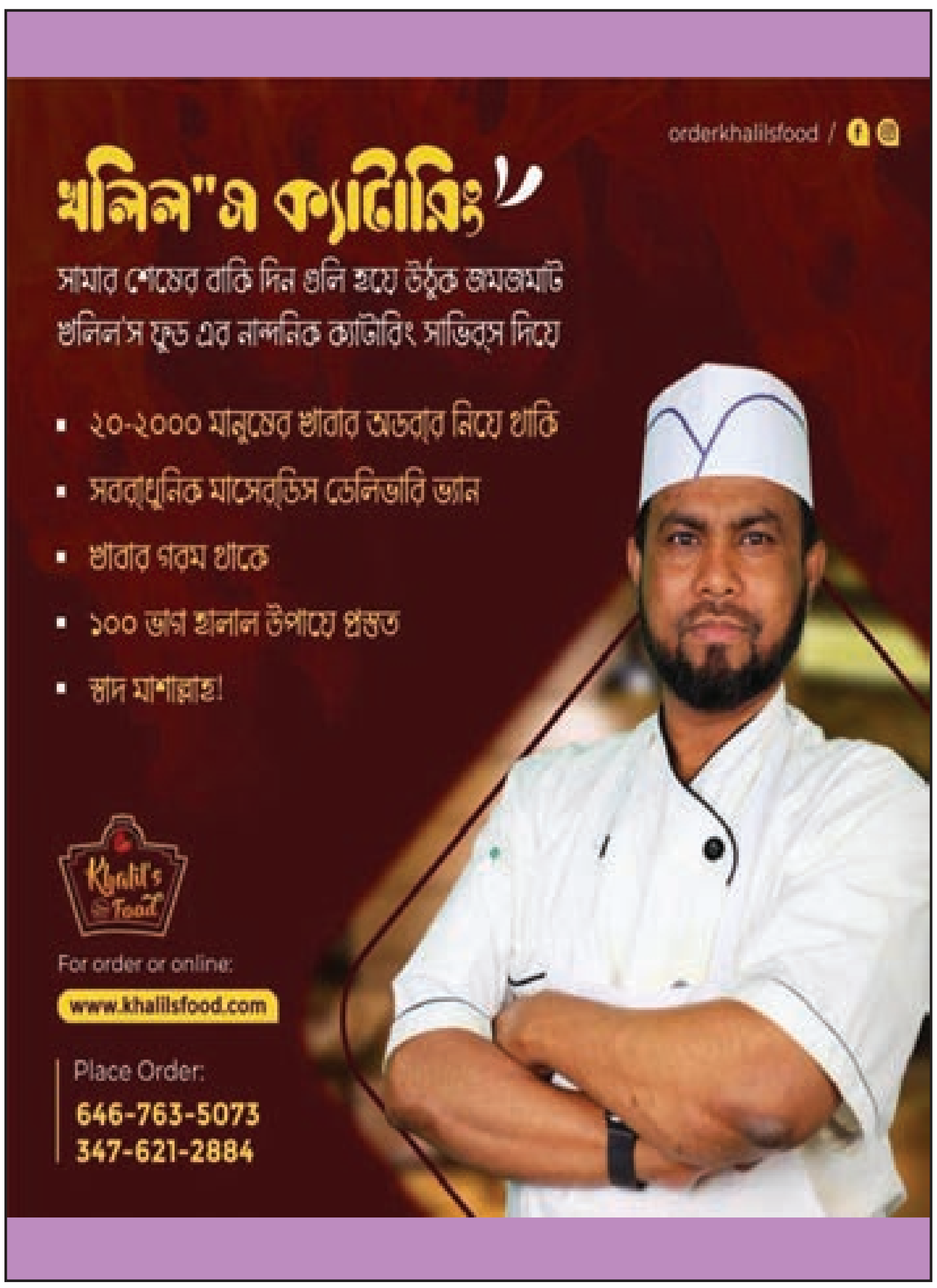
orderkhalilsfood /
খলিল"স ক্যাটারিং
সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে
২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
সর্বাধুনিক মার্সিডিস ডেলিভারি ভ্যান
খাবার গরম থাকে
১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
স্বাদ মাশাল্লাহ!
Khalil's Food
For order or online:
www.khalilsfood.com
Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday 9:00 AM To 2:00 PM Starting from NOV 02 2019
Saturday & Sunday 2:30 PM To 7:30 PM Starting from NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019
www.piit.us

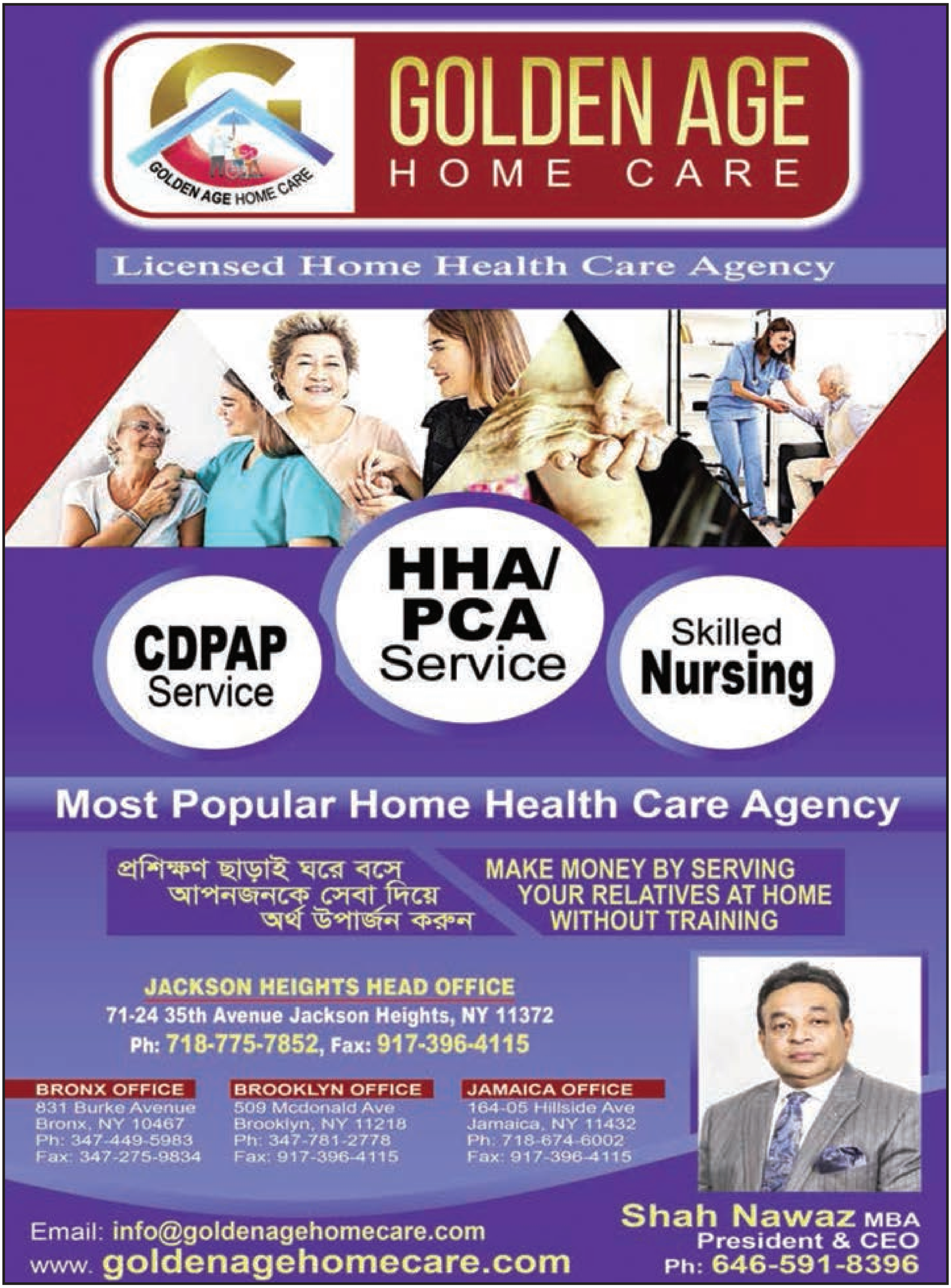
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Health Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

ইঞ্জিনিয়ার মো: নাজমুল ও মো: সাজ্জাদ হোসাইন

মাগুরা জেলা সমিতি'র নতুন কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক: মাগুরা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক এর আগামী (২০২২-২০২৩) বছরের কার্যকরি কমিটির নির্বাচনের জন্য গত ২১ নভেম্বর প্রাপ্ত মনোনায়ন পত্র নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রতি পদে একক প্রার্থী হওয়ায় গত ৫ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টে সকল সদস্য ও সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ মফিজুর রহমান নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন। তাকে সহযোগিতা করেন নির্বাচন কমিশনার ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবু বকর।

সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত সভাপতি লায়ন ইঞ্জিঃ মোঃ নাজমুল আহসান ও বিদায়ী সভাপতি সৈয়দ নাজমুল হাসান লোভন।

নির্বাচিত নতুন কমিটি: সভাপতি- ইঞ্জিঃ মোঃ নাজমুল আহসান, সাধারণ সম্পাদক- মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, সহ সভাপতি- মোঃ এনামুল বশির, শেখ ইমন জীবন, মোঃ ফরিদুজ্জামান ও মোঃ সাইফুদ্দিন আহম্মেদ, যুগ্ম সম্পাদক- মোঃ মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোঃ মিরাজ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ তৌহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক- মোঃ হান্নান মিয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোঃ বাহারুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক- মোঃ হাবিবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- নাজনীন নাহার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোঃ সিরাজুল হাকিম (আরাদ), কার্যকরি সদস্য যথাক্রমে: সৈয়দ নাজমুল হাসান (লোভান), মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ গোলাম মোস্তফা, খন্দকার তৌহিদুল ইসলাম, মমতাজ শাহনাজ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শুভেচ্ছা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র ২৬তম বর্ষপূর্তী আর **টাইম টেলিভিশন-এর সপ্তম বর্ষপূর্তী উদযাপন** উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। একই সাথে জানাই বড়দিন ও ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শুভ কামনায়-

আলী হোসেন

সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা

আহমেদ হোসেন ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক

ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজয়ের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন

ব্রাজিল: ব্রাসিলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসবমুখর প্রাণবন্ত পরিবেশে বিজয়ের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী-মুজিব বর্ষের সমাপনী পালন করে। বিজয়ের ৫০তম বার্ষিকী বিশাল পরিসরে উদযাপনের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি থাকলেও বৈশ্বিক করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে পরিমিত পরিসরে যথাযথ শ্রদ্ধা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়। এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রাজিলিয়ান নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীতের সাথে শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচিত মহান বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের শুরুতেই 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর তিনি সমাগত অতিথিবৃন্দ এবং দূতাবাস পরিবারের সকলকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে পাঠ এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, মহান ভাষা আন্দোলনসহ গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদ এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগষ্টের নির্মম হত্যাকান্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ-এর আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের ক্রমঅগ্রসরমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করে এবং বিদ্যমান করোনা ভাইরাস সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীর মানুষকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বিশেষ বাণী পাঠ করেন। এরপর, বিজয় দিবসের তাৎপর্যকে প্রতিপাদ্য করে আয়োজিত মুক্ত আলোচনা পর্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রবাসী বাংলাদেশীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং ৭১-এ দেশজুড়ে গণহত্যা ও পাশবিক নির্যাতনের বেদনাময় ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করেন। পাশাপাশি বিশ্বসভায় বাংলাদেশের এই রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরনীয় অবদানের উপর আলোকপাত করেন। বক্তারা আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনের উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। দক্ষিণ আমেরিকার জনগণের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এবং বৈশ্বিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় অন্যতম প্রধান আলোচক হিসেবে দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধুর জীবন, স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অসামান্য ভূমিকা এবং যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু গৃহীত নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্ত্বা। আধুনিক সামরিক বাহিনী গঠনে জাতির জনকের দূরদর্শী নেতৃত্ত্বের অবদানের কথাও তিনি শ্রদ্ধাবনত চিত্ত্বে স্মরণ করেন।

শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তাঁর বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের ঘটনাক্রমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ত্বের অবদান সবিস্তারে বর্ণনা করে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দেবার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দুই লক্ষাধিক নারী মুক্তিযোদ্ধা ও চার জাতীয় নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি সমবেত অতিথিবর্গকে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতির জনকের নেতৃত্ত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রে জাতির জনকের শাহাদৎ বরণ ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ত্বে কীভাবে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন।

শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণ ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' গঠনে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্তরিক অবদান রাখার আহ্বান জানান। উপস্থিত সকল বাংলাদেশী পিতা মাতাকে তাঁদের সন্তানদের বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের শেষ অংশে শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স উপস্থিত সকলকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পরিশেষে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার দিয়ে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করার মধ্য দিয়ে আনন্দঘন এ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

শুভেচ্ছা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র ২৬তম বর্ষপূর্তী আর টাইম টেলিভিশন-এর সপ্তম বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।
সবার প্রতি রইল ইংরেজী নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

নতুর বছর ২০২২ সাল সবার জন্য বয়ে আনুক সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি।
বিশ্ব হোক করোনা মুক্ত।

সামসুল ইসলাম মজনু
বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট

সাহিত্য সাময়িকী

গানের কবিতা
নাসির আহমেদ

স্বাধীনতা মানে জ্বলন্ত মার্চ কৃষ্ণচূড়ার লাল
অক্ষয় চির শোকে-আনন্দে লাল অক্ষরে লেখা যে একটি সাল!
একাত্তরের সেই দিনরাত জীবন্ত চিরকাল।

রেসকোর্স ভরা সাতই মার্চ আজো বাঙালী-হৃদয় জ্বলে
কোটি কোটি অন্তরে আজো সেই
ইতিহাস কথা বলে।
তীব্র ঝড়ের উত্তাল ঢেউ রক্তসাগর পাড়ি
জানি সেই ছবি আঁকবে এদেশে অনাগত মহাকাল।

কী নির্বিকার বেয়নেটে গাঁথা শত শত প্রিয়মুখ
ডিসেম্বরের বধ্যভূমিতে সেই ছবি দেখে আজো কেঁপে ওঠে বুক।

পরাধীনতার সেই অপমান রক্তে নিয়েছি মুছে
লাখো শহীদের স্বপ্ন: দেশের যাক সব গ্লানি ঘুচে।
বিস্ময়ে দেখি পরাজিতরাও
দেয় পুষ্পাঞ্জলি
দেখি বাংলার গর্বিত মুখে সুবর্ণ সুসকাল।

কুঁড়েঘরের ছায়ালেখা উদাসীন সন্ধ্যেয়
হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুঁড়েঘরের ছায়ালেখা উদাসীন সন্ধ্যেয়
ছাদের ওপর
অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল একটি মেঘ

দুঃখের দুয়ার থেকে দেখা যায় এমন পাথুরে রাস্তায়
বারবার হোঁচট খাচ্ছিল এমনকিছু অর্থহীন পা
যাদের একপাতা অভাবী বর্ণপরিচয় থাকলে ভালো হতো

আমরা বৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে
কয়েকটি নাম লিখছিও
যাদের স্মরণে আছে একটা আকাশ
আর পাহাড়ি প্রদেশে চিৎকারের অনেক গল্প

আমাদের একটাই চাওয়া
মেঘ উড়ে যাওয়ার আগে
নামগুলো যেন শেষ করতে পারি।

যাচ্ছি দূরে আরও দূরে
হোসাইন কবির

চোখের জলে অভিমানে
পথের পাশে উড়ছে আঁচল
বিবর্ণ মেঘ বয়সের ভার
তাহার স্মৃতি তোমার স্মৃতি তাদের স্মৃতি
কেমন করে সরাবো সব
ছাপচিত্রে বালি পাহাড়

যখন কেউ শুধায় হেসে
কেমন আছো? যাচ্ছো কোথাও?
বলি যাচ্ছি বয়ে সময়স্রোতে
যাচ্ছি দূরে আরও দূরে....
যেখানে রঙ মিলিয়ে গেছে
  নিরুদ্দেশে
    শূন্যে মাঠে
      নিঃস্ব হয়ে

দূর থেকে আরও দূরে-
ওই সুদূরে যাচ্ছি ধেয়ে
ঝরাপাতার আলিঙ্গনে
    শুভ সময় বলে বলে

যচ্ছি দূরে আরও দূরে
কড়ানাড়া শুনবো বলে
কান পেতে রই-
নদীর বোলে কান্নার রোলে
পাতার বাঁশি শুনবো বলে

আহা! যাচ্ছি ধেয়ে ঝড়ো হাওয়ায় ঘূর্ণিপাকে
যাচ্ছি ধেয়ে আরও দূরে আরও দূরে
নিঃস্ব হয়ে নিরুদ্দেশে
      শূন্যে মাঠে।

ছায়ার টান
পলি শাহীনা

তোমাকে হাজার বছর দেখি না
তোমাকে দেখার অনন্ত অপেক্ষায়
ঘণ কুয়াশাদের স্তব্ধ ভীড় ঠেলে
আবার যেদিন আমাদের দেখা হবে
আকাশের সব নীল রঙ কেড়ে নিয়ে
তোমার মুখে মেখে দেব,
মায়াবী জ্যোৎস্না ভেজা রাতে
চুম্বনে চুম্বনে তোমার উন্মুখ অধরে
এঁকে দেব পূর্ণিমা চাঁদ।

ভরা পূর্ণিমায় যেমন চাঁদ হারায়
ফুলের বনে হারায় মধুলুব্ধ ভ্রমর,
বর্তমানে হারায় অতীতের সুন্দর
মুহূর্তের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যায় মুহূর্ত
সাগরের বড়ো বড়ো ঢেউয়ে আকাশ
গোধুলির বাঁকে হারায় দিনের আলো
পাহাড়ের আলিঙ্গনে থইথই ঝর্ণা
শিশুর মোহন হাসিতে হারায় মা।
তেমনি করে ভালোলাগার অন্তহীনতায়
ভালোবাসার মৌতাতে হারিয়ে যাব আমরা।

একাকীত্ব
নাজনীন খলিল

একাকীত্ব দাঁড়িয়ে আছে ধু ধু শূন্যতার ছাইবর্ণ মাঠে।

সুনসান প্রান্তরে বেজে উঠুক কিছুতো শব্দ
তুর্যনাদে আকাশের চোখ খুলে দিয়ে
না হয় একটু কাঁদলো পৃথিবী, 'মিয়া কি মল্লারে'।

মেঘ ঢেকে রাখে তারার আকাশ, নক্ষত্রবিহীন নি:সঙ্গতা।
অন্ধকার ঢেউয়ের দোলনায়
জেগে থাকে প্রখর অনিদ্র রাত;
ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের ভেতরে স্বপ্নের লতাপাতা বেড়ে ওঠে
চৌরাশিয়ার বাঁশী কাঁদে
টুপটাপ বকুলের বিরহগান বাজে
আর কিছু নয়
শুধু একটি রাত ঘুমোতে চেয়েছি সিডেটিভহীন,
পাপড়িপালকের উষ্ণ আদরে।

চরে শিকস্তি চিহ্ন রেখে নদী কেন সরে সরে যায়?

অনাকাঙ্খিত বিজয়
রবিউল রতন

রাত্রির জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে
ভোরের রক্তস্নাত জ্যোৎস্না;
তর্জমায় ফোটে দুঃস্বপ্ন রক্তলাল গোলাপ,
বিস্ময়ের চোখে অশ্রু বিগলিত ঢেউ।

বিজয়ের সংগীত বাজে চতুর্দিকে,
ব্যর্থতার গ্লানি মুছে;
কারা যেনো রেখে গেছে,
সবুজ শ্যামলে লাল চরাচর!

নিবিড় বিষণ্নতায়
কেটে যায় অনাকাঙ্খিত দুঃস্বপ্নের রাত্রি!
প্রভাত ফেরা আলোয় জেগে ওঠে,
দীর্ঘ বেদনার পর জোছনার হাসি।

অনন্তের পথে
ঝুটন দত্ত

শীত ঋতু আসেনি তবুও, দাঁড়িয়ে আছি পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে
গায়ে লেগেছে ঘন দুধের মতো কুয়াশার চাদর।

অন্ধকারের প্রকোপ সরে যেতে
জেগে থাকা নক্ষত্রেরাও আড়াল হয়,
ঝলমলে রোদের সাথে চলতে থাকে আমার কথার ট্রেন।
অনন্তের পথে কি নামে ডাকবো বলে না নদীর স্বচ্ছ ঢেউ,
জন্মান্ধ চোখ আলোর ইশারায় খুঁজে তোমাকে।

সবার সহযোগিতায় আমি আজকের শাবনূর

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : ঢাকাই সিনেমার একটি গর্বিত অধ্যায়ের নাম শাবনূর। দেশের দর্শকের কাছে এখনো জনপ্রিয় এ নায়িকা। দর্শক এখনো তার সিনেমা মুক্তির অপেক্ষার প্রহর গোনেন।

আজ তার জন্মদিন। তবে দিনটিতে তিনি অবস্থান করছেন অস্ট্রেলিয়ায়। ওটাই তার বর্তমান আবাসস্থল। জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেখান থেকে আজকের 'হ্যালো...' বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।

* আপনার তো এবারের জন্মদিন দেশে এসে উদযাপন করার কথা ছিল...

** পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আর হয়ে ওঠেনি। তাই এবারের জন্মদিনটা পরিবারের সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়াতে উদযাপন করছি।

* অস্ট্রেলিয়ায় এ সময়টা কীভাবে উপভোগ করেন?

** আগে তো সব সময়ই সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটত। জীবনের ধারাপাত বদলেছে এখন। কিন্তু ব্যস্ততা আমার একটুও কমেনি। আগের মতোই ব্যস্ত আমি। প্রতিনিয়ত আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তবে জীবনটা দারুণ উপভোগ করছি।

* নিজের বর্তমান অবস্থান নিয়ে কী সন্তুষ্ট আপনি?

** আল্লাহর রহমতে সিনেমায় এখনো যথেষ্ট সম্মান নিয়েই আছি। অভিনয় জীবনের পথচলায় আমার প্রত্যেক সিনেমার পরিচালক, প্রযোজক, সিনেমাটোগ্রাফার, কাহিনিকার, প্রোডাকশন বয়, ট্রলিম্যান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবার সহযোগিতায় আমি আজকের শাবনূর। সিনেমার সবাইকে নিয়ে আমি ভালো থাকতে চাই।

* বহুদিন নতুন সিনেমায় নেই আপনি। এবার দেশে এলে নতুন সিনেমায় অভিনয় করার পরিকল্পনা আছে?

** আমিও অভিনয়, দর্শক সবকিছু মিস করি। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো টিভি চ্যানেলে আমার অভিনীত সিনেমা প্রচার হয়। সেগুলো দেখে দর্শকরা এখনো শুভেচ্ছা জানান আমার ফেসবুক অফিসিয়াল পেজের মাধ্যমে। অভিনয়ের পরিকল্পনা আছে। তবে সেটা নির্ভর করছে সময় ও সুযোগের ওপর। অবশ্য এরই মধ্যে আমি একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি আমার আপডেট জানানোর জন্য। কারণ ভক্তরা আমার সম্পর্কে জানতে চান। তাদের জন্যই এ ইউটিউব চ্যানেল করা।

* অনেক আগে ঘোষণা দিয়েছিলেন সিনেমা নির্মাণ করবেন। ইচ্ছাটা এখনো আছে?

** ইচ্ছাটা আছে। তবে আমি এখন আমার পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছি আমার একমাত্র সন্তান আইজেনের দিকে। তাকে একজন সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলাই আমার স্বপ্ন। আমার সেই স্বপ্নটা যেন মহান আল্লাহ পূর্ণ করেন, এ দোয়া চাই সবার কাছে।

মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি আবার চাঙা হচ্ছে -সালমা

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : মৌসুম আক্তার সালমা। গান নিয়ে ব্যাপক ব্যস্ত সময় পার করছেন। এখন তিনি রয়েছেন দুবাই। স্বামী-সন্তানসহ সেখানে গিয়েছেন তিনি। এদিকে করোনার কারণে মধ্যে দুই বছর শো খুব কম আয়োজন হয়েছে। তবে গত কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শো আয়োজন হচ্ছে। শোয়ের ব্যস্ততা কেমন উপভোগ করা হচ্ছে?

এ গায়িকা বলেন, শো খুব ভালো চলছে। অনেক দিন পর প্রাণ খুলে গান করছি। শিল্পীদের স্টেজই মূল জায়গা।

কিন্তু করোনা মহামারির কারণে দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিলো শো। এই সময়ে কম বেশি সব শিল্পী-মিউজিশিয়ানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এখন করোনা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। গত কিছুদিনে দেশের অনেক জায়গায় শো করেছি। এদিকে চলতি বছরের শুরু থেকেই রেকর্ডিংয়ে তুমুল ব্যস্ত সময় পার করছেন এ সালমা। বিজয় দিবস উপলক্ষেও তার 'বাংলাদেশ' শিরোনামের একটি গান প্রকাশ হয়েছে। সালমা ছাড়াও আরো কয়েকজন শিল্পী কণ্ঠ দিয়েছেন এ গানে। নতুন গানের কী খবর? সালমা বলেন, নিজের ইউটিউব চ্যানেল ও অন্য কোম্পানির গান রেকর্ডিং করছি। বলতে পারেন আনলিমিটেড গান করছি। এই ধারাটা অব্যাহত রাখতে চাই। অনেক গান প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

আরো কিছু গানের রেকর্ডিং রয়েছে সামনে। আশা করছি গানগুলো ভালো লাগবে সবার। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে? এ শিল্পী বলেন, করোনার কারণে অবস্থা বেশি ভালো ছিল না। কিন্তু এখন অনেক গান হচ্ছে নতুন, শো হচ্ছে। গানের ইন্ডাস্ট্রি আবার চাঙা হচ্ছে। আশা করছি সামনে আরো ভালো অবস্থা হবে।

এদিকে সালমার নিজস্ব অর্থায়নে তার শ্বশুরবাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে নির্মিত 'ইউরোপিয়ান পার্ক' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে কদিন আগেই। সেটা কেমন চলছে? সালমা উত্তরে বলেন, বেশ চলছে। এ পরিকল্পনা আসলে অনেক আগের। আমি আর আমার স্বামী সাগর অবশেষে পার্কটি করতে পেরেছি। এটাই অনেক আনন্দের। গান ছাড়াও সালমা তার স্বামী সাগরের সঙ্গে মিলে তৈরি করেছেন সাফিয়া ফাউন্ডেশন। করোনাকালেও নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন তারা। এখনও সেই ধারা অব্যাহত আছে।

করোনার নিয়ম লঙ্ঘন, আলিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের বিরুদ্ধে এফআইআর করার পরিকল্পনা করছে বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। বিএমসি-র স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারম্যান, রাজুল প্যাটেল অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে আলিয়া করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। জানা গেছে, আলিয়া ভাট উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের বিভাগে ছিলেন। যদিও তার করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হয়। অভিনেত্রীকে বিএমসি-র নিয়ম অনুসারে ১৪ দিনের জন্য নিজেকে আলাদা করে রাখার কথা ছিল।

কিন্তু অভিনেত্রী আইসোলেশন মানেননি এবং সম্প্রতি তার আসন্ন সিনেমা ব্রহ্মাস্ত্রের মোশন পোস্টার লঞ্চের জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন। প্যাটেল জানিয়েছেন, আমি জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে আলিয়া ভাটের বিরুদ্ধে হোম আইসোলেশনের নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি অনেক মানুষের কাছে একজন রোল মডেল, তার দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত ছিল।

নিয়ম সবার জন্য একই। জানা গেছে, বিএমসি আলিয়া ভাটের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিল। বিএমসি তাকে দিল্লিতেই নিজেকে কোয়ারেন্টাইন করতে বলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুম্বই ফিরেছেন অভিনেত্রী। রণবীর কাপুরের সাথে ১৫ ডিসেম্বর দিল্লিতে যান আলিয়া ভাট। মুক্তির তারিখ সহ ব্রহ্মাস্ত্র সিনেমার মোশন পোস্টার প্রকাশ করে এই জুটি। ব্রহ্মাস্ত্র সিনেমায় অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, মৌনি রায় এবং নাগার্জুন আক্কিনেনি। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

প্রকাশ্যে শাহরুখ খান

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : ছেলে আরিয়ান খান মাদক মামলায় গ্রেপ্তার ও জামিন পাওয়ার পর সব জায়গা থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন শাহরুখ খান। সেই অপেক্ষার অবসান হলো। হুন্ডাই ইন্ডিয়া সংস্থার একটি ইভেন্টে ডিজিট্যালি প্রকাশ্যে এলেন শাহরুখ। প্রকাশ্যে আসায় শাহরুখভক্তরা উচ্ছ্বসিত। আরিয়ানকাণ্ডের পর প্রথম সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন শাহরুখ পত্নী গৌরী খানও। গত বুধবার সামাজিকমাধ্যমে শাহরুখের ফ্যান ক্লাবের তরফে পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের ওপর থেকে একটি ভিডিও মেসেজে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাচ্ছেন কিং খান স্বয়ং। সেই ছবিতে বেশ ক্যাজুয়াল লুকেই ধরা দিয়েছেন বলিউড বাদশাহ। ভাইরাল ছবিতে দেখা যাচ্ছে, টি-শার্টের উপর চাপানো জ্যাকেট এবং ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো কাঁধ ছাপানো চুল।

প্রিয় তারকাকে দেখে ভক্তরা আনন্দিত। এবার তাকে বড় পর্দায় দেখতে চাইছেন ভক্তরা। সামনে শাহরুখ খানকে দেখা যাবে 'পাঠান' ছবিতে। এই ছবির মাধ্যমে প্রায় দুই বছর পর কিং খানের কোনো সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে।

ফিরছেন না মাহি

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি। তিনি ওমরাহ পালন করে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। ১৭ই ডিসেম্বর থেকে শুটিংয়ে ফেরার কথা ছিল এ নায়িকার। অভিনেতা ইমনের সঙ্গে নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরীর 'কাগজের বিয়ে' নামের ওয়েব সিনেমায় কাজ করার কথা ছিল তার। কিন্তু শুটিংয়ে ফিরছেন না মাহি। আলোচিত এই অভিনেত্রী জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে 'কাগজের বিয়ে' ওয়েব সিনেমাটি আর করছেন না তিনি। সেই সঙ্গে সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন মাহি। নিজের এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এসব কথা জানান।

মাহি লিখেছেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাগজের বৌ (কাগজের বিয়ে) হয়তো আমার করা হচ্ছে না। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এর জন্য অনেক অনেক দোয়া। সবাই আমার সুস্থতার জন্য দোয়া করবেন। এর আগে গত ২৪শে নভেম্বর ওমরাহ করার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন মাহি। সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী রাকিব সরকার। এরপর মরু অঞ্চলে তারা রোম্যান্টিক ভঙ্গিমায় বিভিন্ন ছবি তুলে শেয়ার করেছেন। ভক্তরাও হয়েছিল আনন্দিত। কিন্তু কয়েকদিন আগে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের সঙ্গে মাহির একটি কল রেকর্ড ফাঁস হয়। যেখানে শোনা যায়, মুরাদ তাকে হোটেলরুমে যাওয়ার জন্য জোর করছিলেন। এই ঘটনায় দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। সেই বিতর্কের রেশ ধরে মন্ত্রিত্ব হারান মুরাদ। ওই কলটি ছিল মূলত মুরাদ ও চিত্রনায়ক ইমনের ফোনে। ইমনের ফোন থেকেই মাহি কথা বলেছিলেন। যার ফলে বিতর্কে জড়িয়েছে নায়কের নামটিও। শোনা যাচ্ছে, ওই ঘটনার পর থেকে ইমনের সঙ্গে মাহির আর যোগাযোগ হয়নি। দু'জনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। মূলত সেজন্যই সিনেমাটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মাহি। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি ইমন। এদিকে মাহির হাতে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি ছবি। কয়েকটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায়ও রয়েছে।

স্বামীর নির্যাতন নিয়ে মুখ খুললেন ফারিয়া

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : সাবেক স্বামীর নির্যাতন নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। গতকাল রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে করা এক পোস্টে তিনি জানান, শারীরিক নির্যাতন করতেন তার স্বামী। নির্যাতনে তার হাত পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। ২০১৫ সালে ফেসবুকে বেসরকারি চাকরিজীবী হারুনুর রশীদ অপুর সঙ্গে পরিচয় হয় শবনম ফারিয়ার। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে হয় তাদের। বিয়ের ১ বছর ৯ মাসের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদ হয় তাদের। তখন ফারিয়া বিচ্ছেদের বিষয়ে পরিস্কার করে কিছুই জানাননি।

তবে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইলমার মৃত্যু প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই ফারিয়া স্বামীর নির্যাতনের বিষয়ে মুখ খুললেন।

ফসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, মৃত মেয়েটার ছবি দেখার পর বার বার আমি দেড়/দুই বছর পেছনে ফিরে যাচ্ছিলাম। মনে পড়ছে কীভাবে আমি 'দেবী' সিনেমার পুরো প্রোমোশন ভাঙা হাত নিয়ে করেছি, যখন কেউ জানতে চেয়েছে কি হয়েছে, বলেছিলাম সিঁড়ি থেকে পড়ে ব্যথা পেয়েছি! ফারিয়া আরও লেখেন, আমার সাহস ছিল না সবাইকে বলার যে কীভাবে ব্যথা পেয়েছি! কারণ আমি জানতাম এই মানুষটার সাথেই থাকতে হবে, নইলে মানুষ কী বলবে! আমার মা সমাজে মুখ দেখাবে কীভাবে! আমার দুই বোন যে স্বপ্ন নিয়ে এত আয়োজনের প্ল্যান করছে তাদের কি জবাব দেব! তিনি লিখেছেন, কাবিনের তিন মাস না যেতেই এত কিছু! নিশ্চয়ই সমস্যা আমারই! আমি এইটা ভেবে দিনের পর দিন জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি!

বারবার ভেবেছি কিছু হলে সবাই আমাকেই খারাপ বলবে! কিন্তু আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমার মা আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে! সাহস দিয়েছে! বুঝিয়েছে মানুষ কি বলে তার চেয়ে নিজের ভালো থাকা আরও অনেক জরুরি! জোর করে বিয়ে টিকিয়ে রাখার চেয়ে বেঁচে থাকা আরও জরুরি!

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

আশরাফুল হাবিব মিহির: সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার উদ্যোগে নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে গত ১৩ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত উদযাপন করা হলো শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। এ উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রথম প্রহরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

চারুশিল্পীদের তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে আঁকা ট্রাফিক পেইন্টিং (মুক্ত চিত্রাঙ্কন) এর মাধ্যমে সুচনা করা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, চারু ও সঙ্গীত শিল্পী তাজুল ইমাম। গোপাল স্যানালের সমন্বয়ে,ট্রাফিক পেইন্টিং পর্বটিতে ছিলেন আজিজুল ইসলাম তারিফ, সৈয়দ খুরশীদ আলম সেলিম, কাটুনিস্ট টিপু আলম, কচি ও এম. এম আজিজ নাইমী।

পারভীন সুলতানার সঞ্চালনায় আবৃত্তিতে অংশগ্রহন করেন স্বাধীন মজুমদার, মেহের কবীর, নজরুল কবীর ও খাইরুল ইসলাম পাখি। আবীর আলমগীরের সঞ্চালনায় সংগীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসান। আরোও সংগীত পরিবেশন করেন সেলিমা আশরাফ ও চন্দন চৌধুরী। কবির কন্ঠের পাঠ-এ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শামস্ আল মোমিন ও ফারহানা ইলিয়াস তুলি, এই পর্বটি সঞ্চালনা করেন স্বীকৃতি বড়ুয়া। মিনহাজ আহমেদের সঞ্চালনায় যুদ্ধদিনের কথা পর্বে একাত্তরের স্মৃতিচারণ করেন ডা. মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধ সরাফ সরকার, তাজুল ইমাম, শহীদ পরিবারের সন্তান ফাহিম রেজা নুর ও জাহিদ রেজা নুর।

নাজিব তারেকের কথা ও অংকিত প্রতিকৃতি অবলম্বনে মিথুন আহমেদ রচিত কথকভাষ্যে পরিকল্পিত ও নির্দেশিত পরিবেশনা: 'নয়ন জলে ভাসি' (শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মকথন)। অংশগ্রহনে ছিলেন: শুক্লা রায়, তাহরিনা পারভীন প্রীতি, বিলকিস রহমান দোলা, আবীর আলমগীর, পারভীন সুলতানা, জারিন মাইশা ও মিথুন আহমেদ। 'নয়ন জলে ভাসি' এর সমন্বয়কারী ছিলেন আশরাফুল হাবিব মিহির।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান। মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ঘোষনা পত্র পাঠ করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার আহবায়ক মিথুন আহমেদ।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাত্র দুইদিন পূর্বে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর দোসর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামাত-রাজাকার-আলবদর-আলশামস্ বাহিনীর নরপশুরা একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর এক নৃশংস বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। তারা হত্যা করে বাংলাদেশের মেধাবী লেখক, কবি, সংগীতজ্ঞ, চলচ্চিত্রকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, দার্শনিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের। বাঙালী জাতির শোকাবহ এই বিপর্যয়ের দিনটিকে স্মরণ করার জন্যে বিগত ২৩ বছর ধরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকা ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে আসছে।

লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে সংহতি-সমাবেশটি রাত ১২টা ০১ মিনিটে দিবসটি প্রদীপ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্ত করা হয়।

MSW
জ্যামাইকায় Grand Opening
বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
MY SECOND WIFE
Steaks & Kabab palace
100% zabiha Halal
169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com
-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-
* Afghan Kabab
* Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
* Chicken Kadai
* Chicken Tikka Masala
* Butter Chicken
* Chapli Kabab
* Iranian Beef Kabab
* Steaks
* We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.
Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99
বিশেষ আয়োজনে:
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed
For Catering Call- 917-497-0774

ঘরে বসেই কোভিডের টিকা পাবার সুযোগ!

কোনও খরচ ছাড়ায় স্বাস্থ্য পেশাজীবীরা আপনার বাসায় এসে আপনি সহ ও আপনার পরিবারের সবাইকে টিকাদান করতে পারবে।
প্রথম ডোজের টিকা নিলে $100 ডলার পাবেন।
বিনা খরচে এবং কোনও স্বাস্থ্যবিমার প্রয়োজন নেই।
মিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনকিছু যাচাই করা হবে না।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
877-829-4692 নম্বরে বা NYC.gov/homevaccine এ আরও জানুন।
NYC

হজ ও ওমরাহ্ সচল করতে সৌদির উদ্যোগ

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাহত হচ্ছে হজ ও ওমরাহ বিষয়ক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। যা সচল করতে সরকারি-বেসরকারী উভয় উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করছে সৌদি আরবের সরকার। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'হজ অ্যান্ড ওমরাহ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' নামে একটি তহবিলও গঠন করা হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আরব নিউজ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সৌদি আরবের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে হজ এবং ওমরাহর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্ষকাতর। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হজ ও ওমরাহ পালন করতে দেশটিতে আসা মুসলিম তীর্থযাত্রীদের পরিষেবার বিষয়টি এতদিন সরকারই দেখাশোনা করত। কিন্তু করোনা মহামারি সব হিসেব উল্টেপাল্টে দিয়েছে। চলতি বছর টিকার দুই ডোজ সম্পূর্ণ করা বিদেশি নাগরিকদের ওমরাহ পালনের অনুমতি দিয়েছে সৌদি সরকার। আশা করা হচ্ছে, সামনের বছর হজ মৌসুমেও বিদেশি নাগরিকদের জন্য দুয়ার খুলবে দেশটি।

সে লক্ষ্যে হজ ও ওমরাহ পালন করতে অন্য দেশ থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের আবাসন, যাতায়াত ও অন্যান্য সেবাদানের বিষয়টিকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে চাইছে সৌদি সরকার। সার্বিক সেবাদানের এই বিষয়টি সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে পরিচালিত হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

চূড়ান্ত হয়। তিনি ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলারের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত ৯ জুলাই বাংলাদেশে পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দেশটির পেশাদার কূটনীতিক পিটার ডি. হাসকে মনোনয়ন দেন। গত ১৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে শুনানিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ থাকলে পুরো অঞ্চল লাভবান হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে আগামী ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ জোরদারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকা-কে তিনি এগিয়ে নিতে চান। এছাড়া তিনি মানবাধিকার সুরক্ষা দিতে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাবেন।

পিটার ডি. হাস গত ২০ জানুয়ারী থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যবিষয়ক ব্যুরোর প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হিসেবে ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের বাণিজ্য নীতি ও আলোচনা বিষয়ে জ্যেষ্ঠ্য উপদেষ্টা/ ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ফ্রান্সের প্যারিসে অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্টে (ওইসিডি) যুক্তরাষ্ট্র মিশনে স্থায়ী উপপ্রতিনিধি ছিলেন।

পিটার হাস যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সার্ভিসে তার কর্মজীবনে ভারতের মুম্বাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র কন্স্যুলেট জেনারেলে কনসাল জেনারেল ছাড়াও পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঁচটি ভৌগলিক ব্যুরোতে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুযোগ থাকবে ড্রাইভারদের জন্য)

(শেষের পাতার পর)

ডলার প্রনোদনা ঘোষনা করেছে। প্রণোদনার এই অর্থবিতরণ, বন্টন করবে স্মলবিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বা এসবিএ। এর আগে এসবিএ ফেডারেল সরকার এবং স্টেট-এর আবেদন গ্রহণ করেছে এবং আবেদন অনুমোদন করে সংশ্লিদের অর্থপ্রেরন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র'র অর্থনীতি সচল করতে এর আগে ফেডারেল গ্রান্ট, ইআই-ডিএল ঋন, পিপিপি ঋণ, স্টেট গ্র্যান্টমানি শিরোনামে অর্থ সহায়তা পেয়েছেন টিএলসি ড্রাইবারসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। ঘনিষ্ট বিভিন্ন সুত্র থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

অতীতের ন্যায় এবারো সুদযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সহায়তা যেমন আছে, তেমনি আছে মাফযোগ্য অর্থ প্রদান। সিটির এই প্রণোদনা ঘোষণার পর কৌতুহলী হয়ে উঠেন নিউইয়র্কে কর্মরত ড্রাইভাররা। অনেকে জানতে পারেন এই প্যাকেজে ড্রাইভাররা অন্তর্ভুক্ত আছেন। আবার কিছু সুত্র দাবী করে ড্রাইভারদের নাম নেই এই প্যাকেজের তালিকায়। জ্যাকসন হাইটসের আই ট্রেড একাউন্টিং ফার্মেও পরিচালক নাজিম চৌধুরী বলেন এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির কোন কারন নেই। অনেক ড্রাইবার এর জন্য তিনি আবেদন করেছেন, এসবিএ আবেদন গ্রহন করেছে। এছাড়া অনেক ড্রাইভার এসবিএর সাথে যোগাযোগ করেছেন, এসবিএ ড্রাভিররা আবেদন করতে পারবেন বলে আশ্বস্থ করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে জ্যাকসন হাইটসের প্রিমিয়ার ট্যাক্স একাউন্টিং ফার্মেও পরিচালক খোরশেদ আলম বলেন সিটির একশো মিরিয়ন প্রণোদনা নিয়ে ড্রাইভাররা বিভ্রান্ত হওয়ার কারন নেই। যারা ২০১৯ অর্থ বছরে ইনকাম ট্যাক্সে ২৭ থেকে ৩৫ ভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয় প্রমান করতে পারবেন তারা আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া ঋুদ্র ব্যবসায়ীরা ঋণ পাবেন তারা সুদ সহ ঋণ দর্ঘি মেয়াদে পূরন করতে পারবেন।

সরেজমিনে বিভিন্ন একাউন্টিং ফার্মে গিয়ে দেখা গেছে প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ড্রাইভাররা। এই প্রনোদনায় খুশী ড্রাইভার সমাজ। যারা স্টেইট গ্রান্ট এ অর্থ পেয়েছেন তারা খুব আবেদনের পর্ব শেষ করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন আবেদনকারী ড্রাইভাররা।

আবেদনকাজে সহায়তাকারীরা মনে করেন যাদের মনে সন্দেহ আছে তারা এসবিএর সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রসঙ্গত বৈশ্বিক মহামারী করোনার বিপর্যস্ত আমেরিকান অর্থনীতিকে সচল করার জন্য বাইডেন সরকার ঋণ সু-বিধাসহ বিবিন্ন শ্রেনী পেশার ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন অংকের প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্‌তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- শ্রেণীর ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

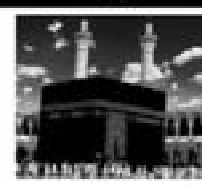

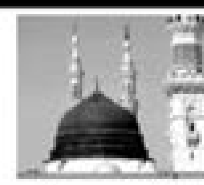

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

---

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে App টি ডাউনলোড করতে হবে।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ঢাকায় বিমান বন্দরে হয়রানি: ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা

(প্রথম পাতার পর)

পার্কিং বিড়ম্বনা, মশার উপদ্রব, দালালের উৎপাতসহ সবখানেই শুধু বিশৃঙ্খলা আর হয়রানি। এসব নিয়ে প্রতিনিয়ত যাত্রীরা নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। কিন্তু ফল হচ্ছে না। যাত্রীরা বলছেন, শাহজালালে এ রকম বিড়ম্বনায় অতীতে আর কখনো পড়তে হয়নি। যাত্রীসেবার মান বাড়াতে বিশ্বের উন্নত ও অত্যধিক ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোর অনুকরণে কর্মকর্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন যাত্রীরা। প্রয়োজনে বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাতে দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার পক্ষেও মত দিয়েছেন অনেকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, রাতে ফ্লাইট বন্ধ থাকায় দিনের বেলায় চাপ কিছুটা বেড়েছে। ইমিগ্রেশনসহ প্রতিটি স্থানে লোকবল বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতির ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইনসে মালয়েশিয়া থেকে গতকাল সকাল ১০টায় শাহজালাল বিমানবন্দরে নামেন গোলাম মোস্তফা। তিনি বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য বিমানবন্দরের তুলনায় আমাদের বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা খারাপ। এয়ারপোর্টে নামলেই মনে হয় যেন গরুঘরে ঢুকছি। ধুলোবালি, ময়লা-আবর্জনা, অপরিচ্ছন্ন টয়লেট সব মিলিয়ে খারাপ অবস্থা। বিমানবন্দরে আত্মীয়স্বজন এলেই নানান শ্রেণির দালালের উৎপাত। খাবারের দামও বেশি।'

ফ্রান্স থেকে আসা ব্যবসায়ী জিকো বলেন, 'ফ্লাইট ১ ঘণ্টা দেরিতে নেমেছে। এয়ারপোর্টে নামার পর কাস্টমস অনেক সময় নেয়। এ ছাড়া লাগেজের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আরও ৪০-৪৫ মিনিট।' তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি, অনেক বড় বড় বিমানবন্দর দেখেছি। আমাদের চাইতে কয়েক গুণ বেশি বিমান ওইসব বন্দরে নামে। কিন্তু সেখানকার সবকিছু সিস্টেমেটিক। আমাদের বিমানবন্দরে গুণগত পরিবর্তন আনা দরকার। সেবার মান বাড়াতে প্রয়োজনে বিশ্বের ব্যস্ত বিমানবন্দরে নিয়ে আমাদের বিমানবন্দর কর্মীদের প্রশিক্ষণ করিয়ে আনা দরকার।'

কাতার থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে আসা কুষ্টিয়ার আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমরা ১০টা ২৮ মিনিটে নামি শাহজালালে। একই ফ্লাইটে আবুধাবি থেকে কিছু যাত্রীর লাগেজ এসেছে; যাত্রী আসেনি। আর আমরা যারা যাত্রী পৌঁছাই আমাদের লাগেজ আসেনি। ২ ঘণ্টা অপেক্ষার পর আমরা লাগেজ বুঝে পেয়ে দুপুর ১টার দিকে বেরিয়ে আসি। এ রকম প্রায়ই হচ্ছে।'

বাহরাইন থেকে আসা যাত্রী জামালপুরের জাহাঙ্গীর বলেন, 'ইমিগ্রেশন পুলিশ শুধু আমাদের দেরি করায়। হাতে পাসপোর্ট নিয়ে ২-১ মিনিটে চেক করে ছেড়ে দিতে পারে। তারা এ কথা-ও কথা বলে ১০-১৫ মিনিট বা তারও বেশি সময় নেয়। অযথা হয়রানি করে। তা ছাড়া ইমিগ্রেশনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা প্রায়ই কাউন্টার থেকে উঠে এদিক-ওদিক চলে যান। এভাবেই বিমান যাত্রীরা হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।'

বহির্গমন টার্মিনালে ইতিহাদ এয়ারওয়েজে আবুধাবিগামী যাত্রী জয়নাল আবেদীন বলেন, 'সাড়ে ৪টায় ফ্লাইটের সময় দেওয়া ছিল। বিমানবন্দরে এসে দেখি সাড়ে ৫টায়। অযথা ১ ঘণ্টা দেরি। এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন এয়ারলাইনসে ফ্লাইট দেরি হচ্ছে।'

শাহজালাল বিমানবন্দরের পিসিআর সেন্টারে টেস্ট বুথেও ভোগান্তির শেষ নেই। হাজার হাজার যাত্রী করোনা টেস্ট করার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে। স্বজনরা বাইরে অপেক্ষায়। সব মিলিয়ে পুরো এলাকায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সঞ্জয় কুমার দে নামে এক যাত্রী বলেন, 'শুক্রবার মহাখালীর একটি ল্যাব থেকে ২ হাজার টাকায় করোনা পরীক্ষা করেছি। এখন আবার এখানে সকাল ৯টায় লাইন ধরে নমুনা দিয়েছি। এখানে নিয়েছে ১ হাজার ৬০০। দুবার টাকা দিয়ে টেস্ট করতে হলো।'

বিমানবন্দর পিসিআর ল্যাবের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'দুবাইগামী যাত্রীদের ফ্লাইটের কমপক্ষে ৭ ঘণ্টা আগে আসতে হয়। এয়ারলাইনসগুলো মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি দিয়েছে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা আগে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। রিপোর্ট নিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশের পর ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বোর্ডিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ থাকে। যাত্রী দেরি করে পৌঁছালে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা চেষ্টা করছি যাতে যাত্রীরা দ্রুত রিপোর্ট পান।'

বিমানবন্দরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, থার্ড টার্মিনাল নির্মাণসহ উন্নয়ন কাজের জন্য আগামী ১০ জুন পর্যন্ত রাতে বন্ধ থাকে শাহজালালের রানওয়ে। এতে আসা-যাওয়া দুই দিকেই যাত্রীর চাপ অনেক বেড়ে গেছে। একটি বিদেশি এয়ারলাইনসের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তা বলেন, বিমানবন্দরে বর্তমানে যাত্রীরা হৈহুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামেচি করছেন। ফ্লাইট রি-শিডিউলের বিষয়টি যাত্রীরা মেনে নিতে পারছেন না।

বিদেশগামীদের জন্য বিমানবন্দরের বহির্গমন টার্মিনালে তিনটি গেটে ইমিগ্রেশন কাউন্টার রয়েছে। গতকাল বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে এয়ার অ্যারাবিয়া, বাংলাদেশ বিমান, ইতিহাদ, এমিরেটস ও কাতার এয়ারলাইনসের ১০টি ফ্লাইট ছেড়ে যায়। এই সময়ে প্রায় ৪ হাজার যাত্রী চলাচল করেন। এ তিনটি ইমিগ্রেশন গেট এত যাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। যাত্রীর কারণে পুরো হযবরল অবস্থা দেখা দেয়। এ দৃশ্য প্রতিদিনের।

বিমানবন্দর কর্মকর্তারা জানান, থার্ড টার্মিনালের নতুন হাইস্পিড কানেকটিং ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণের জন্য ১০ ডিসেম্বর থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত রানওয়ে বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ১১ মার্চ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ রাখবে বেবিচক।

তবে কর্মকর্তারা দাবি করেছেন রানওয়ে বন্ধ থাকলেও বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কাজে কোনো প্রভাব পড়বে না। এ সময় বাংলাদেশে কোনো এয়ারলাইনসের জরুরি অবতরণের প্রয়োজন হলে তাকে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। এ ছাড়া শাহজালাল বিমানবন্দরে শীতকালীন ফ্লাইটসূচি শুরু হয়েছে। পরিবর্তন করা হয়েছে মধ্যরাতের ফ্লাইটগুলোর সময়ও। প্রতি বছর নভেম্বর থেকে শীতকালীন ফ্লাইটসূচি অনুসরণ করা হয়। কারণ এ সময় রাত ২টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘন কুয়াশা থাকে। তাই রানওয়েতে 'ভিজিবিলিটি' কম থাকে বলে উড়োজাহাজের অবতরণে সমস্যা হয়।

যাত্রীদের কিছুটা বিড়ম্বনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মফিদুর রহমান। তিনি গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের অংশ হিসেবে হাইস্পিড কানেক্টিং ট্যাক্সিওয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। কাজ চলছে লাইটিং সেক্টরেও। রাত ১২টার পর রানওয়ে বন্ধ রাখায় ফ্লাইট হয় না। এ কারণে দিনের বেলায় অতিরিক্ত চাপ পড়ছে, ফ্লাইট বেড়েছে। তবে এটা ম্যানেজেবল। বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে লাগেজ পেতে দেরি হয়। আমার কাছেও এ ধরনের অভিযোগ এসেছে। আমি বিমান কর্তৃপক্ষকে ডেকেছি এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি। মন্ত্রণালয় থেকেও তাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা (বিমান) লোকবল বাড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রুত সেবা দিতে পারে। আমি তাদের বলেছি কী কী ত্রুটি হচ্ছে, কোথায় কোথায় যাত্রীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বা বিড়ম্বনায় পড়ছেন সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে। এ বিষয়ে তারা চেষ্টা করেছেন।'

ইমিগ্রেশনে দেরি হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের জনবল বাড়িয়ে দিয়েছেন। আশা করি পরিস্থিতি দ্রুত আরও উন্নত হবে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি যাতে কোনো যাত্রী হয়রানির শিকার না হন। সব মিলিয়ে আমরা আশা করি দ্রুতই পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।'

নেদারল্যান্ডসে লকডাউন ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

লকডাউন শুরুর ঘোষণা দিয়েছে নেদারল্যান্ডস সরকার।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার থেকেই নেদারল্যান্ডসে কঠোর লকডাউন চালু হবে। শনিবার লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট্টে বলেছেন, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।'

লকডাউনের আওতায় নেদারল্যান্ডসে নিত্যপ্রয়োজনীয় ছাড়া অন্যান্য পণ্যের দোকান, পানশালা, ব্যায়ামাগার, সেলুন এবং অন্যান্য জনসমাগমের জায়গাগুলো আগামী বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বাড়িতে দুজনের বেশি অতিথিকে নিমন্ত্রণ জানানো যাবে না। তবে বড়দিন উপলক্ষে ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং নতুন বছরের আয়োজনে একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন অতিথি ডাকা যাবে। দেশটিতে আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তবে অন্যান্য বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। সংক্রমণ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে নেদারল্যান্ডস সরকার। তবে এ সময়ের মধ্যে সংক্রমণ ঠেকাতে জনগণকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে স্থানীয় সময় শনিবার নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট্টে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমি বিষন্ন হৃদয়ে আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। অনেকেই আমার অনুভূতি বুঝতে পারছেন। আজ অনেকটা একই অনুভূতি আপনাদেরও। এক কথায় বলতে গেলে, রোববার থেকে নেদারল্যান্ডস আবারও লকডাউনে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে।'

নেদারল্যান্ডসের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথের তথ্য অনুয়ায়ী, মহামারির শুরু থেকে দেশটিতে ২৯ লাখের বেশি মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে। করোনায় মারা গেছেন ২০ হাজারের বেশি মানুষ। বর্তমানে দেশটিতে অমিক্রন দ্রুত ছড়াতে শুরু করেছে।

শুধু নেদাল্যান্ডস নয়, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অন্য দেশগুলোয় অমিক্রন রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, করোনার ডেলটা ধরনের চেয়ে কয়েক গুণ দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে ভাইরাসটির নতুন ধরন অমিক্রন। এ গতি এতটাই যে বিভিন্ন দেশে মাত্র দেড় থেকে তিন দিনে অমিক্রনে সংক্রমণের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

এমনকি উচ্চমাত্রায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের শরীরে অমিক্রন দ্রুত ছড়াচ্ছে– গতকাল শনিবার এমন তথ্য জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। সংস্থাটি বলছে, এমনটি কেন হচ্ছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুযায়ী, প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা গত ২৪ নভেম্বর দেশটিতে অমিক্রনের সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার ঘটনা তাদের অবগত করে। এর পর থেকে মাত্র তিন সপ্তাহের কিছু বেশি সময়ে বিশ্বের ৮৯টি দেশে করোনার নতুন ধরনটি ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

অমিক্রন ঠেকাতে এখন পর্যন্ত টিকার ওপরই জোর দিচ্ছে ডব্লিউএইচও। ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের নেতারাও কঠোর বিধিনিষেধের সিদ্ধান্ত না নিয়ে টিকা দেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন। তবে টিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য হচ্ছে এবং মহামারি মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপে সমন্বয় খুব প্রয়োজন উল্লেখ করে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ বলেছেন, সমন্বয়হীন পদক্ষেপ নিলে মহামারি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জ্যঁ ক্যাসটেক্স শনিবার বলেছেন, ইউরোপে করোনা বিদ্যুৎগতিতে ছড়াচ্ছে। নতুন বছরের শুরুতে এটি ফ্রান্সেও প্রভাব বিস্তার শুরু করবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ ও সে দেশ থেকে লোকজনের আসা ঠেকাতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এ মন্তব্য করেন তিনি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
> বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
> ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
> আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

আ. লীগের বিজয় দিবস ও এরিকের

(শেষের পাতার পর)

যেমনটি হয়েছে গত বৃহস্পতিবার, ১৬ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও অংগ সংগঠন সমূহের মুজিববর্ষ ও ৫০তম বিজয় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে। দেশে বা প্রবাসে বাংলাদেশের এ জাতীয় প্রতিটি অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও মোনাজাতের মাধ্যমে শুরু বা শেষ হলেও দেশ, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শহীদ পরিবারের জন্য দোয়টি করা হয়নি উগ্র এক ব্যক্তির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারনে। যদিও মহৎ এই অনুষ্ঠানটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান সহ সকল নেতা-কর্মীরা মন থেকে ঐ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং ধর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আমেরিকার মত সভ্য দেশে এসেও এখানের সভ্য আচরণ প্রত্যক্ষ করেও যখন আমরা কিছুই শিখি না এবং একই সাথে পরস্পর শ্রদ্ধাবোধটুকুও যখন আমরা হারিয়ে ফেলি, তখন আমাদের মানুষত্ত্বেরও বিলীন ঘটে ঠিক একই সাথে। পরিশেষে জাতে কেবল আমরা বাঙালীই থেকে যাই। আমেরিকা সম্মান দিতে জানে। শিক্ষা দীক্ষায় এ দেশ যেমন পৃথিবীর সেরা, এবং বিশ্বকে এক চেটিয়া নেতৃত্ব দেবার অধিকার যেসব গুণগত মানের কারনে আমেরিকা রাখে, এর একটি দিক হলো 'ইন গড উই ট্রাস্ট' এর ভিত্তিতে সকল ধর্মের নেতাদের প্রতি যথাযত সম্মান প্রদর্শন আমেরিকা সব সময়ই করে থাকে। মেয়র ডেভিড ডিনকিনসের পর দীর্ঘ ৩০ বছরে আবারো ক্ষমতায় আসা আফ্রিকান নিগ্রো বংশদ্ভুত নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র এরিক এ্যাডাম নির্বাচিত হয়েই সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন, তা হলো, সিটির ভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের একটি প্লাটফর্মে এনে সম্মান প্রদর্শন। সে লক্ষ্যেই ছিল তাঁর এমন প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও আয়োজন। ইন্টারফেইথ ব্র্যাকফাস্ট বা ঐতিহ্যগত অন্তধর্মীয় প্রাতরাশে সিটির প্রধান প্রধান ধর্মীয় উপাসনালয়ের ইমাম, পাদ্রী, পুরোহিত ও পন্ডিতদের স্বাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে নিয়ে একসাথে নাস্তাপানি ও খোলামেলা আলোচনা, যা দিয়ে উপস্থিত প্রায় ৭০ জন ধর্মীয় নেতাকে তিনি বাঁধিত করলেন তাঁর সুদূর প্রসারী সৌজন্য আচরণ দিয়ে। ব্রুকলীন বরোর বিখ্যাত সিসিসি হলে গত বৃহস্পতিবার, ১৭ ডিসেম্বর সকালে আয়োজিত মেয়রের প্রাতরাশে সার্ভ করা হয় ট্রাডিশনাল মরোক্কান আরবী স্টাইলের নাস্তা। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি ধর্মীয় নেতার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা হলেন আমার 'সিকরেট উয়োপেন'। আপনাদের জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি। আপনাদের কাছে আমি ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ। নিউইয়র্ক শহরের যেমন পরিবর্তন আপনারা দেখতে চেয়ে আমাকে আপনারা সমর্থন করেছেন, সেসব পরিবর্তন প্রদর্শনে আমি ও আমার টিম থাকবে সদা বদ্ধ পরিকর। আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত যে, নিউইয়র্ক শহরে যখন সম্মানীত পেশা পুলিশী ক্যারিয়ার দিয়ে আমি আমার সেবার যাত্রাপথ শুরু করি, তখন আমাকে কোন না কোন মেয়রের কমান্ডে চলতে হতো, এবার শহরের পুরোটা পুলিশ বাহিনী চলবে আমারি কমান্ডে। পুলিশ বাহিনী কিভাবে জনগনের আরোও বন্ধু হয়ে কাজ করবে, সেদিকে থাকবে আমার যথাযত নির্দেশনা।

আন্তধর্মীয় বান্ধব মেয়র এরিক জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টারের আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি সেবা, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সচেতন কেন্দ্রের ভূমিকা, ডাইভার্সিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক ঈদগাহর ৫টি ঈদ জামাত ও কোভিড-১৯ সময়ে পরিচালিত ভার্চ্যুয়াল জুমুআ, তারাবী ও ঈদ জামাত সহ শীর্ষ ধর্মীয় সকল সেবার কথা আগে থেকেই জানতেন। সে সুবাদেই মোহাম্মদী সেন্টারের আমন্ত্রণ ছিল সিরিয়ালের শীর্ষে। তিনি এর পরিচালক ইমাম কাজী কায়্যূমে'র সাথে উক্ত অনুষ্ঠানে ছবিও তুলেছেন অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এবং কম্যিউনিটির উন্নয়নে মোহাম্মদী সেন্টারের যাবতীয় সেবার প্রশংসা করেছেন। অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত ব্রুকলীন বরো প্রেসিডেন্ট মি. এ্যান্তনীয় রেয়নোসো, যিনি মেয়র এরিকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, উপস্থিত ছিলেন এবং ইমাম কাজী কায়্যুমের সাথে পরিচিত ও বিশেষ ফটো সেশনে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটির বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন বিশেষ ইন্টারফেইথ অ্যাক্টিভিষ্ট মি. চৌহান। আইটিভি প্রতিনিধি মি. শহীদুল্লাহকেও উক্ত অনুষ্ঠানে দেখা গেছে।

বদরুল-মইনুল প্যানেল

(শেষের পাতার পর)

আমেরিকার নির্বাচন ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা। সম্ভাব্য প্রার্থী খোঁজা সহ চলছে প্যানেল গঠনের প্রক্রিয়া। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন শীঘ্রই তফসীল ঘোষণা করবে।

এদিকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদে সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলামের নাম শুনু যাচ্ছে। সূত্র মতে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেল হচ্ছে। এনিয়ে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে এবং সেই সভায় উপস্থিত সকলে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেলের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সূত্র মতে, আরো একটি প্যানেল নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। এর বাইরেও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিস্তারিত জানা যায়নি। সংশ্লিস্টরা বলছেন, তফসীল ঘোষণার পরই প্রার্থীতা চুড়ান্ত হবে। এসোসিয়েশনের ভোটার হওয়ার শেষ তারিখ আগামী ২৫ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হয়েছেন এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম। কমিশনারগণ হলে-আহমেদ এ হাকিম (সিলেট), মোশারফ আলম, (সু-নামগঞ্জ), সাব্বীর হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ (মৌলভী বাজার)।

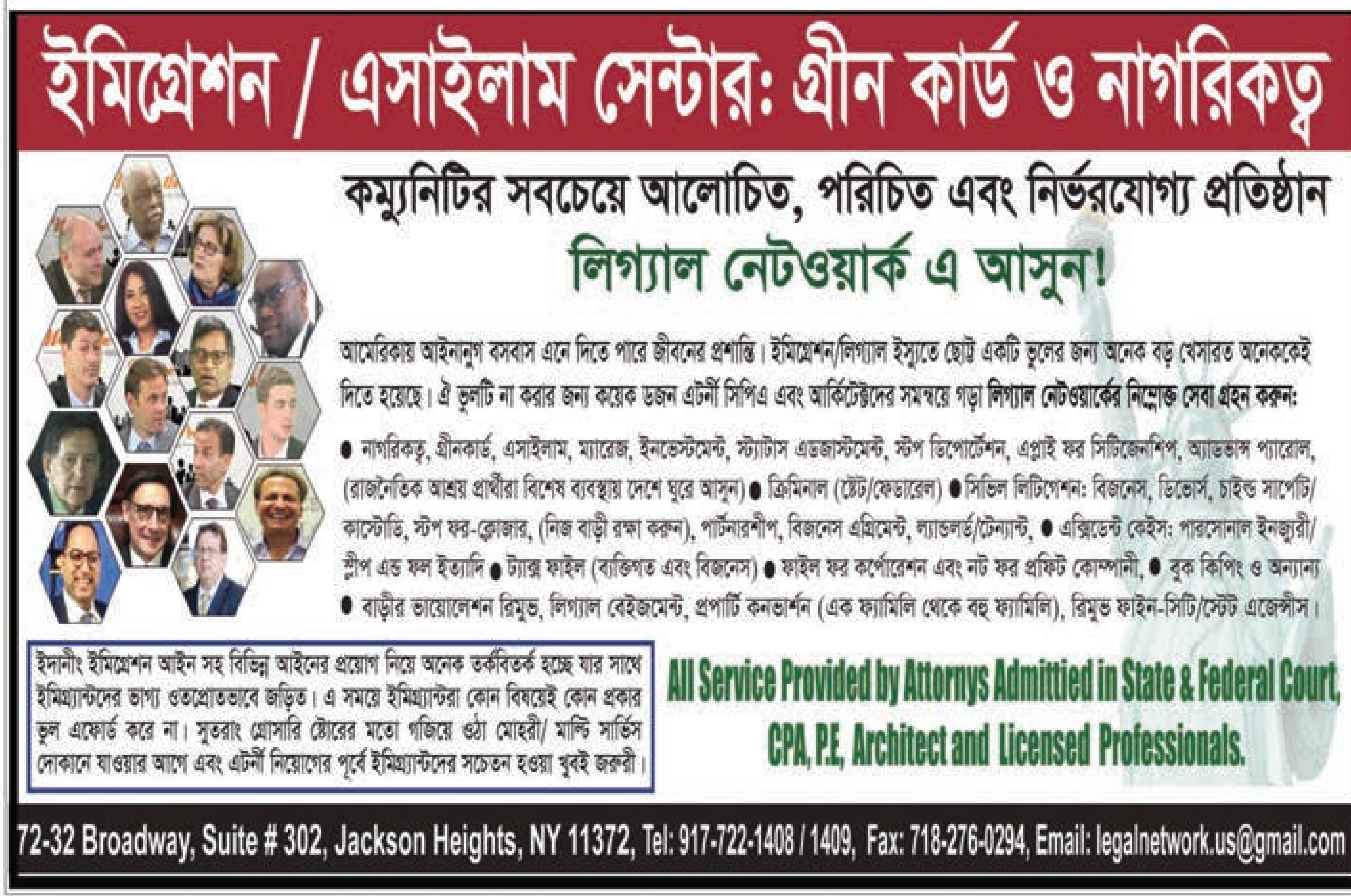

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টিকা ❋ টিএলসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরার যাত্রীদের জন্য টিকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ হৃদরোগ ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, ফ্লেবোটমি, টিবি টেস্ট, কান ছুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য সুলভ মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেন 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

718-545-2600, 917-834-9269

- *Bankruptcy, Divorce
- *Major Accident Cases
- *Business, Incorporation
- *Investment
- *Estate, Litigation
- *Landlord & Tenant Commercial
- *Real Estate Closing
- *Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট

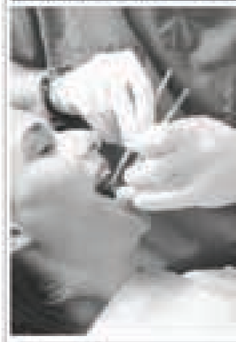

আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগনা, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিভেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস	গ্রীনপয়েন্ট অফিস
170-09, Hillside Ave,	40-41, Green Point Ave,
Jamaica, NY-11432	Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-291-2710	**Ph: 718-392-2858**

FAMILY DENTAL

We Do Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ	Elmhurst Location
২৮-৫৭ ঝঃবরহধিু ঝঃৎববঃ,	81-46 Baxter Ave.
অংঃড়ৎরধ, ঘণ	Elmhurst, NY
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ অাব. ঝঃধঃরড়হ	#7 train to 82st. Station.
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০	Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432

Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com

TO 169 STREET

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA

MBA in Accounting

IRS Enrolled Agent

Admitted to Practice before the IRS

IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

ENROLLED AGENT

Office Hours: Monday - Saterday 10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

ব্যাট হাতে আতহার আলীর ঝলক, ব্যর্থ নান্নু

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রীতি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন দেশের সাবেক ক্রিকেটাররা। ম্যাচে ব্যাট হাতে ঝলক দেখান আতহার আলী খান। তবে জাতীয় দলের বর্তমান প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ব্যর্থ। যদিও দুজনই হাসেন জয়ের হাসি। বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারো মিরপুরে মেলা বসেছিল সাবেক ক্রিকেটারদের। দুই শহীদ ক্রিকেটার মুশতাক ও জুয়েলের নামে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গতকাল এক প্রীতি ম্যাচে অংশ নেন সাবেকরা। শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামে শহীদ মুশতাক একাদশ। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান সংগ্রহ করে দলটি।

দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬০ রান আসে আতহার আলীর ব্যাট থেকে। ৫৫ বলে ৭ বাউন্ডারি ও এক ছক্কায় ইনিংসটি সাজান আতহার। এছাড়া খালেদ মাসুদ পাইলট ১৫ বলে খেলেন ৩১ রানের ঝড়ো ইনিংস, শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ ২৪ বলে ২৬, মোহাম্মদ রফিক ১৮ বলে ১৫, জাভেদ ওমর বেলিম ৬ বলে ৬ ও মিনহাজুল আ‡বদিন নান্নু ৪ বলে করেন ৩ রান।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৮ রানে থেমে যায় শহীদ জুয়েল একাদশ। দলের পক্ষে হাবিবুল বাশার সুমন ২৮ বলে অপরাজিত ২৯, মুশফিক বাবু ২৯ বলে ২৭, মাহমুদুল হাসান রানা ৮ বলে অপরাজিত ১৩, সাজ্জাদ আহমেদ ২১ বলে ১১, হান্নান সরকার ১১ বলে ১০, আনোয়ার হোসেন ৯ বলে ৬ ও মেহরাব হোসেন অপি ৮ বলে ২ রান করেন। ম্যাচ শেষে ক্রিকেটারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। পুরস্কার বিতরণীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শপথপাঠেও অংশ নেন ক্রিকেটাররা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

টস : শহীদ জুয়েল একাদশ

শহীদ মুশতাক একাদশ: ২০ ওভারে ১৫০/৫ (আতহার ৬০, পাইলট ৩১*, বিদ্যুৎ ২৬, রফিক ১৫, বেলিম ৬, নান্নু ৩; রানা ২০/২, অপি ২৫/১, বাবু ২৭/১)

শহীদ জুয়েল একাদশ: ২০ ওভারে ১০৮/৬ (বাশার ২৯*, বাবু ২৭, রানা ১৩; তারেক আজিজ ১৪/২, সানোয়ার ২৬/২)

ফল: শহীদ মুশতাক একাদশ ৪২ রানে জয়ী।

কোয়ারেন্টিন বাড়লো টাইগারদের

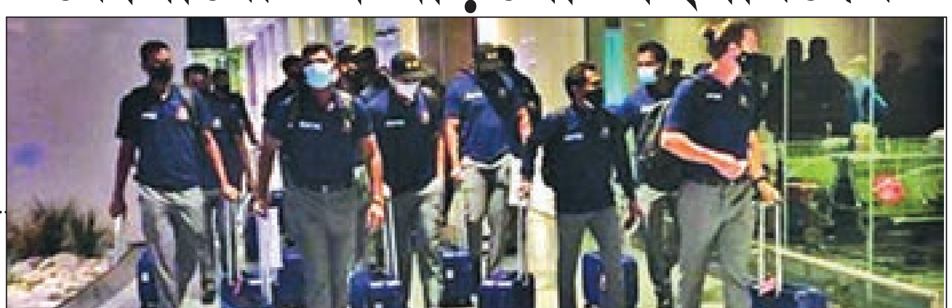

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় সুখবর দিয়েছিলেন বাংলাদেশের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন। জানিয়েছিলেন সর্বশেষ করোনা টেস্টে দলের সবাই নেগেটিভ এসেছেন। কোয়ারেন্টিন সেন্টার ছেড়ে টিম হোটেলে যাওয়ার কথাও ছিল টাইগারদের। তবে সেটি সম্ভব হয়নি। নিউজিল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ দলের সবাইকে আরও তিন দিন রুম কোয়ারেন্টিন পালন করতে হবে।

মূলত করোনায় আক্রান্ত বাংলাদেশের স্পিন কোচ রঙ্গনা হেরাথের সঙ্গে বিমান সফর করায় টাইগারদের আইসোলেশন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন রঙ্গনা হেরাথ। তাছাড়া বিমান সহযাত্রীর করোনা ধরা পড়ায় আইসোলেশনে রাখা হয় অধিনায়ক মুমিনুল হক, মেহেদী হাসান মিরাজসহ দলের ৯ সদস্যকে। এরপর গতকাল সুজন বলেন, 'আজকে (বৃহস্পতিবার) আমাদের কিছু ভালো খবর আছে এখানে। আমরা আশাআল্লাহ সবাই নেগেটিভ এসেছি আজকের রিপোর্টে।'

সুজন বলেছিলেন, 'আমাদের সবাইকে অনুশীলনের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

আমি ও টিম ম্যানেজার নাফিস ইকবাল এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে কীভাবে কী করবো। তো ওরা আজকে আমাদেরকে ইতিবাচক খবর দিয়েছে। প্র্যাকটিসেও গিয়েছিলাম আমরা, তবে বৃষ্টির কারণে অনুশীলন সম্ভব হয়নি। এখন আমাদের জিম সেশন হবে।'

Ôiµবার আমরা এখান থেকে বের হয়ে আইসোলেশনে চলে যাবো অন্য একটা হোটেলে। যারা ইয়োলো ব্যান্ড ছিল তারা ২০ তারিখ পর্যন্ত এখানে থাকবে। কালকে (আজ) থেকে তারা জিম ব্যবহার করতে পারবে। পরে ২১ তারিখ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।'

'ক্রিকেটারদের সাহায্য করতে চাই, তবে প্রস্তাব পাইনি'

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : ক্রিকেটের মানুষ তিনি। জাতীয় দল থেকে অবসরে গেলেও ক্রিকেটারদের নিয়ে সব সময় ভাবেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। তাদের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করতে চান। গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেছিলেন, মাশরাফি চাইলে তাকে বোর্ডে সম্পৃক্ত করবে বিসিবি। তবে দে‡শর একটি সংবাদ সংস্থাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মাশরাফি বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব পাননি তিনি। আর জাতীয় দলের চাইতে তৃণমূল নিয়ে আগ্রহ বেশি মাশরাফির। তিনি মনে করেন, কাজ করার সুযোগ বেশি থাকে এ পর্যায়েই।

দীর্ঘদিন অধিনায়কের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন মাশরাফি। তার নেতৃত্বেই সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ওয়ানডে বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেমিফাইনাল, প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক ট্রফি জয় সবই মাশরাফির হাত ধরে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে এক সুতোয় গেঁথে রেখেছিলেন তিনি। মাশরাফির বিদায়ের পর ড্রেসিংরুমে পূর্বের সেই অবস্থা নেই। বোর্ডের সঙ্গে খেলোয়াড়দের মানসিক দূরত্বের গুঞ্জন, ড্রেসিংরুমে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। ঘরে বাইরে কোথাও ছন্দে নেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও। অনেকেই মনে করেন মাশরাফির মতো কেউ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলে ক্রিকেটারদের সমস্যাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এসবের ভেতরেই বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন গণমাধ্যমকে বলেন, 'মাশরাফি চাইলে তার দুয়ার খোলা।' এতে প্রশ্ন উঠেছে, বিসিবি কি মাশরাফিকে কোনো দায়িত্বে আনতে চাইছে? মাশরাফি বিষয়টি ব্যাখা করেছেন এভাবে, 'দুয়ার খোলা বা বন্ধ নিয়ে কোনো কথা হয়নি। এটাই সত্যি কথা। পাপন ভাইয়ের সঙ্গে যতটা কথা হয়েছে... যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে, সেটা গোপনই রাখা উচিত। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সম্পর্কিত কিছু আলোচনা হয়নি। সুনির্দিষ্ট বা আলাদা করে বলার মতো কিছু হয়নি। একেবারে কমন জিনিস। গভীর কিছু না। বাংলাদেশ ক্রিকেটে আমার ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়নি।'

সাক্ষাতকারে মাশরাফি আরেকটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন যে, জাতীয় দল নিয়ে কাজ করার কথা নিজ থেকে কখনোই বোর্ডকে বলবেন না তিনি। মাশরাফি বলেন, 'সত্যি বলতে আমি এমন একটা প্ল্যাটফর্মে আছি, আমি তো বলতে পারবো না কিছু। ক্রিকেট বোর্ড চিন্তা করবে তারা আমাকে কোথায় কাজে লাগাতে চায়। জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করাকে আমি কখনোই প্রাধান্য দেই না। আমার কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করার জায়গা নেই বলেই মনে করি আমি। তারপরেও যদি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব দেয়া হয় অবশ্যই বিবেচনা করবো।'

মাশরাফি মনে করেন, জাতীয় দলের বাইরে কাজ করার জায়গা বেশি এবং সেদিকটাতেই বেশি নজর দেয়া উচিত। তিনি বলেন, 'অনেক জায়গা আছে (জাতীয় দলের বাইরে)। অনেক কাজ করার আছে। জাতীয় দল নিয়ে কাজ করার জায়গা নেই, আমরা ভুল ধারণা নিয়ে দৌড়াচ্ছি। একটা উদাহরণ দিই: জয় (মাহমুদুল হাসান), এসে ওপেন করছে টেস্ট ক্রিকেটে। এর আগেই তো ওকে নিয়ে অনেক কাজ করার ছিল। সে যেন প্রস্তুত হয়ে টেস্টে নামে। এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাইফ হাসানকে টি-টোয়েন্টিতে নামানো হলো, সে প্রস্তুত কিনা... এসব নিয়ে কাজ করার ছিল। জাতীয় দল হলো সর্বশেষ পর্যায়, প্রস্তুত হয়ে সেখানে খেলবে ক্রি‡কটাররা। ওটা হলো ক্যান্সারের ফোর্থ স্টেজের মতো। ওখানে ক্রিকেটাররা হয় বাঁচবে অথবা মরবে। এর আগের স্টেজে কাজ করার সুযোগ আছে অনেক। কাজ যদি করতে চাই সেটার সুযোগ নিচের সারিতেই। জাতীয় দলে অতটা সুযোগ নাই।'

পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ স্থগিত

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : করোনাভাইরাসের জেরে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজটি স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল শুরুর কথা থাকলেও ক্যারিবিয়ান শিবিরে ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের কারণে জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে তিন ম্যাচের সিরিজটি। বৃহস্পতিবার রাতে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়।

এক যৌথ বিবৃতিতে পিসিবি ও সিডব্লিউআই জানিয়েছে, 'বৃহস্পতিবার সকালে পিসিবির কোভিড-১৯ প্রটোকল হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি ১৫ ক্রিকেটার এবং ৬ সাপোর্ট স্টাফের র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে।

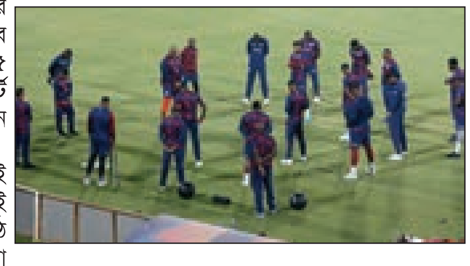

‡যখানে সবগুলো রেজাল্টই নেগেটিভ এসেছে। এ কারণেই তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি মাঠে গড়ানোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। তবে দুই দলের আলোচনার ভিত্তিতে, দলে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) যেহেতু পর্যাপ্ত ক্রিকেটার নেই, সে কারণে ওয়ানডে সিরিজটি ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।' বিশ্বকাপ সুপার লীগের অন্তর্ভূক্ত বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাতে নিজেদের সেরা দলটি নিয়ে খেলতে পারে, সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পাকিস্তান সফরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে ম্যাচ ভেন্যু করাচি পৌঁছেই উইন্ডিজ শিবিরের তিনজন করোনা পরীক্ষায় পজেটিভ আসেন। আর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আরও পাঁচ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হন।

গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টির লড়াইয়ে নামার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের করোনা পরীক্ষা করা হয়। আক্রান্তদের মধ্যে দুজন স্টাফ ও তিনজন ক্রিকেটার।

পাকিস্তান সফরে এ নিয়ে ছয়জন ক্যারিবীয় ক্রিকেটার এবং মোট আটজন করোনায় আক্রান্ত হন। নতুন করে আক্রান্ত ক্রিকেটাররা হলেন শেই হোপ, আকিল হোসেন ও জাস্টিন গ্রেভস।

সিরিজ শুরুর আগেই পিসিআর টেস্টে করোনা ধরা পড়ে বাঁহাতি পেসার শেল্ডন কটরেল, ব্যাটার রস্টন চেজ ও কাইল মেয়ার্সের।

সর্বশেষ পিসিআর টেস্টে যারা নেগেটিভ এসেছেন তাদের গতকালই পাকিস্তান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। তবে যারা এরইমধ্যে পজেটিভ হয়েছেন, তাদেরকে আইসোলেশনের মেয়াদ শেষ করে ফিরতে হবে দেশে। তবে বড়দিন যাতে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারে, সে ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

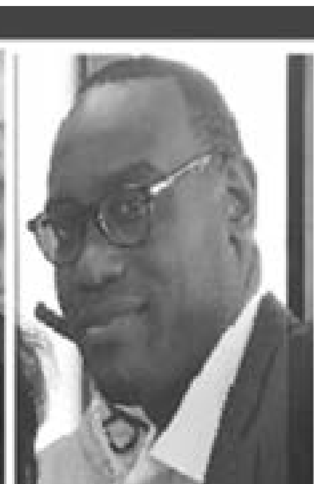

LAW OFFICE

এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল, ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজুরী।

Rafi : 917-432-7458

বর্ণিল আয়োজনে সম্মিলিত ব্রঙ্কসবাসীর বিজয় দিবস উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ণিল আয়োজনে সম্মিলিত ব্রঙ্কসবাসী বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপর করেছে। গত ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির অন্যতম বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকার গোল্ডেন প্যালেস পার্টি সেন্টারে ঐদিন সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা, স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রভৃতি। অনুষ্ঠান চলে রাত ১১টা পর্যন্ত।

বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক কাওসারুজ্জাম কয়েছের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদক প্রাপ্ত, লেখক ও বিজ্ঞানী, নিউজার্সী রাজ্যের প্লেইন্স বরোর কাউন্সিলম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরন নবী। গেস্ট অব অনার ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যারীনেস রেইস।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে ড. আব্দুল বাতেন, মেজর (অব.) মনজুর আহমেদ, শরাফ সরকার, মনজুর আহমেদ, আবুল মনসুর, আবু কায়সার চিশতি, রবীন্দ্র নাথ গোপ, মুন্সী বসির উদ্দিন, ফজলুর রহমান চৌধুরী ও মোস্তফা আহমেদ ভূইয়া, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, উদযাপন কমিটির উপদেষ্টা আলমাস আলী, যুগ্ম আহবায়ক কামরুজ্জামান বাবু, এমবি তুষার, মোঃ খলিলুর রহমান ও মোঃ সামাদ মিয়া জাকের, কোষাধ্যক্ষ বিলাল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব কাজী রবিউজ্জামান, মিয়া মোহাম্মাদ দাউদ, নুরুল ইসলাম ও জুয়েল আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বোর্ড অব ট্রাষ্টি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মেহের চৌধুরী, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নূরুল আহিয়া, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বাছির খান, জুনেদ চৌধুরী, মাহবুব আলম, মো. খবির উদ্দিন ভূইয়া, রেজা আবদুল্লাহ স্বপন, বোরহান উদ্দিন প্রমুখ।

নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন নাহার নিম্মি, বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ এ ইসলাম মামুন, যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মাদ শামীম মিয়া ও যুগ্ম সদস্য সচিব শেখ জামাল হুসেইন যৌথভাবে পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করার পর শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যারীনেস রেইস আয়োজক কমিটির কর্মকর্তাদের সাইটেমন প্রদান করেন। এসময় বেশ ক'জন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাকে ক্রেষ্ট প্রদান করে সম্মাননা জানান হয়। পরবর্তীতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু-কিশোরদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের গৌরবজ্জ্বোল ইতিহাস জানানোর উপর গুরুত্ত্বারোপ কওে বলেন, তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলে তারাই আমেরিকার বিভিন্ন ইভেন্টে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে। বয়ে আনবে বাংলাদেশের জন্য গৌরব ও সম্মান। বক্তারা দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের-কে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে অভিহিত করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। এজন্য পুরো জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অনুষ্ঠানে সম্মাননা পাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা আবেগ-আপ্লত হয়ে এমন আয়োজনের জন্য আয়োজকদের প্রতি কৃ তজ্ঞতা জানান। তারা সংক্ষেপে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃ তিচারণ করে বলেন, সুদুর প্রবাসেও মুক্তিযোদ্ধাদের এমন সম্মাননা জানানোর অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। এই সম্মান জাতিরর সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরই সম্মান। সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণা তিথি, শাহ মাহবুব, তনিমা হাদী, জনি প্রমুখ। এছাড়াও বাফার নতুন প্রজন্মের শিল্পী মায়া এঞ্জেলিকার নৃত্য পরিবেশন করে। নিউইয়র্কের নানা শ্রেণী ও পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

উইঘুর নির্যাতনে চীনের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : চীনের উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নজরদারির নামে নিপীড়নের অভিযোগে দেশটির একটি জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ওই চীনা প্রতিষ্ঠানের ওপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ। খবর আরব নিউজের।

এর আওতায় মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ একাডেমি অব মিলিটারি মেডিকেল সায়েন্সেস ও এর ১১ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠীর দাবি, ১০ লাখের বেশি সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমকে জিনজিয়াংয়ের বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হয়েছে। এর আগে ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (ওএফএসি) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে মিলে বিভিন্ন দেশের ১৫ ব্যক্তি ও ১০ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর মধ্যে সেন্সটাইম গ্রুপ লিমিটেড নামে এক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। নতুন করে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ করে তুলবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা বলেন, নজরদারিতে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে মার্কিন প্রশাসনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চীনের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছেন দেব!

(শেষের পাতার পর)

জনপ্রিয় অভিনেতা দেব! তার মতে, যত না বিয়ে হচ্ছে, তার থেকে বিচ্ছেদের সংখ্যা বেশি! তাই নিজের দীর্ঘদিনের প্রেমিকা রুক্মিণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চাচ্ছেন না তিনি।

সম্প্রতি ভারতীয় এক গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে এম-নটাই বলেছেন দেব। তিনি বলেন, 'যে হারে বিয়ে ভাঙছে, তাতে বিয়ে করার চেয়ে ভালো থাকাটাই বেশি জরুরি। বিয়ে তো চাইলে যেকোনো দিন করতেই পারি। অনুষ্ঠানে কাছের মানুষদের ডেকে খাওয়াবও। এত ধুমধামের সেই বিয়ে যদি ১০ দিনও না টেকে! তখন!'

তাহলে কী তিনি সম্পর্কের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন? এমন প্রশ্নে তিনি আরও বলেন, 'আমি বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী। কিন্তু এখনি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে মান-সিকভাবে আমি প্রস্তুত নই। কারণ আমার সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। তাছাড়া রুক্মিণীও সবে কাজ শুরু করেছে। আমি এত তাড়াতাড়ি ওর কাজে বাঁধা হতেও চাই না।' তার এমন কথায় অনেকেই মনে করছেন আপাতত তারা এভাবেই থাকতে চান।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৩

(শেষের পাতার পর)

বের হলাম। ঠিক ৩টায় পৌছলাম, ভেবেছিলাম সেন্টাল পার্কে একটু ঘুরব। কিন্তু প্রচন্ডরকম ঠান্ডা হাওয়া তাছাড়া খিদেও লেগেছিল। ওখানে পৌছে মনে হল সেই সকালে নাস্তা খাওয়ার পর আর কিছুই খাওয়া হয়নি।

কি খাব চিন্তা করতে করতে কার্টগুলোর কাছে গেলাম। সাধারণত বাইরে চা কফি খাই না, খুব ভালো না হলে। কিন্তু এতই ঠান্ডা লাগছিল যে বাধ্য হয়ে ছোট একটা লাতে নিলাম, ৪ ডলার পানিতে গেল, একটুও ভালো লাগল না।

পাশেই আইসক্রিমের গাড়ি, এত ঠান্ডা, মেঘলা দিন, সাথে প্রচন্ড বাতাস তাও দেখি অনেকেই আইসক্রিম খাচ্ছেন। একটা ইউরোপীয়ান পর্যটক কাপল একটা আইসক্রিম ভাগাভাগি করে খাচ্ছেন, ছেলেটা মেয়েটাকে চামচে করে মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছিল। কী অভুতপূর্ব দৃশ্য, হয়তো অস্বাভাবিক বা নতুন কিছু না কিন্তু তাও মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। পাশেই গান করছিল, দু'জন কৃষাঙ্গ, দুই দিকে। একজন এ্যাপল স্টোরের সামনে চমৎকার গিটার বাজিয়ে গান করছিল। তার নাম জেমস না কি যেন ভুলে গেছি। খুব হাসিখুশি মানুষ, কিছুক্ষণ তার সাথে কথা হল। কোন একটা ক্লাবে গান করে তার কার্ড দিল।

আরেকজন গ্র্যান্ড আর্মী প্লাজার সামনে বেহালা বাজিয়ে গান করছিল, অসাধারণ। ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরাঘুরি করি ছবি তুলি কিন্তু যে কাজে গিয়েছিলাম সে কাজের সময় হয়ে গেল বলে সেদিন আর হল না।

একজন রিক্সা ড্রাইভারের সাথে কথা হল, ৫০ ডলার প্রতি ঘন্টা, পার্কে ঘুরিয়ে দেখাবে। কোন একদিন হয়তো নিউইয়র্কের রিক্সায় চড়ব ইনশাআল্লাহ।

ফেরার পথে একটা রেস্টুরেন্টের আউটডোর চোখে পড়ল, বেশ রোমান্টিক একটা আবহ যদিও তেমন কোন লোকজন ছিল না, কেবল একটা অংশে একা একটা লোক বসেছিল, হয়তো অপেক্ষায় ছিল খুব প্রিয় কারো জন্য।

বেশিরভাগ মানুষেরই সারাজীবন কেবল অপেক্ষায় কেটে যায়। কেউ কেউ খুব ভুল মানুষের জন্য অপেক্ষা করে। যখন বুঝতে পারে, ততক্ষণে অনেক অনেক দেরি হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় ফেরার পথ। আফসোস জীবনে রি-ওয়াইন্ড বা ফরোয়ার্ড বাটন নেই।

যাইহোক ফিরতি পথে ট্রেনে এক বাচ্চা নিয়ে স্প্যানিশ এক মহিলা, ছেলে বাচ্চাটা অনেক দুষ্টামি করছিল। বার বার ট্রেনের সিটে বসা মায়ের ঘাড়ের উপর উঠার চেষ্টা করতে করতে পড়েই গেল। ব্যাথা পেয়ে ভীষণ কান্নাকাটি জুড়ে দিল। একটু দ্বিধা নিয়ে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিচ্ছুক্ষণ পর সে আমার চোখে চোখ পড়তেই আমি হাসি দিলাম। সে প্রথমে থমকে দিতে তাকিয়ে রইল। পরে বেশ কিচ্ছুক্ষণ চোখে চোখে হাসাহাসি খেলার পর সে কান্না থামিয়ে আমাকে একটা পূর্ণ হাসি দিল।

আহা নিস্পাপ শিশুদের নির্মল হাসি কি যে এক অনাবিল আনন্দ আর শান্তি এনে দেয় মনে প্রাণে। এক লহমায় যেন সব ক্লান্তি আর অসুস্থতা উবে গেল। তার মায়ের অনুমতি নিয়ে তাকে কাছে ডেকে বেশ কতক্ষণ গল্প করলাম।

সুখের সময় যেমন ক্ষণস্থায়ী আর কষ্টগুলো চিরকালের, তেমনি দেখতে দেখতে পথ ফুরিয়ে এলো। মা ছেলে দুজনকে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদেয় নিলাম। সেও আমায় গ্রাসিয়েস (ধন্যবাদ) জানাল এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি, স্প্যানিশরা অনেক মিশুক। ভাষার প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বে তাদের সাথে ভালোই কথা বার্তা বলতে পারি।

এর কয়েকদিন আগে সকালে অফিসে যাবার সময় এক কৃষাঙ্গ মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন বা ফিরছিলেন। স্কুল বয় বেশ কিউট, ছোট ছোট বেনি করা, বেশ চঞ্চল। নিউইয়র্কের সাবওয়েতে হাত পাতার লোকের অভাব নেই। এত সুন্দর করে, মিনতি করে সাহায্য চাইবে নতুন কেউ এলে তারা অবাক হবে, মায়াও লাগবে। যদিও আমার কিছুই লাগে না।

তো প্রায়ই একটা লোক হাতে একটা কমলা নিয়ে বলবে, আমি ভিক্ষে চাই না, কেউ এই কমলটা কিনে আমাকে কিছু পয়সা দিন। কেউই তার কাছ থেকে কমলাটা কিনে না। খুবই কম একজন হয়তো কিছু কয়েন থাকলে দেয়।

তো সেদিন সেই বাচ্চাটা সেই কমলাটা কেনার বায়না ধরল। তার মা বেশ সুন্দর করে বললেন তার কাছে কোন টাকা নেই। কিন্তু বাচ্চাটা বেশ স্মার্ট, মাকে বলে কি না, কেন সাথে করে টাকা নিয়ে আসে না! পরে সে ট্রেনের এক সিটে বসে অন্য সিটে কনুই ভাঁজ করে সেই হাতের উপর বড়দের মতো শোয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সিট পিচ্ছিল বলে সে সেই আরামটা পাচ্ছিল না কিন্তু তার অধ্যাবসায় দেখে আমি রীতিমতো মুগ্ধ। কারণ সে বারবার চেষ্টা করেই যাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে খেয়াল করল যে আমি তাকে দেখছি। তখন একটুখানি থমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসল।

আমি যথারীতি তাকে একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিলাম। চঞ্চল হলেও মিষ্টি চেহারা, বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়া। সে প্রথমে একটু ভাব ধরে রইল। আমি একটু পর পর তার দিকে তাকিয়ে হাসি উপহার দিচ্ছিলাম। সে সারাক্ষণই আড়চোখে আমায় দেখছিল। ওমা মাঝপথে মায়ের সাথে নেমে যাওয়ার সময় সে কি না আমাকে চোখ টিপ দিল!! উরিবাবা, এ তো দেখি বড় হলে সেই লেভেলের প্লে বয় হবে! কথায় আছে না,'মর্নিং শো দ্যা ডে'।

আমার দেশান্তরী জীবনের

(শেষের পাতার পর)

রচনার বিষয়বস্তু বেশীরভাগ মানুষেরই মেলে না। আমারও মেলেনি। তাছাড়া আমি ছিলাম রীতিমতো সৃষ্টিছাড়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতির মতো রাজকীয় বিষয় নিয়ে পড়া শেষ করে সহপাঠিরা যখন অধ্যাপক কিংবা গবেষক, তখন আমি মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো ক্রীড়া সাংবাদিক। পেশা যখন নেশায় পরিণত হয়, সাফল্য এক সময় ধরা দেয়। আমারও দিয়েছিল। কিন্তু এক সময় জীবন আমাকে থমকে দিল, সবকিছু গুটিয়ে চলে এলাম আটলান্টিকের ওপাড়ে।

যে মানুষের কাছে পুরান ঢাকা ছিল পৃথিবী, সে তো দূরদেশে এসে হাবুডুবু খাবেই। সঙ্গী ছিল আজন্ম বি-ষণ্ণতা। তখন মনে হতো সুমন চট্টোপাধ্যায় বুঝি গানটা আমার জন্যেই গেয়েছিলেন-

'গোছানোর কথা ছিল এমনই সময়
সব অগোছালো কথা জমা নীরবতা
যত ভাব ভুলে যাবে যা ছিল বেদনা
যতই ভুলোনা যতই বোঝনা
দেখ হঠাৎ ফেরারী কোন স্মৃতি কাঁদাবে।
যত দূরে দূরে দূরে যাবে বন্ধু'

শিকড় উপড়ে আসা সহজ নয়। পরিবর্তনকে সবাই মেনে নিতে পারে না। আজন্ম বোকা মানুষ আমি, বরাবরই পরিবর্তনের বিপক্ষে। সৃষ্টিকর্তা হয়তো আমার প্রতি অত নিষ্ঠুর হতে পারেননি বলে দেশান্তরী জীবনের প্রথম ঠিকানা হল 'জ্যাকসন হাইটস'। ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, এখানে বাঙালী কমিউনিটি নির্ভর একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নিয়মিত। এমনকি টিভি চ্যানেলও আছে। ২০১৪ সালে নিউইয়র্ক আসার বছরে যাত্রা শুরু হল টাইম টিভির। বাংলা পত্রিকা আগে থেকে ছিল। প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল ইলেকট্রনিক্স মি-ডিয়া। প্রথম যেবার এস্টোরিয়ায় টাইম টিভি ভবনে গেলাম, চেনা-অচেনা মিডিয়া কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হল, মনে মনে হৈমন্তী গল্পের মতো অনুভূত হল- 'আমি পাই-লাম, আমি তাহাকে পাইলাম।'

চেনা সুর, চেনা গন্ধ, চেনা পরিবেশ ফিরিয়ে দিল যেন টাইম টিভি'র সেই ভবন। তারপর কেটে গেছে সাত বছরের বেশী সময়। নাজিম হেকমতের কবিতার ভাষায়, পৃথিবীর জন্য হয়ত অনুমাত্র কাল, কিন্তু আমার জীবনের সাড়ে সাত কিংবা প্রায় আট বছর। যতবারই সূর্যকে প্রদক্ষীণ করেছে পৃথিবী, নতুন নতুন অর্জন-বিয়োজন হয়েছে জীবন থেকে। অর্থনীতিতে মাস্টার্স করে ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়া সেই মানুষ এখন নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলের শিক্ষক। যে বয়সে আমার মা মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বয়সে এসে শুরু করেছি নতুন পেশা, নতুন জীবন, নতুন সবকিছু।

পেশা যাই হোক, বার বার ফিরে যাই পুরনো মঞ্চে, ফেলে আসা জীবনের মেঠো পথে। যে পথের গন্ধ পাই টাইম টিভি ভবনে গেলে। বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি উভয়ই সব ধরনের দুর্নীতি-অনিয়ম, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সতত সোচ্চার। হাসি কান্নার হীরা পান্নার মতো আমেরিকার বাঙালী কমিউনিটির ছোট-বড় প্রাপ্তির কথা তুলে ধরে। আমার দৃষ্টিতে টাইম টিভি'র রয়েছে আন্তর্জাতিক চেতনা, আছে নারী অধিকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। আমার দেশান্তরী জীবনের সম বয়সী এই টিভি আর বাংলা পত্রিকা'র জন্য রইল নিখাদ ভালোবাসা ও শুভকামনা।

শ্রীলঙ্কাকে ১২ গোল দিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

হারিয়ে গ্রুপ সেরা হয়। এই খেলায় হ্যাটট্রিক করেছেন আফিদা খাতুন ও শাহেদ আক্তার রিপা। জোড়া গোল করেছেন রিতুপর্ণা চাকমা। একটি করে গোল করেছেন আঁখি খাতুন, আনুচিং মগিনি, উন্নতি খাতুন ও স্বপ্না রানী। আগামী বুধবার ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল খেলবে বাংলাদেশ। চার ম্যাচে বাংলাদেশের ১১ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ভারতের পয়েন্ট ৯।

বাংলাদেশ চেয়েছিল তারা লড়াই করে ফাইনালের টিকিট আদায় করে নেবে। সেটাই হয়েছে। কারণ গ্রুপ সেরা হওয়ার লড়াইয়ে নেপাল, ভারতও ছিল। দারুণ খেলে নেপাল বিদায় নিয়েছে। হিমালয়ের কন্যারা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে এবার কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বাংলাদেশের বিপক্ষে গোল শূন্য ড্র হওয়ার পর শ্রীলঙ্কাকে ৬-০তে উড়িয়ে দিয়েছিল।

বিদায়ের পথে ছিল শক্তিশালী দল ভারত। সেই ভারত বাঁচা মরার লড়াইয়ে ১-০ গোলে নেপালকে হারিয়ে ফাইনালে উঠছে।

জয়ের সুবাস পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া: এদিকে বিকালে কমলা-পুর স্টেডিয়ামে ভারত-নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ। এই ম্যাচে ভারত হেরে গেলে বাংলাদেশ নেপাল ফাইনাল খেলার সুযোগ পেত। ভারত মরণ কামড় দিয়েছে নেপালের কাছ থেকে ৩ পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে ফাইনালের টিকিট তুলে নেয়। যে কারণে একই মাঠে পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ের টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমে সাফের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছে কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটনের দল।

শ্রীলঙ্কা টানা তিন ম্যাচ হেরে আগেই বিদায় ঘন্টা শুনেছে। রোববার রিতু, মার্জিয়া, আনচিং, রিপা, নিলা, মনিকা, আঁখিদের গড়া শক্তিশালী একাদশ শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ছেলে খেলা করেছে। শ্রীলঙ্কা জালে ১২ বার পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। গ্যালারিতে শীতের রাতে গ্যালারিতে অনেক নারী তাদের বাচ্চাদের নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন। গোল উৎসবে তারাও যেন আনন্দ উৎসব করলেন। একের পর এক গোল আর গ্যালারির দর্শক আনন্দে মাতোয়ারা।

ইসলামে দেশপ্রেম ও স্বদেশ চেতনা

(শেষের পাতার পর)

কামনা তার সহজাত বিষয়। দেশীয় সংস্কৃতি লালন, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সচেতন থাকা, দেশ ও গণমানুষের শত্রুদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা দেশপ্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত।

ইসলামে দেশপ্রেমের গুরুত্ব: ভালোবাসার শক্তি অসীম ও পরাক্রম। ভালোবাসা যেভাবে মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহস জোগায়, তেমনি ভালোবাসা মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে সাহসী করে তোলে। অনুরূপ দেশপ্রেম না থাকলে ব্যাহত হয় দেশের অগ্রযাত্রা। অচল হয়ে পড়ে দেশের সাফল্য ও সমৃদ্ধির চাকা। কোনো ভূখন্ডের প্রতি ভালোবাসা, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সব ধরনের সামরিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে অগণিত মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে যে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ আমরা পেয়েছি, তার মূলেও আছে মুক্তিকামী জনতার নিখাদ দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ। যার কাঙ্খিত পরিণতিতে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আল কোরআনে স্বদেশ চেতনা: মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে এককেটি অঞ্চলে দ্বিনের দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মুসা (আ.)-এর জাতি ও দেশ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো, যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল–হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছিলেন এবং তোমাদের রাজত্বের অধিকারী করেছিলেন। আর বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি প্রদান করেননি, তা তোমাদের দিয়েছেন।' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ২০)

অনুরূপভাবে নুহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবু কি তোমরা সাবধান হবে না।' (সুরা মুমিন, আয়াত : ২৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪)

উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে 'কাওমিহি' বা 'স্বজাতি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা দেশ, দেশের মানুষ, দেশের ভাষা ও নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে কাউকে নিজ দেশ ও মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করা ইসলামের চোখে খুব গর্হিত অপরাধ। তাই মক্কার কাফির কর্তৃক স্বদেশভূমি মক্কা থেকে রাসুল (সা.)-কে বিতাড়নের চেষ্টাকে কোরআনে ষড়যন্ত্র ও অন্যায় হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দি করার জন্য, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৩০)

মাতৃভূমির প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা: পবিত্র মক্কা শরিফ থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে রাসুল (সা.) বলেছিলেন, 'ভূখন্ড হিসেবে তুমি কতই না উত্তম, আমার কাছে তুমি কতই না প্রিয়। যদি আমার স্বজাতি আমাকে বের করে না দিত, তবে কিছুতেই আমি অন্যত্র বসবাস করতাম না।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৯২৬)

অন্য হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ বিন আদি বিন হারাম (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে খাজওয়ারা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সেখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! (হে মক্কা) আল্লাহর জমিনে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ...যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে বের করে দেওয়া না হতো, তবে আমি তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও যেতাম না।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৯২৫)

এ আবেগময় বেদনাকাতর অভিব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্য হাদিসে আনাস (রা.) বলেন, 'আমি খায়বর অভিযানে খাদেম হিসেবে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে গেলাম। অভিযান শেষে রাসুল (সা.) যখন ফিরে এলেন, উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বলেন, 'এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আ-মরাও একে ভালোবাসি।' (বুখারি, হাদিস : ২৮৮৯)

হিজরত করে মদিনায় গমন করার পর রাসুল (সা.) প্রায়ই মক্কায় ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'যিনি তোমার জন্য কোর-আনকে (জীবন) বিধান বানিয়েছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই তোমার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৮৫)

রাসুল (সা.)-এর সাহাবিরাও নিজ দেশকে খুবই ভালোবাসতেন। হিজরতের পর মদিনায় আবু বকর (রা.) ও বেলাল (রা.) জ্বরাক্রান্ত হলেন, অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের মনে স্বদেশভূমি মক্কার স্মৃতিচিহ্ন জেগে উঠল। তাঁরা জন্মভূমি মক্কার দৃশ্যাবলি স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। তাঁদের এ অবস্থা দেখে রাসুল (সা.) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, আমরা মক্কাকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা মদিনার প্রতি আমাদের অন্তরে দান করুন।' (বুখারি, হাদিস : ৬৩৭২)

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ধর্ম-বর্ণ ও দল-মত-নির্বিশেষে ইস্পাতকঠিন ঐক্য ও অনন্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তানী হানাদারদের কবল থেকে যাঁরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে যাঁরা আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিলেন, হৃদয়ের গহিন থেকে তাঁদের জানাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file
IRS e-file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
الاتحاد ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০, ৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com
যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Board certified in Internal Medicine

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm
Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

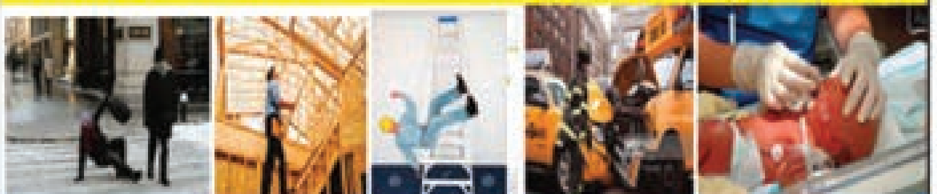

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।

BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়

DR. WALI KHAN
D.D.S.

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

SWM
SABOOR WAIZUN MEDICAL

WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি
ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।

যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

বাংলা প্রেসক্লাব মিশিগানের বিজয় দিবস উদযাপন

মিশিগান থেকে বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলা প্রেসক্লাব মিশিগান এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। শনিবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ওয়ারেন সিটির বিসমিল্লাহ কাবাব এন্ড কারিতে প্রেসক্লাব সভাপতি হেলাল উদ্দীন রানার সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস। এতে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ আশিক রহমান, সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক শফিক রহমান প্রমুখ।

শেষে সকল একাত্তুরের শহীদদের আত্মার বিদেহী মাগফেরাত কামনা ও জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ূ ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মিশিগান প্রেসক্লাবের অভিনন্দনঃ সদ্য সম্পন্ন হওয়া নি-উইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নির্বাচনে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকালের বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় বাংলা প্রেসক্লাব মিশিগান-এর পক্ষ থেকে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলাল উদ্দীন রানা ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস এক যৌথ বিবৃতিতে নব-নির্বাচিতদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁদের নেতৃত্বে উত্তর আমেরিকার মিডিয়া আরো শক্তিশালী হবে। তারা আমেরিকায় সাংবাদিকদের স্বার্থ সংরক্ষন ও পেশার মানউন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন বলে বিবৃতিতে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন:
267-992-3201
Park Realty of Western New York
155 Summer St Buffalo, NY 14222

Income Taxes & Immigration
আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।
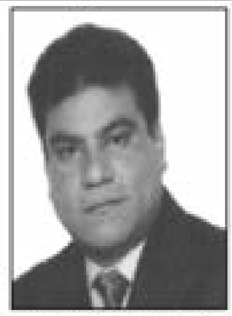
নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।
Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com
RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl, #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276
আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা, ভিসার ফরম, এফিডেভিট অব সাপোর্ট, ভিসা পরীক্ষার সিটিজেনশীপ, এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন, রিএন্ট্রি পারমিট, ভিজিটর, এসাইলাম, গ্রীনকার্ড রিনিউ
AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider
ইনকাম ট্যাক্সঃ ব্যক্তিগত ও ব্যবসা, ট্যাক্সি ক্যাব ও ক্ষুদ্র ব্যবসা, পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন, সেলস এন্ড সেলস ট্যাক্স, ব্যবসা সেটআপ, কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning & Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.
Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১: প্লেইন পোলাও, চিকেন রোস্ট, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $ 7.00
প্যাকেজ-২: প্লেইন পোলাও, চিকেন রোস্ট, সামি কাবাব, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $ 8.00
প্যাকেজ-৩: প্লেইন পোলাও, চিকেন রোস্ট, গোট অথবা বিফ কারি, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $10.00
প্যাকেজ-৪: মটর পোলাও, চিকেন রোস্ট, সামি কাবাব, গোট অথবা বিফ কারি, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূতি অনুষ্ঠান আজ

(প্রথম পাতার পর)

সোমবার (২০ ডিসেম্বর)। বিগত ২৬ বছর ধরে বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রতি সোমবার এবং টাইম টেলিভিশন সপ্তম বছর পেরিয়ে অষ্টম বছরে পদার্পণ করেছে।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ তাজমহল পার্টি হলে বাংলা পত্রিকা-টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান শুরু হবে এদিন সন্ধ্যা ৬টায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য হেকিম জাফরী। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে উদ্বোধনী পর্ব, সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে অ্যাওয়ার্ড/সম্মাণনা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। অনুষ্ঠানটি টাইম টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের জানান, করোনা পরিস্থিতির কারণে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করতে হয়েছে। ফলে আমন্ত্রণও সীমিত রাখতে হয়েছে। এজন্য তিনি দু:খ প্রকাশ এবং কমিউনিটির সবার সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশ-এর চলার পথে কমিউনিটি পাশে থাকায় তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

কুইন্স বরো হলের

(শেষের পাতার পর)

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সহ মূলধারার রাজনীতিকরা বক্তব্য রাখেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো হল অর্থাৎ বরো প্রেসিডেন্টের অফিস ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড সহ ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনেফার রাজকুমার, নিউইয়র্ক সিটির নব নির্বাচিত কাউন্সিলওম্যান নাতাশা উইলিয়াম ও স্যান্ডার, কুইন্স কাউন্টির নবনির্বাচিত জাজ এটর্ণী সোমা সাঈদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী সহ বাংলাদেশী কমিউনটির মাজেদা উদ্দিন, ফাহাদ সোলায়মান, মোহাম্মদ আলী, মনিকা রায়, মেরী জোবায়দা, মিজান চৌধুরী, জাকির এইচ চৌধুরী, রোকেয়া আক্তার সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority

Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

আবশ্যক
এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়
জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক
ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি
গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি
ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক
এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬
ন-২২/২৯

আবশ্যক
হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

আবশ্যক
টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

সোফা বিক্রি
উডসাইড এলাকার বাসা বদলের প্রেক্ষিতে একটি বড় সোফা বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৮৬-৪৫৭৭
ডি-১৩/২০

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

আবশ্যক
এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পার্সন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩
ডি-১৩/২০

রুম ভাড়া
সানিসাইডের ৪৪ স্ট্রীট-এ সেভেন ট্রেন এর ৪৬ ষ্ট্রীট ষ্টেশন থেকে দুই মিনিটের দূরত্ব) একটা বড় রুম শুধুমাত্র একজন অধুমপায়ী ও কর্মজীবি'র কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯
ডি-১৩/২০

বাসা ভাড়া
ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়
ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact #
934-234-7361

সেমিবেসমেন্টভাড়া
ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

রুম ভাড়া
ব্রঙ্কস কেসেলহিল সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট রুম ভাড়া ও রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

বাড়ী ভাড়া
ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯
ন-০১/০৮

আবশ্যক
ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

কাউন্টার পারসন আবশ্যক
এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউ এ অবস্থিত একটি রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পারসন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ২৯-০৬, ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬।
ফোনঃ ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়
টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE
1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান
আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই
New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

“মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শই মানবতার মুক্তির পথ”

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত “ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাহ কনভেনশন ২০২১” এ বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় আলোচনা পর্ব, কেরাত গজল সহ সীরাত সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয় । এবারের সম্মেলনের মূল থীম ছিলো “মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক” এবং এবারের শ্লোগান “বিশ্বনবীর বিশ্ব উম্মাত ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিলাতের বিশ্ব ঘোষণায় মহা আয়োজন” ।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, ফার্মাসিস্ট, মাসজিদ দাওয়াহর চেয়ারম্যান আমির খান । এতে সভাপতিত্ব করেন নিউইর্য়কের বিশিষ্ট আলেমে দীন, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতি এবং আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান মির্জা আবু জাফর বেগ । সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, টিভি ওয়ান ইউ.কে এর ডাইরেক্টর, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, এসেক্স জামে মসজিদ এর গ্রান্ড ইমাম খতীব ও প্রিন্সিপাল শাইখ মাহমুদুল হাসান ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান আলোচক ।

মাহফিলে বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ (ইমাম সেলডেন জামে মসজিদ), শাইখ শামসি আলী (ইমাম জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার), মুফতি মোজাম্মেল হোসেন ফারুকি (ইমাম ইসলামিক সেন্টার অব ট্রিপলেকস টেক্সাস), ড. মুফতি ফারহান (ইমাম এন্ড এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ইসলামিক সেন্টার অব লং আইলেন্ড), নিউইয়র্ক দারুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহর মুহাদ্দিস ইমাম হাম্মাদ আহমেদ, মুফতি আব্দুল মালেক (ইমাম বেলাল মসজিদ ও আমীর সুন্নাতি হজ্জ এন্ড উমরাহ গ্রুপ) এবং প্রধান উপদেষ্টা আমেরিকান মুসলিম সেন্টার, ওয়াশিংটন থেকে আগত বিশিস্ট আইটি ইঞ্জিনিয়ার ইসলামিক স্কলার ও লেখক আবু সাঈদ মাহফুজ ।

মাহফিলে আমির খান তার বক্তব্যে বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শই মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ যা বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করতে পারে । মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন ঘটেছিল । তিনি ছিলেন মানব জীবন ব্যবস্থার মহান শিক্ষক ও মডেল । তিনি এ জীবন ব্যবস্থা প্রচার করেছেন, শিক্ষাদান করেছেন, নিজে এর অনুসরণ ও প্রয়োগ করে নমুনা স্থাপন করেছেন । সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন যা কেয়ামত পর্যন্ত চিরভাস্বর ও অমলিন থাকবে । রাসূল (সাঃ) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একটি মানবকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ।

শাইখ মাহমুদুল হাসান বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । পৃথিবীতে তিনি আগমন করেছেন মানবজাতির মুক্তির দূত হিসেবে । তার আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ । তার আদর্শ অনুসরণ করলে সকল ধর্মের মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে । মহানবী (সা.) এর আদর্শ ছিল মহান আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআন । বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর কোন বিকল্প নেই । মানুষের রচিত কোন মতবাদই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না । তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তি ও শান্তির পথ খুঁজে পেতে গোটা মানবজাতিকে কুরআন ও সুন্নাহর পথে ফিরে আসতে হবে । তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) আদর্শ অনুসরণ করতে সকলের প্রতি আহবান জানান ।

বিশেষ আলোচক মুফতি আব্দুল মালেক তার বক্তব্যে রাসুল (দঃ) এর বিদায় হজ্জের ভাষণের তাৎপর্য এবং ২০২২ সালের হজ্জ নীতি তুলে ধরেন ।

সীরাত সম্মেলন সফল করতে আয়োজক কমিটির প্রধান আহ্বায়ক ও সভাপতি আমেরিকান মুসলিম সেন্টার মাওলানা হাফেজ রফিকুল ইসলাম, মির্জা মুশিউর রহমান, মাওলানা আতাউর রহমান জালালাবাদী, মাওলানা ফয়সল নেওয়াজ, মাওলানা আব্দুল্লাহ কামাল আজহারী, মাওলানা মাসুক আহমেদ, মুফতি লুৎফুর রহমান কাছেমী, জাকির হাওলাদার, মাওলানা মানজুরুল করিম, মফিজুর রহমান, আব্দুল হাদী, খালেদ মাসুদ, বাকি বিল্লাহ, মোস্তাফা কামাল, নুর আলম, সিদ্দিকুল ইসলাম, হাফেজ উমর ফারুক প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন । এবারের গুরুত্বপূর্ণ সীরাতুন্নবী কনভেনশন সফল করার জন্য আয়োজক কমিটি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ।

শীতে মাইগ্রেন থেকে রক্ষায় করণীয়

(শেষের পাতার পর)

সময়ে ঘুমাতে হবে এবং সেটা হতে হবে পর্যাপ্ত ।

* অতিরিক্ত বা কম আলোতে কাজ করা যাবে না ।
* তীব্র ঠান্ডায় না বের হওয়া, আর বের হলেও মাথা ঢাকা গরম কাপড় নিয়ে নিতে হবে ।
* উচ্চশব্দ ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে বেশিক্ষণ না থাকা ।
* বেশি সময় ধরে কম্পিউটারের মনিটর ও টিভির সামনে না থাকা ।
* খাওয়া, হাত-মুখ ধোয়া বা গোসল যাই করবেন, গালকা গরম পানি ব্যবহার করুন ।

যে সব খাবার মাইগ্রেনের সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে: ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার, যেমন- ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত ও আলু ও বার্লি মাইগ্রেন প্রতিরোধক ।

* বিভিন্ন ফল বিশেষ করে খেজুর ও ডুমুর ব্যথা উপশম করে ।
* সবুজ, হলুদ ও কমলা রঙের শাকসবজি নিয়মিত খেলে উপকার হয় ।
* হার্বাল টির মধ্যে বেছে নিতে পারেন গ্রিন টি ।
* ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি মাইগ্রেন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে । তিল, আটা ও বিট ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে ।
* আদার টুকরো বা রস দিনে দুইবার পানিতে মিশিয়ে পান করতে পারেন ।

নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব

(শেষের পাতার পর)

কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন । এসময় নব নির্বাচিত ও বিদায়ী কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন । উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসক্লাকের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের সভাপতি এবং সাপ্তাহিক আজকাল এর বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পদে পুন: নির্বাচিত হন । খবর ইউএনএ’র ।

সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কর্যালয়ে অনুষ্ঠিত দায়িত্ব হস্তান্তর সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান । সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম । সভায় নব নির্বাচিত ও বিদায়ী কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে সহ সভাপতি শেখ সিজুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার, আলমগীর সরকার (বিদায়ী কমিটি), অর্থ সম্পাদক রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহাথীর ফারুকী এবং কার্যকরী সদস্য ফরিদ আলম ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় বিদায়ী কমিটির অর্থ সম্পাদক মমিন মজুমদার নতুন কমিটির অর্থ সম্পাদক রশীদ আহমদ-এর কাছে আর্থিক হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দেন ।

সভায় বিদায়ী সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তার দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য ক্লাবের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী দিনে ক্লাব পরিচালনায় তার সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন । তিনি নতুন কমিটির সার্বিক সফলতাও কামনা করেন ।

নব নির্বাচিত সভাপতি আবু তাহের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রেসক্লাব আমাদের সকলের ক্লাব । সবার সুখ-দু:খ ভাগাভাগি করে পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় যাতে ক্লাব অবদান রাখতে পারে তার জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন ।

সভায় ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়াও নতুন কমিটির প্রথম সভায় করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ নির্ধারনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ।

র‌্যাবের সদস্যদের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে

(প্রথম পাতার পর)

কারণে বাহিনীটির অন্য সদস্যদের ওপর কি কোন প্রভাব পড়বে-এসব প্রশ্ন নিয়েই চলছে এখন আলোচনা । নিষেধাজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র র ্যাবের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে ।

যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকে একতরফা বলে বর্ণনা করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে । কীভাবে এমন সিদ্ধান্ত এলো- এই প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রীদের অনেকে । নিষেধাজ্ঞার খবরটি প্রকাশ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বা অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ।

নিষেধাজ্ঞা, যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেয় যেভাবে: যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক জাভেদ ইকবাল যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন । তিনি বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা দেয়ার সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে আলোচনা বা কোন কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না ।

‘পদ্ধতি হচ্ছে, এটা পুরোপুরি স্টেট ডিপার্টমেন্ট (যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর) ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট বা রাজস্ব বিভাগ আর হোয়াইট হাউজের ওপর নির্ভর করে । এর জন্য কংগ্রেসে কোন বিল প্রয়োজন হয় না,’ বলছেন মি: ইকবাল । তিনি আরও বলেন, ট্রেজারি বিভাগ নিষিদ্ধের তালিকা করে, সেখানে তালিকাভুক্তদের এসডিএন বলা হয় ।

‘সেটা কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং জাহাজের মতো প্রাণহীন জড়ো বস্তুও হতে পারে । কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যখন এসডিএন ঘোষণা করে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিক এবং কোন আর্থিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তালিকাভুক্ত ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে টাকা পয়সা লেনদেন করতে পারবে না ।’

কোন দেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসে যদিও কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই কিন্তু এর পেছনে অভিযোগ যা আনা হচ্ছে, তার সমর্থনে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় । অনেক সময় অভিযোগও প্রকাশ করা হয় না বলে বিশ্লেষকরা বলছেন ।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমিশনার ছিলেন ডেমোক্র্যাট রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ড. নীনা আহমেদ । তিনি বলেছেন, র ্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা হয়তো গেছে । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া, চীন বা মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশকে এক কাতারে ফেলা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন ।

‘র ্যাবের সমস্যাগুলো তুলে ধরে একইভাবে চায়না, উত্তর কোরিয়া বা মিয়ানমারের সাথে (বাংলাদেশকে) দেখানো হলো- এটা আমার কাছে খারাপ লেগেছে ।’ তিনি বলছেন: ‘হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের অভিযোগ এলে, সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগ মূল্যায়ন করে । মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছ থেকে তথ্য প্রমাণ নেয়া হয় । ‘এর ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন যে রিপোর্ট দেয়, সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তারপর সিদ্ধান্তটা আসে,’ বলেন ড. নীনা আহমেদ ।

তিনি এই বিষয়গুলোকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করেন ।

র ্যাব ২০০৪ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার অনেক অভিযোগ ওঠে । এনিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময় কঠোর সমালোচনাও করেছে । এখন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র র ্যাবের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম ও নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে । আর এসব ঘটনায় বিরোধীদলের সদস্য, সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীরা টার্গেট ছিলেন বলে বলা হয়েছে ।

টেকনাফে ২০১৮ সালে মাদক বিরোধী অভিযানে কথিত বন্দুকযুদ্ধে সেখানকার পৌর কাউন্সিলর এবং স্থানীয় যুবলীগ নেতা একরামুল হকের নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে সে সময় রেকর্ড করা একটি টেলিফোন অডিও প্রকাশ হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । র ্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে এই ঘটনাকে অন্যতম কারণ হিসাবে তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ।

নিষেধাজ্ঞা কীভাবে কার্যকর করা হয়: এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা হয় কীভাবে- এই প্রশ্নেও এখন অনেক আলোচনা চলছে । নিরাপত্তা বিশ্লেষক জাভেদ ইকবালের মতে, প্রতিষ্ঠানের নিষেধাজ্ঞার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এবং তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলোতে র ্যাবের অস্ত্র বা সরঞ্জাম কেনাকাটায় বা অর্থিক লেনদেনের ওপর কঠোর নজরদারি থাকবে ।

‘র ্যাব যদি আমেরিকার কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অস্ত্র কিনতে চায় অথবা আমেরিকায় কোন ট্রেনিংয়ে আসতে চায়, সেটা আর পারবে না । আমেরিকার যে মিত্র দেশগুলো আছে, আস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা এবং যুক্তরাজ্য- এই দেশগুলো এখন থেকে র ্যাবকে খুব নজরদারিতে রাখবে । এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্ট (বাস্তব দিক),’ বলেন জাভেদ ইকবাল ।

র ্যাবের অস্ত্র সরঞ্জাম কেনার নীতি কী হবে: র ্যাবের অস্ত্র বা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে এই বাহিনী এবং সরকারের নীতিতে কোন পরিবর্তন আসবে কিনা-সেটা এখনই বলা মুশকিল । র ্যাবের মুখপাত্র কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেছেন, বিরূপ কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তখন সরকার করণীয় ঠিক করবে বলে তারা মনে করেন । তিনি বলছেন, সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে তারা অস্ত্র ও সরঞ্জাম কিনে থাকেন, সেখানে সুনির্দিষ্ট কোন দেশ থেকে কেনার বিষয় নেই ।

‘আমরা এখনও আশা করি, সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ভাল দেশ থেকে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে আমরা সক্ষম হবো । কারণ এখন পর্যন্ত কোন সমস্যার মুখোমুখি আমরা হইনি । ভবিষ্যতে মুখোমুখি হলে তখন সরকার করণীয় ঠিক করবে,’ বলেন র ্যাবের মুখপাত্র কমান্ডার খন্দকার আল মঈন ।

র ্যাবের সাধারণ সদস্যদের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে: র ্যাবের সাবেক মহাপরিচালক এবং বর্তমান পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদসহ সাতজন কর্মকর্তা যাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি হিসাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী, তারাও যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না এবং তাদের সেখানে সম্পদ থাকলে তা বাজেয়াপ্ত হবে । যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা তারা পাবেন না । বাহিনী হিসাবেও র ্যাব নানা সমস্যার মুখে পড়বে ।

কিন্তু র ্যাবের অন্য কর্মকর্তা বা সদস্যদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে বিশ্লেষকরা বলছেন । রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলী রীয়াজ মনে করেন, র ্যাবের অন্য সদস্যরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না । ‘সুনির্দিষ্টভাবে যারা চিহ্নিত হয়েছেন, এটা তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে কার্যকর হবে । কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তাদের পরিবারের ওপর সেটা প্রয়োগ হয় । এটা এক ধরনের অস্পষ্টতা আইনে আছে ।’

তবে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ‘প্রতিষ্ঠান হিসাবে র ্যাবের ক্ষেত্রে যে হাজার হাজার কর্মকর্তা বা সদস্য আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এর কোন প্রত্যক্ষ এবং আশু কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই । তারা আসলে এই নিষেধাজ্ঞায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না ।

‘কিন্তু এখানে যে অস্পষ্টতা থেকে যায় সেটা হচ্ছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা বা ভ্রমণে যেতে পারবেন কিনা । যদি এধরনের স্যাঙ্কশন এনটিটি থাকে, তার সাথে যুক্তদের ভিসা পেতে অনিশ্চয়তা থাকে । পরে কেউ যদি এই প্রতিষ্ঠানে না থাকেন, তাহলে কি তারা ভিসা পেতে পারেন? - হ্যাঁ পেতে পারেন । এ সব নিয়ে আইনে অস্পষ্টতা রয়েছে,’ বলেন অধ্যাপক রীয়াজ ।

তিনি উল্লেখ করেন আইনে এটা স্পষ্ট যে, যে কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তাদের উপরই আসলে এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়বে ।

হঠাৎ করেই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত আসেনি: যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার নানা ধরন আছে বলে বিশ্লেষকরা বলছেন । তাদের মতে, কখনও কখনও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং দেশকে শাস্তি দিতে নিষেধাজ্ঞা আসে । আবার কখনও সতর্ক করতে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয় । কিন্তু র ্যাবের বিরুদ্ধে এখন কেন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলো- বাংলাদেশ সরকারের অনেকে এই প্রশ্ন তুলেছেন ।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক জাভেদ ইকবাল মনে করেন, হঠাৎ করেই এমন সিদ্ধান্ত আসেনি । তিনি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ‘রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট সেনেটোরদের একটা দল ট্রাম্প সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিয়েছিল । তাতে তারা র ্যাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছিল । আর এ বছরের অগাস্টে কংগ্রেসে র ্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে শুনানি হয়েছে । তাতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তি জবানবন্দি দিয়েছিলেন ।’

জাভেদ ইকবাল বলছেন, ‘এই দুটো ঘটনা এবং নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যদি সরলরেখা টানি, তাহলে এই ঘটনাগুলো একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত, যার পরিণতি এই নিষেধাজ্ঞা ।’

ভারত কেন্দ্রিক নীতি থেকে সরছে যুক্তরাষ্ট্র: বিষয়টাকে কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ । তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতকেন্দ্রিক নীতি থেকে সরে আসছে । এটিও এই নিষেধাজ্ঞার অন্যতম একটি কারণ বলে তিনি মনে করেন ।

‘তিনটি বিষয় আসলে মনে হচ্ছে, এর একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং তার যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আছে । দ্বিতীয়ত যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের ওপর চাপও আছে । কারণ গত বছর দশজন সেনোর র ্যাবের বিরুদ্ধে চিঠি লিখেছিলেন,’ বলছেন অধ্যাপক রীয়াজ ।

‘তৃতীয় বিষয় হচ্ছে ভূরাজনৈতিক । যুক্তরাষ্ট্র আসলে দক্ষিণ এশিয়ায় তার নীতির একটা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে । এতদিন পর্যন্ত যে ভারত কেন্দ্রিক নীতি ছিল এবং সেক্ষেত্রে চীনের যে আগ্রাসী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, সেটা ভারত মোকাবেলা করতে পারছে বলে যুক্তরাষ্ট্র এখন মনে করছে না ।’

অধ্যাপক রীয়াজের ধারণা: ‘যুক্তরাষ্ট্র এখন তা নিজেই মোকাবেলা করতে চায় । ফলে যেহেতু বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে এবং চীনের সাথে তার ঘনিষ্টতা তৈরি হচ্ছে, এগুলো আসলে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে ।’

অনিরাপদ হয়ে উঠেছে

(শেষের পাতার পর)

পর্যন্ত এই ঘটনায় খুনিকে আটক করা সম্ভব হয়নি । এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন যাত্রীরা ।

স্বল্পমূল্যে নিরাপদে যাত্রী পরিবহনে এক সময় নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ের সুনাম বিশ্ব জুড়ে থাকলেও এখন এই সাবওয়ে এক আতংকের নাম । প্রায় দিনই খবরের শিরোনাম হচ্ছেন সাবওয়ের যাত্রীরা । কখনো ডাকাত, কখনো বর্ণবাদী আবার কখনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হোমলেসদের হামলায় ঘরে ফেরার পরিবর্তে হাসপাতালে জায়গা হচ্ছে যাত্রীদের । এবার আর হাসপাতাল নয়; সাবওয়েতে হামলার শিকার হয়ে একেবারে না ফেরার দেশে চলে গেছেন এক যাত্রী ।

জানা গেছে, গত ১৩ ডিসেম্বর সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ব্রঙ্কসের ওয়েকফিল্ড-দু-ফোরটিওয়ান স্ট্রিটের সাবওয়েতে । তর্কাতকির এক পর্যায়ে ভিকটিমকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় অপরিচিক এক ব্যক্তি । পরে হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন ।

এই ঘটনার কয়েক ঘন্টা আগে ম্যানহাটনের এসেক্স স্টেশনে এমটিএর একজন ক্লিনারকে বেলচা দিয়ে পিটিয়ে আহত করে এক দুর্বৃত্ত । এসব ঘটনায় আতংকিত হয়ে পেড়েছেন যাত্রীরা । অনেকে ভয়ে সাবওয়ে ব্যবহারই ছেড়ে দিয়েছেন ।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা যায়, গত অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বরে সাবওয়েতে ডাকাতি দ্বিগুণ বেড়েছে । আর ২০২০ সালে ৩৯টি ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা ৮৮ টি । এর বাইরে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে হামলা, বর্ণবিদ্বেষ । প্রতিদিন ৫০ লাখের বেশি যাত্রী নিউইয়র্কের সাবওয়ে ব্যবহার করলেও করোনা মহামারিতে তা কমে আসে । যাত্রী কমার পেছনে ভয়ও একটি কারণ । গত ৯ অক্টোবর ৩৫ লাখ যাত্রী সাবওয়ে ব্যবহার করেন বলে জানায় এমটিএ ।

সিটির সাবওয়ে অনিরাপদ প্রসঙ্গে কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মাহবুবুল ফিরোজ বলেন, সিটির সাবওয়েগুলোতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে ট্রেনে ভ্রমণ করতেই ভয় লাগে । প্রায় প্রতিদিনই নানান অঘটনের গথা শুনছি । তিনি সবাইকে সতর্কতার সাথে সাবওয়েতে চলাফেরার আব্বান জানানোর পাশাপাশি সকল সাবওয়ের প্রবেশ পথে ক্যামেরা স্থাপন ছাড়াও পুলিশ নিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন ।

কোল, কাজল ও সুরমায় সীসা থাকতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে শেখা ও আচরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত এবং বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে।
ব্যবহার করার পরে আপনার হাত ধুয়ে নিন।
শিশুদের থেকে দূরে থাকুন।
আপনি যদি কোল, কাজল বা সুরমা ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার ডাক্তারকে রক্তে সীসার উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য বলুন।
আরো তথ্যের জন্য 311 নম্বরে ফোন করুন বা nyc.gov/leadfree দেখুন।
সতর্কীকরণ: সীসা থাকতে পারে
NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

শিশু বিশেষজ্ঞরা এখন COVID-19 টিকা সুপারিশ করেন 5-17 বছর বয়সীদের জন্য।
আমার শিশুর কি একটি COVID-19 টিকা নেওয়ার প্রয়োজন আছে?
COVID-19 টিকা 5-17 বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের জন্য সুপারিশকৃত, ঠিক অন্যান্য শৈশবের টিকাগুলির মত। COVID-19 এর বিরুদ্ধে টিকা নেওয়া COVID-19 এর কারণে গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা থেকে অসুস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা।
COVID-19 টিকা জীবন বাঁচায়। আপনার শিশুকে টিকা দেওয়ান।
COVID-19 টিকা সম্পর্কে আরো জানতে nyc.gov/covidvaccine এ যান অথবা 212-268-4319 নম্বরে কল করুন।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

ইতিহাসে প্রথম মহাকাশে খাবার ডেলিভারি পাঠালো উবার ইটস জাপান

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : এবার মহাকাশে খাবার ডেলিভারি পাঠালো উবার ইটস জাপান। সম্প্রতি কোম্পানিটি তাদের ডেলিভারি জোন মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। এরপরই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকা মহাকাশচারীদের জন্য খাবার ডেলিভারি পাঠায় তারা। এরমধ্য দিয়েই প্রথম ফুড ডেলিভারি কোম্পানি হিসাবে মহাকাশে খাবার ডেলিভারি করে ইতিহাস গড়লো কোম্পানিটি। এ খবর দিয়েছে এনডিটিভি। তবে মহাকাশে ডেলিভারি পাঠানোই একমাত্র চমকপ্রদ বিষয় নয়। এই ডেলিভারিটি নিয়ে গেছেন জাপানি বিলিনিয়র ইউসাকু মায়েজাওয়া। সাধারণ ডেলিভারি বয়ের পরিবর্তে তিনিই নভোচারীদের জন্য খাবার সরবরাহ করেছেন। উবার ইটস জাপানের টুইটার পেজ থেকে এরইমধ্যে এই ডেলিভারির একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে উবার ইটসের একটি ধুসর কাগজের ব্যাগে করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে খাবার ডেলিভারি দিচ্ছেন ইউসাকু। তার থেকে খাবার বুঝে নিচ্ছেন স্টেশনের কমান্ডার অ্যান্টন স্কাপলেরভ। এ সময় ইউসাকু সাধারণ ডেলিভারি বয়দের মতোই শাদা টি শার্ট ও উবার ইটসের ক্যাপ পরা ছিলেন। ওই পোস্টে ডেলিভারি দেয়ার জন্য ইউসাকুকে ধন্যবাদও দেয় কোম্পানিটি। জানা গেছে, ওই ডেলিভারিতে ছিল একাধিক জাপানি 'রেডি টু ইট' খাবার। এরমধ্যে ছিল চিকেন, অল্প আঁচে সিদ্ধ শুকরের মাংশ ও গরুর মাংশ। খাবার মহাকাশচারীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার পর ইউসাকু বলেন, আমি আপনাদের জন্য মজার কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড কমেছে

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কমেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২০২০ সালে দেশে তিনটি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার কথা তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওইসব ঘটনায় কোনো প্রাণহানি হয়নি। সন্ত্রাসবিরোধী আইন-আদালত কার্যকর রয়েছে।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী ব্যুরোর তৈরি এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। ওইসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কমেছে।

প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশে বলা হয়েছে, বরাবরের মতো বাংলাদেশভিত্তিক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আইএস কিংবা আল কায়দার মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের যোগসূত্র নেই বলে দাবি করে আসছে সরকার।

ঢাকার একটি রেস্টুরেন্টে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ২০১৯ সালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এটি এখন আপিল বিভাগে আছে। ওই হামলার দায় স্বীকার করে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। ২০১৬ সালে হলি আর্টিসান বেকারিতে চালানো ওই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিকসহ ২০ জন নিহত হন।

তবে প্রতিবেদন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কথা বলেছে। তারা বলেছে, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, যা বৈশ্বিক মহামারিজনিত সংকটে আরও প্রকট হয়েছে। যে কারণে সন্ত্রাসবাদের মামলাগুলোয় জট তৈরি করেছে। এসব মামলার রায় প্রদানের হার ১৫ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ সরকার। জানুয়ারিতে কাউন্টার টেররিজম এজেন্সিকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ সরকার নতুন একটি ইউনিট গঠন করেছে।

প্রতিবেদনে ২০২০ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত যেসব সন্ত্রাসী হামলার তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে- ২৮ ফেব্রুয়ারি হাতে তৈরি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে চট্টগ্রাম নগরীর একটি পুলিশ চৌকির কাছে। ৩১ জুলাই নওগাঁ জেলার একটি হিন্দু মন্দিরে হামলা হয়, যেখানে একটি ঘরে তৈরি বোমা পাতা হয়। দুটি হামলার জন্যই আইএস দায় স্বীকার করে। ওই দুই ঘটনায় বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইন সংশোধন করা হয় ২০১২ ও ২০১৩ সালে। ওই আইন অপরাধ বিচার ব্যবস্থায় পুরোদমে প্রয়োগ হতে থাকে ২০২০ সালেও। এই আইনের আওতায় সাতটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বেশকিছু মামলার বিচার শুরু হয়। এসব মামলার মধ্যে আছে ২০১৫ সালে ব্লগার ও বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক অনন্ত বিজয় দাশ হত্যা মামলা। এই হত্যার দায় স্বীকার করে আল কায়েদাপন্থি জঙ্গি সংগঠন আনসার আল-ইসলাম।

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Accredited
Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
Mohammed Abdul Khaleque
We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাটোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান্য কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি’র বিজয় দিবস পালন

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতার ৫০ বৎসর অর্থাৎ বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি। এ উপলক্ষ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় এস্টোরিয়ায় অবস্থিত বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট মিলায়তনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ বীর সদস্য মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপার সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল করিম ও মোঃ লুৎফুর রহমান, যুব সম্পাদক শফি আলম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ মুসলিম, নিউইর্য়ক ষ্টেট কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ হানিফ, নিউইর্য়ক সিটি জাপা’র সাধারণ হেলাল উদ্দিন ও জাতীয় যুব সংহতির নেতা মোহাম্মদ নাজিম।

সভার শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা করার পর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ৫০তম বছর বা সুবর্ণ জয়ন্তী দেখার সুযোগ পাওয়াটা একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি। একাত্তরের রণাঙ্গনের সহযোদ্ধাদের অনেককেই ইতিমধ্যে আমরা হারিয়েছি। জাতি ও বাংলাদেশ তার বহুসংখ্যক সেরা দেশপ্রেমিক, দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে অশ্রুজলে বিদায় দিয়েছে। যারা সৌভাগ্যক্রমে আজও বেচে আছে তাদের অল্প সংখ্যক বাদে বেশির ভাগই কর্মক্ষমতা হারিয়ে বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছেন। আজ বাংলাদেশে প্রতি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা অসহায় অবস্থায় আছে। যারা মুক্তিযোদ্ধা বর্তমান সরকারে সম্পৃক্ত তাহারা শুধু সুখে শান্তিতে দেশে বসবাস করছেন। আমরা টেলিভিশনে বা পত্রিকায় মাধ্যমে জানিতে পাড়ি অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। জাতীয় পাটির্র প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ সরকারে সময় জাতির শ্রেষ্ট সন্তান উপাদি দিয়েছিলেন। উপস্থিত সকলে সারা বিশ্বের বাঙালীদের বিজয় দিবস ৫০ বৎসর বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান এবং আগামী দিনে বাংলাদেশের জনগনের সুস্বাস্থ ও করোনা মুক্ত বাংলাদেশ কামনা করে।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International

Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates, ETIHAD, SAUDIA, QATAR, KUWAIT AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, SINGAPORE AIRLINES, American Airlines
DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika | TiME television

আমার দেশান্তরী জীবনের সম বয়সী যে

মনিজা রহমান

জীবনের সাঁঝবেলাতে বলতে গেলে দেশান্তরী হলাম। যখন থিতু হয়ে বসার সময়। স্কুলের পরীক্ষায় রচনা লিখতাম- এইম ইন লাইফ কিংবা আমার জীবনের উদ্দেশ্যে। বাস্তবতার সঙ্গে স্কুলের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

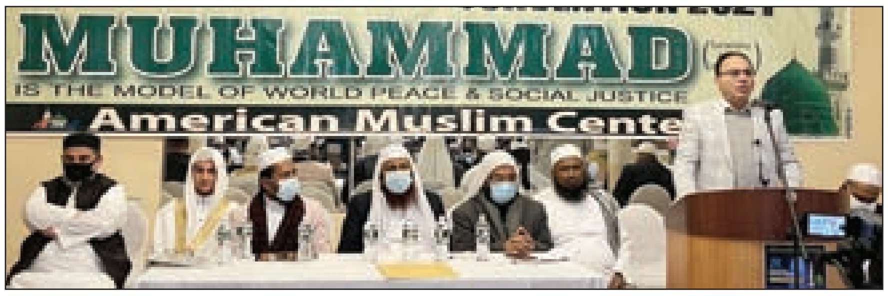

এএমসি'র সীরাত সম্মেলনে"বক্তব্য রাখছেন ফার্মাসিস্ট আমীর খান।

'মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শই মানবতার মুক্তির পথ'

আশরাফুল হাবিব মিহির: নিউইয়র্কের কুইন্সের আগ্রা প্যালেসের হলে বরাবরের মতো এবারও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাড কমিউনিটির সকলের সহযোগিতায় আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সফল সীরাত সম্মেলন। রোববার (১৯ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টা থেকে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ইসলামে দেশপ্রেম ও স্বদেশ চেতনা

মাহমুদুল হাসান আরিফ

দেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদাবোধ স্বাধীন-সার্বভৌম যেকোনো দেশের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ। দেশের প্রতি যার অন্তরে ভালোবাসা বিদ্যমান, দেশের মঙ্গল, শান্তি ও সমৃদ্ধি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৩

গতমাসে আবার ম্যানহাটন যেতে হয়েছিল, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সোয়া চারটায়। ছুটির দিন ঘরে দু-নয়ার কাজ থাকে, তাও তাড়াহুড়ো করে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

কুইন্স বরো হলের সামনে বিজয় দিবস উদযাপন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দেশের ন্যায় প্রবাসেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে। দিবসটি স্মরণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা নানা আয়োজনে একাত্তুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ ছাড়াও সমাবেশ করেছে। এসব সমাবেশে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

কুইন্স বরো হলের সামনে বিজয় দিবস উদযাপনের দৃশ্য।

খেলার খবর

শ্রীলঙ্কাকে ১২ গোল দিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রপ সেরা হয়ে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। রোববার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে কমলাপুর স্টেডিয়ামে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ ১২-০ গোলে শ্রীলঙ্কাকে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর

প্রেক্লাবের সভায় বক্তব্য রাখছেন নবনির্বাচিত সভাপতি আবু তাহের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে বিদায়ী কমিটি। শনিবার সন্ধ্যায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিদায়ী কমিটির সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান নব নির্বাচিত সভাপতি আবু তাহেরের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

অনিরাপদ হয়ে উঠেছে নিউইয়র্কের সাবওয়ে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আবার অনিরাপদ হয়ে উঠেছে নিউইয়র্কের সাবওয়ে। এবার ব্রঙ্কসের একটি সাবওয়ে স্টেশনে ছুরিকাঘাতে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এই রিপোর্ট লেখা **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২৩

বদরুল-মইনুল প্যানেল নিয়ে আলোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব **(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)**

হেলথ টিপস

শীতে মাইগ্রেন থেকে রক্ষায় করণীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতে মাথা ব্যথা অনেকেরই নিত্য সঙ্গী। তীব্র ঠান্ডার সাথে কি মাইগ্রেনের যন্ত্রণা খুব ভোগাচ্ছে? মুক্তি পাওয়ার ঘরোয়া কিছু উপায়। জেনে নিন-
* প্রতিদিন নির্দিষ্ট (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
929-207-1516
info@zakircpa.com

নিউইয়র্ক সিটির ১০০ মিলিয়নের প্রনোদনা

সুযোগ থাকবে ড্রাইভারদের জন্য

এমদাদ চৌধুরী দীপু: কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এর পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ ১০০ মিলিয়ন (বাকি অংশ ২৯ পাতায়

আ. লীগের বিজয় দিবস ও এরিকের ইন্টারফেইথ ব্র্যাকফাষ্ট

ইমাম কাজী কাইয়ুম: আমরা বাংলাদেশীরা যদিও আমাদের ধর্মীয় গুরুদের যথাযথ সম্মান দিতে জানিনা, এমনকি সুযোগ পেলেই জনসমক্ষে ঘায়েল করতেও দ্বিধা করিনা...। **(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)**

বিনোদন

বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছেন দেব!

বিনোদন ডেস্ক: তারকাদের বিয়ে-বিচ্ছেদ নতুন কিছু না। তবে এই বিচ্ছেদেই ভয় পান কলকাতার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472.

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা নিন
Each office is independently owned and operated

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com